











# আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্।

দ্বিতীয় ভাগ ২

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজেন

সম্পাদিতং ভাবান্তরিতঞ্চ

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা

কলিকাতা কল্যাণী কলি ৩৮ নম্বর ডাবলউ. সি. স্ট্রিট

বলভিহান্স প্রেসে প্রথমদ্রুমাণ দে দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ মাল ১লা কাঙ্ক্ষিক।

১) পাঠ্য পুস্তক।  
২) প্রথম পুস্তক শ্রী ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রণীত।  
৩) উ. সারসংগ্রহের প্রথম ভাগ।  
৪) প্রথম পুস্তক চিকিৎসা-এক কার্যক্রম।  
৫) দ্বিতীয় ভাগ



# সূচীপত্র ।

সচ্ছন্দ ভৈরব রস	১	বিরদবান রস	২৮
স্বপ্ন সূচিকাতরণ রস	২	বিশ্বমূর্ত্তি রস	২৯
সদ্য জ্বরবটী	৩	সূচীকাতরণ রস	৩০।৬৯
জ্বরকেশরী রস	ঐ	মকরেশ্বজ বিধান	৩১
আদাবটী	৪।৫	পূর্ণচন্দ্র রসায়ন	৩২
গদমুরারি	৬	বৃহৎ সর্বজ্বর লৌহ	৩৪
গুবাবটী	৬	বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ	৩৫
হিঙ্গুলেশ্বর বটিকা	৭	কম্পতরু রস	৩৬
লোকনাথ রস	৮	জ্বরকনয় বটীকা	৩৮
অর্দ্ধনারীশ্বর রস	৮।১৮।৯।১	জ্বরকুলান্তক লৌহ	৩৯
মৃত্যুঞ্জয় রস	৯।১০।২।১।৭২	জ্বর ভৈরব চূর্ণ	৪০
প্রতাপ লঙ্কেশ্বর	১২	মহেশ্বর চূর্ণ	৫২
মহা মহৎ সূচিকাতরণ রস	১৫	জয়মঙ্গল রস	৪৫
রামরাজ ঐ	১৭	বত্নগিরি রস	৪৬।১০৬
হিঙ্গুলেশ্বর রস	১৯	বিষম জ্বরান্ত লৌহ	৪৮
কালাগ্নিরুদ্ধ রস	২০	অষ্টমূর্ত্তি রস	৫০
শ্রীকালানল রস	২২	জলযোগ রস	৫১।৭৩
ব্রহ্ম অস্ত্র বটীকা	২৪	সর্ব জ্বর হর লৌহ	৫২
শম্ভুনাথ রস	২৫	মহাজ্বরাক্কুশ রস	৫৩
রসেন্দ্র বটীকা	২৭	জ্বরান্তক লৌহ	৫৪



অঙ্কচন্দ্র রস লৌহ	৫৫	অভয় লবণ	৮১
সর্ষ জ্বরারি রস	৫৬	কালানল রস	৮২।৯৭
সুদর্শন চূর্ণ	৫৬।১০৮	পঞ্চরক্ত রস	৮৩
জীর্ণ জ্বরাকুশ	৫৮	নার্ত্তগু রস	৮৪
বিশ্বেশ্বর রস	৫৯।১০৩	সান্নিপাতক রস	৮৫
রসসিন্দূর যোগ	৫৯	বাণরস গুটীকা	৮৬
যকুৎ প্লীহাদি লৌহ	৬০	বৈদ্যনাথ বটী	৮৭
শীতভূঞ্জিত রস	৬২।৮০	পপ্পাটী রস	৮৮
হেমাঙ্গি রসসিন্দূর	৬২	সান্নিপাত ভৈরব	৯০
মৃত্যুসঞ্জিবনী রস	৬৩।৭৫	নেঘনাথ রস	৯০
পপ্পাটাদি পাচন	৬৪	সিন্ধবটী	৯১
ত্রৈলোক্য চিন্তামণি	৬৫	অঘোর নৃসিংহ রস	৯২
কনক সাগর রস	৬৮	চাতুর্থকারি রস	৯৪
বাড়বানল রস	৬৮	অভয়নৃসিংহ রস	৯৫
ভৈরবী বটীকা	৭০	ত্রিদোষ নিহারী	৯৫
প্রতাপ লঙ্কেশ্বর	৭১	স্বর্ঘ্যকর রস	৯৭
সিংহনাদ রস	৭৩	বিপ্রংশিনো রস	৯৮
বেতাল ভৈরব রস	৭৪	কার্নিক রস	৯৯
রস বটিকা	৭৫	রক্তসারৈশ্বররস	১০০।১১৭
কালান্নি রুদ্র রস	৭৬	বাড়ব রস	১০১
চিন্তামণি রস	৭৭	কফকেতুরাজ রস	১০২
কাল বারুণী রস	৭৯	ত্র্যাংহিক জ্বরারি রস	১০৪
চতুমুখ রস	৭৯	আনন্দ ভৈরব রস	১০৪

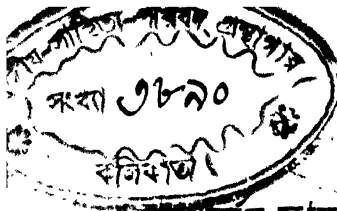
জ্বরারি রস	১০৫	বালা ঘৃত	১২৭
রত্নাগিরি রস	১০৬	ত্রিকণ্ঠাকাদি ক্ষীর	১২৮
সর্বত্র তদ্র লৌহ	১০৭	বৃশ্চিকাদি ক্ষীর	১২৮
চন্দ্রনাদি লৌহ	১০৮	চব্যাদি ঘৃত	১২৯
জ্বরাস্তক রস	১১০	চন্দ্রনাদ্য ঘৃত	১২৯
ঘোড়াচূনি রস	১১১	তৈলপাকের বিবরণ	১৩০
জ্বরবারণকেশরী লৌহ	১১২	তৈল মুছনা প্রকরণ	১৩০
গুড় পিপ্পলী	১১৩	মুছনা দ্রব্য	১৩১
ভৈরবী বটীকা	১১৪	গন্ধদ্রব্য দিবার বিধি	১৩১
সান্নিপাত ভৈরব	১১৬	পাক তৈলের গুণ	১৩২
জ্বরাক্শুশ বটী	১১৬	তৈলপাকের কাল নিরূপণ	১৩২
শৃঙ্গাদি পাচন	১১৮	মহা লাক্ষাদি তৈল	১৩৩
বজ্রেশ্বর মোদক	১১৯	শীতভূঞ্জিত তৈল	১৩৫
ধাত্রী মোদক	১২১	অশ্বগন্ধা তৈল	১৩৬
জীরকাদি মোদক	১২২	বৃহৎ পিপ্পলাদি তৈল	১৩৭
পিপ্পলাদি		কিরতাদি তৈল	১৩৮
ঘৃত	১২৩	পিপ্পল্যাদি তৈল	১৪৯
ষটপল ঘৃত	১২৪	যবাদ্য তৈল	১৪১
দশমূল ঘৃত	২৪	লাক্ষাদি তৈল	১৪১
বাসাদ্য ঘৃত	১২৫	মহৎ লাক্ষাদি তৈল	১৪২
গুড়ুচী ঘৃত	১২৬	দূর্বাদ্য তৈল	১৪৩
ত্রিফলা ঘৃত	১২৬	ক্ষীর অঙ্গারক তৈল	১৪৪
বাসাঘৃত	১২৬	বৃহৎ ষটপল তৈল	১৪৫
পঞ্চমূলীক্ষীর ডাক্ষাঘৃত	১২৭	অঙ্গারক তৈল	১৪৫



## গ্রাহক दिगैर नाम ।

राजा ज्योतिन्द्रमोहन ठाकुर बाहादुर, थोडासाँको	४
श्रीमती महाराणी स्वर्णनयी, काशिमबाजार	१
श्रीमती राणी शरत्सुन्दरी देवी, पुठियाारी	३
राजा कमलकृष्ण सिंह बाहादुर, मुसङ्ग दुर्गपुर	३
श्रीधर बाबु हरकुमार सरकार, करचमाडिया	७
“ “ शशधर लाहिडी, मदन बित्रेर लेन	१
“ “ श्यामलाल दत्त कलुटोला	३
“ “ नगेन्द्रनाथ सेन गुप्त, पटलडाङ्गा	३
“ “ शिशुराम मुखोपाध्याय, मृजापुर	३
“ “ नित्यानन्द सरकार ई, आई, रेलगुये	३
“ “ गिरिशचन्द्र बन्द्यापाध्याय	३
“ “ श्रीनाथ बन्द्यापाध्याय कयलाघाटा	३
“ “ रामहृदय चक्रवर्ती, बादुडवागान डिम्प	३
“ “ गगनचन्द्र दास	३
“ “ कालीप्रसन्न बन्द्यापाध्याय, चोरवागान	३
“ “ केदारनाथ राय	३
“ “ राजकृष्ण द्विज दास, कविराज पाडा	३
“ “ योगेन्द्र नाथ गाङ्गुलि, बेनेटोला	३
“ “ दिननाथ दे निमुगुस्तागर लेन	१
“ “ सुरथनाथ घोष, बादुडवागान	३
“ “ मनमोथ चोपडाध्याय, आमहारेस्ट श्चू ट	३
“ “ लालबिहारी चक्रवर्ती, सुरथिरवागान	३
“ “ महेश्चन्द्र नाथ दे, हेयार स्कूल	३
“ “ रामचन्द्र चक्रवर्ती, अरिडिनेन्स अफिस	३

শ্রীযুক্ত	বাবু	প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ	আর্ডিভেনেন্স অফিস
“	“	গোবর্দ্ধন দাস	ত্র
“	“	বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত	ত্র
“	“	দিননাথ চক্রবর্তী	ত্র
“	“	শিবকৃষ্ণ ঘোষ	ত্র
“	“	হিরালাল জানা, বামাপুকুর	
“	“	অধরচরণ ঘোষ, হোম অফিস	
“	“	ব্রজনাথ বণিক দত্ত, বহুবাজার	
“	“	শিবচন্দ্র ভণ্ড, ভ্যানসিটার্ট রোড	
“	“	প্রমথনাথ ঘোষাল, কলিকাতা মিণ্ট	
“	“	রাধিকানোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুবাজার	
“	“	সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সাঁকারিটোলা	
“	“	গাধবচন্দ্র দত্ত, ঘোড়াসাঁকো	
“	“	গোপীনাথ সেন গুপ্ত, রাজারচক	
“	“	কালীকিষ্ণর মিত্র, বাল্মিক যন্ত্র	
“	“	কৈলাসচন্দ্র দাস, পাটনা	
“	“	যোগেন্দ্রচন্দ্র ববিরাজ, রাণাঘাট	
“	“	রামদাস সেন, কবি রাজ সিরাজগঞ্জ	
“	“	ভগবতীচরণ দে, মনয়ারি স্টেশন	
“	“	দুর্ভচন্দ্র মজুমদার, আলপুর	
“	“	প্রসন্নকুমার সেন, বরিনাল	
“	“	হরনাথ গাঙ্গুলি, বহুদু জয়নগর	
“	“	ভুবননোহন গুপ্ত, সাহেবগঞ্জ	
“	“	কালীপ্রসাদ সান্যাল, আলীগড়	
“	“	গৌরমুন্দর চক্রবর্তী, মগধনসিংহ	
“	“	হারাদচন্দ্র মিত্র, গুয়াতলী	
“	“	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উলা	
“	“	শ্রীরমানাথ রায় চৌধুরী, শিবপুর	



৩৮২০

## আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম

দ্বিতীয় ভাগ ।

জ্বরের চিকিৎসা ।

সচ্ছন্দ ভৈরব রস ।

সমভাগঞ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতংগন্ধকং ।  
জাতীফলাদ্বিভাগঞ্চ সর্বদ্রব্যং বিচূর্ণ-  
য়েৎ ॥ সর্বদ্বিভাগং নাগধিচূর্ণং যোজয়িত্বা  
বিভাবয়েৎ । গুঞ্জঘয়ং ত্রয়ংবাপি নাগ-  
বল্লি দলেনচ ॥ আদ্র'কস্যানুপানেন  
দারুণং দাহনাশনং । সদ্যজ্বরে সান্নি-  
পাতে ধাতুস্থে বিষম জ্বরে । মন্দা-  
নলে শিরোরোগে দেয়ং সচ্ছন্দ ভৈ-  
রবং ॥ ৩৮৪

সারকৌমদী ।

পারদ, গন্ধক ও অমৃত প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল অর্ধ  
তোলা ও পিপ্পলী চূর্ণ ৩।০ তোলা এই সকল চূর্ণ একত্রে  
পান রসে মাড়িয়া আদ্র'ক রসানুপানে সেবন করিলে অতিশয়

দাহ, নবজ্বর, ধাতুস্ফূজর, সান্নিপাত, বিষমজ্বর, শীরোরোগ  
ও অগ্নিমান্দাদি রোগ সকল নাশ হয় । ৩৮৪

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং শতধা ভাবিতাদ্র-  
কৈঃ । গুঞ্জার্কং যোজয়েৎ বৈদ্যঃ সন্নি-  
পাত নবজ্বরে ॥ সচ্ছন্দ ভৈরবং নাম সচ্ছন্দং  
জায়তে নরঃ ॥ ৩৮৫

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

তাম্র, অমৃত ও স্বর্ণ আদ্রক রসে একশত ভাবনা দিয়া।  
অর্ক রতি মাত্রা সান্নিপাত নবজ্বরে এই সচ্ছন্দ ভৈরব নামক  
ঔষধি সেবনে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয় । ৩৮৫

স্বপ্ন সূচিকাতরণ ।

অমৃতং গরুলং দারু সর্ববতুল্যঞ্চ হিঙ্গু  
লং । মাহিষেণ চপিত্তেন সংমর্দং বাজী-  
তুল্যকৃতং ॥ বটিকা সূচিকাগ্ৰেণ সান্নিপাত  
কুলান্তক । তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং  
দধিভুক্তকং ॥ সূচিকাতরণং নাম ক্ষ-  
ণাৎ মুঞ্চতি নিশ্চিতং ॥ ৩৮৬

রত্নাকরী

অমৃত বিষ, সর্প বিষ ও দারুসূচ বিষ এই তিন দ্রব্য  
প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৩ভাগ সর্প দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া  
মহিষ পিত্তে ভাবনা দিবেক । বটিকা সূচ্যগ্র প্রমাণ সেবনে

সান্নিপাত রোগ নাশ হয় তিল এবং তিল তৈল অঙ্গে ম-  
র্দন করাইবেক আর দধ্যম পথ্য দিবেক এই সূচিকাভরণ নাম  
মহৌষধি সেবনে ক্ষণমাত্রে রোগ নিশ্চয় নিবারণ হয় । ইহা  
স্বয়ং মহাদেবের উক্তি । ৩৮৬

### সদ্যজ্বর বটী ।

রসেন্দ্র গন্ধ গোদন্ত শাল্মলিষ্কারমেবচ ।  
আদ্রকস্য রসে ভাব্যং সর্ষপাকার মান-  
তঃ । শীতোপচারং কর্তব্যং সদ্যজ্বরহরং  
পরং ॥ ৩৮৭

দর্পণ

রস, গন্ধক, গোদন্তা ও শাল্মলিষ্কার চারি দ্রব্য সমভাগ  
আদাররনে নাড়িয়া বটী সরিষা প্রমাণ সদ্যজ্বর নিবারণ হয়.  
শীতল ক্রিয়া করিবেক । ৩৮৭

### জ্বরকেশরী রস ।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোযং গন্ধ স্ত্রিকলমে  
বচ । জয়পাল সমং কুর্য্যাৎ ভৃঙ্গ তো-  
য়েন মর্দয়েৎ ॥ গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কৃত্বা  
বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ । প্রমাণং সর্ষপাকারং  
বালানাঞ্চ প্রশ্যসতে ॥ নারিকেলান্ধু  
পিত্তেচ বাতিকে শর্করাপিবা । মধুনা মরিচং



লেখাং সন্নিপাত নিসূদনং । শৃঙ্গ-  
 বেরাশু মধুনা সর্ব জ্বর নিবারণং ।  
 পথ্যং মুক্তা পটোলঞ্চ দাহতৃষ্ণাং নিবা-  
 রয়েৎ ॥ ৩৮৮

রত্নাকরী

পারা, বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, ত্রিফলা ও জয়পাল সকলে সমভাগ ভৃঙ্গরাজ রসে মাড়িয়া বটা ১রতি, বৈদ্য যত্ন পূর্বক প্র-  
 স্তুত করিবেক, বালককে সরিষা প্রমাণ মাত্রা দিবেক, অনুপান  
 পিত্তজ্বরে নারিকেল জল, বাতিকে চিনি, মধু ও মরিচ সহ  
 সন্নিপাতে দিবেক, অপর সর্ব জ্বরে আদার রসও মধু দিবেক ।  
 পথ্য হুণেরঘুষ পটোল । দাহ তৃষ্ণা নিবারণ হইবেক । ৩৮৮

আদাবটী ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং শালুলিঙ্কার  
 মেবচ । মর্দয়েৎ সমভাগেন চাদ্রক স্যর  
 সৈরপি । দিনৈকং ভাবয়েৎ পশ্চাৎ  
 নিগুণ্ঠী স্বরসেনচ । দিনত্রয়ং ভাব-  
 য়েচ্চ বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥  
 গুঞ্জমাত্রা প্রদাতব্য্যা আদ্র্যকশ্চানু পা-  
 নতঃ । শীতোপচার কর্তব্যং মর্দয়েৎ কটু-  
 তৈলকং । দধ্যন্নমর্পয়েৎ পথ্যং প্রত্যহং

স্নানমাচরেৎ । বাতিকং পৈত্তিকশ্লেষ  
শ্লেষিকং সান্নিপাতিকং । নাশয়েৎমাত্র  
সন্দেহঃ সদ্যজ্বর বিমুক্তয়েৎ ॥ ৩৮৯

রস, গন্ধক, বিষ, তাম্র, ও সিমুলের ফার শোধন  
পূর্ষক সকলে সমভাগ আদার রসে এক দিবস মাড়িয়া নি-  
সিকা পত্র রসে তিন দিবস মাড়িয়া বটী রতি । অনুপান  
আদার রস, শীতোপচার ও দধি অন্ন পথ্য দিবেক তৈল  
মাখাইয়া স্নান করাইবেক । বাত পিত্ত শ্লেষা সান্নিপাতিক  
জ্বর সদ্য মুক্ত হইবেক সন্দেহ নাই । ৩৮৯

### আদাবটী ।

রসাজ্ঞনং রসসিন্দূরং রসেন্দ্রং রসমাণি-  
কং । দারুযুগ্ম বিষং তালঃ করবীর মনঃ-  
শীলা । আদ্রকে ভাবয়েৎ পশ্চাৎ দেয়ং  
চাৰ্দ্ধিরতি জ্বরে । পৃথক দ্বন্দ্ব সমস্তানি মহা-  
ঘোরে নবজ্বরে । যামার্কে নাশয়েৎ শীঘ্রং  
সদ্যজ্বর বিনিশ্চিতং । শীতোপচারং  
কর্তব্যং দধ্যান্নাদি প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৯০

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

রসাজ্ঞন, রসসিন্দুর, পারা, রসাননিক, শেখো, দারুমুজ,  
বিষ, হরিতাল, শ্বেতকরবী মূল ও মনছাল আদার রসে

মাড়িয়া প্রমাণ ॥০ অর্দ্ধ রতি বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক ত্রি-  
দোষ মহা ঘোর নবজ্বর যানার্দ্ধে সদ্য বিনাশ হয় । শীতোপ-  
চার করিবেক । দধি অন্ন পথ্য দিবেক । ৩৯০

### গদমুরারি ।

রসবলি গগণাকং শুদ্ধতালুং বিষঞ্চ  
ত্রিফল কটুকমেতটঙ্গণং ভৃষ্টিমেতিঃ । সম  
মিহ জয়পালোদ্ভূত চূর্ণং বিমর্দ্য দ্বিনি শ-  
মনি শমেত দ্ধুঙ্গরাজোথবারী । ভবতি  
গদমুরারিঃ শ্বেচ্ছয়া ভেদ কোয়ং । হরতি  
সকল রোগান সন্নিপাতানশেষান্ । ইহ  
হি ভবতি পথ্যং মৎস্য মাংসাদি সর্ব্বং ।  
ঘৃত বিলুলিতমস্মিন্ তোজনং ভূরি  
দেয়ং ॥ ৩৯১

পারদ ১, গন্ধক ১, অন্ন ১, তাম্র ১, হরিতাল ১, অমৃত বিষ ১,  
ত্রিফলা ১, ত্রিকটু ৩, সোহাগা ১ ও জৈপাল বীজ সর্ব্ব দ্রব্য  
সমভাগে কাঁচা হরিদ্রা ১ ও ভীমরাজ রস ১, ইহা মাড়িয়া  
বটী ১ রতি, অনুপান শীতল জল এই রেচক ঔষধি নানা  
প্রকার রোগ ও সন্নিপাত নাশ করে এই ঔষধে পথ্য-ঘৃতাক্ত  
মৎস্য, মাংস ঘৃষ, অন্ন এবং নবনী । নানা রোগ নাশক । ৩৯১

### গুণাবটী ।

সুতং গন্ধকং ত্রিকটুকং টঙ্গণং নাগরা

হায়া । জৈপাল বীজং সংশুক্লং সমং কৃত্য  
 গুবাবটী । চতুর্গুঞ্জামিতাশীত তোয়মা-  
 ত্রানু পানতঃ । করোতি রেচনং সাধু জ্বর  
 গুল্মা তিশোথনুং । রেচনান্তে চ সর্বেষাং  
 দধ্যন্ন স্তম্ভনে হিতং । আমান্তে চ প্রদা-  
 তব্য মন্যথা মুক্ষাযুষকং ॥ ৩৯২

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

রস ১, গন্ধক ১, ত্রিকটু ১, সোহাগা ১, শুঁট ১, হরীতকী ১ ও  
 জয়পালবীজ ১ এই সকল দ্রব্য সমভাগ জলে মর্দন বটী ৪ রতি  
 পরিমিত শীতল জল অনুপানে সাধু বৈদ্য রেচন করাইবে ।  
 জ্বর, গুল্ম ও শোথ বিনাশ হয় । রেচনান্তে দধি অন্ন পথ্য  
 দিবেক আমান্তে মুগের ঘূষ দিবেক । ৩৯২ ।

হিঙ্গুলেশ্বর বটিকা ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং বোষং টঙ্গণং নাগরা-  
 হায়া । জয়পাল সমায়ুক্তং সদ্য জ্বর  
 নিবারণং ॥ ৩৯৩

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

হিঙ্গুল ১, অমৃত ১, ত্রিকটু ৩, সোহাগা ১, শুঁট ১, হরী-  
 তকী ১ ও জয়পাল বীজ জলে মর্দন করিয়া এক ১ রতি মাত্রা

বটি অনুপান তুলসী পত্রের রস ইহাতে সদ্য জ্বর  
আরোগ্য হয় । ৩৯৩

### লোকনাথ রস ।

বরাটীকাভ্রকং তাম্রং লৌহং সূতঞ্চ গন্ধ-  
কং । প্রত্যেকং সূত তুল্যং স্যাৎ চূর্ণয়িত্বা  
বিভাবয়েৎ । নাগবল্লী দ্রবেণৈব দিনৈকং  
তদ্বিপাচয়েৎ । পচেদ্ধাজ্জ পুটেইরেব সান্নং  
শীতং সমুদ্ধরেৎ । যকুৎ গুল্মোদরী প্লীহাশ্ব  
য়থু জ্বরনাশনং । অগ্নিমান্দঞ্চ সময়ে  
লোক নাথ রসোত্তমং ॥ ৩৯৪

রস রত্নাকর ।

কড়ি ভষ্ম, অভ্র, তাম্র, লৌহ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে  
সমভাগ চূর্ণ করিয়া পান রসে এক দিন ভাবনা দিয়া গজপুট  
দিবে পরে শীতল হইলে সেবন করাইবে । মাত্রা ১ রতি  
বা ২ রতি অনুপান পীপুল চূর্ণ, মধু, পুরাতন গুড়, হরিতকী,  
অথবা কৃষ্ণ জীরা চূর্ণ । যকুৎ, গুল্ম, উদরী, প্লীহা, শোথ,  
জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয় । ৩৯৪

### অর্দ্ধনারীশ্বর রস ।

রসং গন্ধকং সমং গ্রাহ্যং বিষং যোজ্যঞ্চ  
তৎসমং । জৈপালং তৎসমং গ্রাহ্যং মরি-  
চঞ্চ চতুর্গুণং । ত্রিবৃক্ষ লরসৈমর্দ্যং ভাবনা

পঞ্চকং তিবক্ । জম্বীরাণাং দ্রবৈর্নস্যমে  
কস্মিন নাসিকাপুটে । শরীরার্দ্ধগতং  
ঘোরং জ্বরংহন্তি নসংশয়ঃ । ঐকাহিক্ষণ  
চার্দ্ধপঞ্চ জ্বরং হন্তিচ সর্বজং । অর্দ্ধ  
নারীশ্বরো নাম রসঃ শঙ্করভাষিতঃ ।  
চমৎকারকরোহ্যেয ন দেয়ং যস্য  
কস্যচিৎ ॥ ৩৯৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

পারদ ১, গন্ধক ১, শৃঙ্গী বিষ ২, জয়পাল বীজ ২, মরিচ ৪  
ও তেউড়ির রস ১০ তোলা মাড়িয়া এইরূপ পঞ্চ দিবসে পঞ্চ  
ভাবনা দিয়া শুষ্ক, পরে চূর্ণ করিবে তদনন্তর গোঁড়ালেবুর রসে  
১ রতি প্রমাণ মাড়িয়া নস্য দিবে তাহাতে শরীরের অর্দ্ধগত  
ঘোরতর জ্বর নষ্ট হয় এবং এক দিবসান্তর জ্বর, অর্দ্ধাঙ্গ জ্বর,  
তৃতীয়ক জ্বর ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় এই অর্দ্ধ  
নারীশ্বর যথা তথা দেওয়া অনুচিত শঙ্কর কহিয়াছেন । ৩৯৫

মৃত্যুঞ্জয় রস ।

বিষমৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্পলী-  
কণা । গন্ধকটঙ্গং তথা ভাগং দ্বিভাগং  
হিঙ্গুলং ভবেৎ । জলেন বটিকাং কার্য্যা  
গুঞ্জমাত্রা প্রমাণতঃ । মধুনা লেহনং  
কার্য্যং সর্বজ্বরনিবর্তয়ে । আদ্রকস্য

রসঞ্চানু দারুণে সান্নিপাতিকে । দধ্যন্ন  
 পানং দেয়ঞ্চ বাতজ্বরনিবর্তয়ে । জম্বীর-  
 রসযোগেনাজীর্ণজ্বর বিনাশনঃ । অজা-  
 জীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ । তী-  
 ব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনাম্বিতে ।  
 পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্য্য পূর্ণং বটী চতুর্ভয়ং ।  
 স্ত্রীবাল বৃদ্ধ ক্ষীণেষু অর্দ্ধমাত্রা প্রকী-  
 র্ত্তিতা । অতিবৃদ্ধেচ ক্ষীণেচ শিশৌ চাম্প  
 বয়োম্বিতে । হীনমাত্রা প্রদাতব্য্য ব্যবস্থা  
 সারনিশ্চিতৈ । নবজ্বরে প্রদানেতু যামৈকা-  
 ন্নাশয়ে জ্জ্বরং ॥ ৩৯৬

রসরত্নাকর ।

বিষ১, মরিচ১, পিপ্পল১, জীরা১, গন্ধক১, সোহাগা১, হিঙ্গুল  
 ২, মর্দনাস্তর ১ রতি ঔষধ মধু সহিত ভক্ষণে সকল রোগ নাশ  
 হয় । বাতজ্বরে সান্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণে গোঁড়া লেবু,  
 বিষম জ্বরে কৃষ্ণচিরা ও গুড় তীব্র ঘোরতর জ্বরে পুরুষের  
 ৪ বটী পূর্ণ মাত্রা, স্ত্রী বালক ও ক্ষীণে ২বটী, অতি ক্ষীণ শিশুর  
 ১বটী । নবজ্বর এক প্রহরে ত্যাগ হয় । ৩৯৬

মৃত্যুঞ্জয় রস ।

কেচিৎতে সৌভাগ্য চিন্তামণিরস খ্যাতঃ ।

সৌভা গ্যামৃত জীর পঞ্চলবণ ব্যোষা-

ভয়া খ্যামলাঃ ॥ নিশ্চ দ্রাবক শুদ্ধ  
 গন্ধকরসৈরেকীকৃতা ভাবয়েৎ । নিশ্চুণ্ডী  
 যুগ ভৃঙ্গরাজ করণা পামার্গপত্রৈর্গবৈঃ ॥  
 প্রত্যেকং স্বরসেন শুদ্ধ বটীকা হস্তি  
 ত্রিদেষোদয়ং । যেষাং শৈত্যমতীব  
 দেহ মখিলং শ্বেদা দ্রবা দ্রীকৃতং ॥  
 নিদ্রা ঘোরতরা সমস্ত করণ ব্যামোহঃ  
 মুঢ়মনঃ । শূলশ্বাস বলাস কাস সহি-  
 তং মুচ্ছা রুচি তুটজ্বরং ॥ তেষাংবৈ  
 পরিহৃত্য জীবিতমসৌ গৃহ্নাতি মৃত্যো-  
 স্মুখাৎ ॥ ৩৯৭

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

সোহাগা, অমৃত, জীরক, পঞ্চ লবণ, ত্রিকটু, হরিতকী,  
 আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস এই সকল দ্রব্য পৃথক সমভাগ  
 একত্র করিয়া নিসিক্তা পত্র নীল শেফালিকা পত্র ভীমরাজ  
 পত্র, আদ্রক, ও আপাঙ্গ এই সকল পত্র রসে নাড়িয়া  
 বটী এক রতি পরিমাণ সেবনে ত্রিদোষ আময় হেতু শরীর  
 শীতল অত্যন্ত দাহ অতিশয় ঘর্ম ঘোরতর নিদ্রা, অসা-  
 নর্থ্যতা ও মুচ্ছা আরোগ্য হয়, শ্লেষ্মা রূপ অগাধ সলিলে  
 নিমগ্ন হইলে সেই সকল দোষ ও যনের মুখ হইতে জীবিত  
 থাকে । ৩৯৭



## প্রতাপলঙ্কেশ্বর রস ।

অপামার্গস্য মূলঞ্চ চব্যচিত্রক মূলকৈঃ ।  
 এতেষাং মর্দয়িত্বাচরস নিষ্পীড়্য যত্নতঃ ॥  
 তেন সূত সমং গন্ধম ভ্রকং হিঙ্গুলং  
 বিষং । টঙ্গনং নটসং জ্ঞঞ্চ মর্দয়েদ্দি-  
 নন সপ্তকং ॥ টঙ্গনং ত্রিদিনং মুষলী-  
 দ্রাবৈ ভাবয়েদাতপেষুচ । মুষঞ্চ বর্তু-  
 লাকারং তন্মধ্যং পরিপূরয়েৎ ॥ যুদা-  
 ক্তাদ্র খণ্ড বস্ত্রের্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্পষু ।  
 রসতুল্যং লোহিতস্মং যুত বঙ্গ সমংতথা ॥  
 মনঃশিলা মুস্তকঞ্চ রেণুকং গুর্গগুলং  
 তথা । চম্পয়ঞ্চ সমং সর্বং ভাগান্নিঃ  
 শোধিতং বিষং ॥ তৎ সর্বং মর্দয়েৎ  
 খলে ভাবয়েৎ বিষনীরতঃ ! আতপে  
 ভাবয়েৎ বৈদ্যঃ সপ্তধা মর্দয়েত্ততঃ ॥  
 কটুত্রয়ং কাষায়েণ কনকায় রসেনচ ।  
 ফল ত্রয়ং কষায়েণ মুণিপুষ্পরসে নচ ॥  
 সমুদ্র ফেননীরেণ বিজয়া চিত্র বারিণা ।  
 সর্বদ্রব্যেণ সংমর্দ্য রক্ষিতঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥  
 গুঞ্জৈকং বহ্নিচর্গেন শৃঙ্গবের রসেনচ ।

দদ্যান্নবজ্বরেতীত্রে মোঁহি বিভ্রান্তশাস্তয়ে ।  
 প্রদদ্যাৎ রোগীগে নস্যং সংজ্ঞা যস্য  
 নবিদ্যতে । ক্ষুরেণ প্রহরেৎ মূর্চ্ছি দদ্যা-  
 দাদ্র কনীরতঃ । সেচয়েৎ মূত্রবচ্ছকং  
 কুম্ভবারিযুতং ততঃ । রোগীবাঙ্কিত  
 যদ্দ্যব্যং তৎসর্বং পথ্যমর্পয়েৎ । দধো-  
 দনংসিতায়ুক্তং ক্ষুধিত্যার্পয়েত্ততঃ ।  
 এবংকৃতে সান্নিপাতে জ্বরঃস্যাৎ তাপশা-  
 স্তয়ে । কুরুতে জ্বরিণঃ শয্যাং নানা  
 পুষ্পাদি ভূষিতাং । যুথিকা মল্লিকা  
 জাতী মানতী কামিণী প্রসূন । ইথং  
 প্রদেয়ং শয়নং গন্ধ চন্দন ভূষণং ।  
 হাব শক্তি কটাক্ষণ লক্ষণৈশ্চ যথা ক্র-  
 মাৎ । পীনোত্ত্বক্কুচোৎ পীড়ৈঃ কামি-  
 ন্যুপরি তস্তনৈঃ । শয়নে বর্ধয়েৎ বী-  
 র্যং গায়নে শ্রবণে ততঃ । এবং  
 কৃতেতু জ্বরিনঃ সন্তাপং ক্ষণে মুঞ্চতি ।  
 দদ্যাৎ বাতেষু সর্বেষু সিন্ধু গুগ্গুলা  
 বহ্নিতিঃ । কণাচূর্ণ মাক্ষিক্যাভ্যাং কা-

মলা ক্ষয় পাণ্ডুঃ । অনুপান বিশেষেণ  
 সর্বরোগং বিনাশয়েৎ । অয়ং প্রতাপ-  
 লক্ষেশঃ সূতিকা রোগ নাশনঃ ॥ ৩৯৮  
 ভৈষজ্য তন্ত্র ।

পাবদ ১ এক তোলাকে আপও মূল রসে, চই রসে, চিতা-  
 মূল রসে, মর্দন করিয়া রসকে নিষ্পীড়ন করিয়া, সমভাগ  
 গন্ধক সহ কজ্জলী হইলে, তাহাতে অভ্র, হিঙ্গুল, কালকুট,  
 মোহাণা, গোদন্তী ও হরিতাল প্রত্যেক রসের সমান শ্রিত ক-  
 রিয়া সপ্তাহ পর্যন্ত মর্দন করিবে, পরে তাল মূলের  
 রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া গোলাকার মুষা যন্ত্র মধ্যে  
 প্রপূরিত করিয়া প্রথমে মৃত্তিকার লেপ দিবে, পরে  
 মৃত্তিকাক্ত আর্দ্র খণ্ড বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া উত্তম শুষ্ক হইলে  
 লঘু পুটে দিবে । পরে খলেতে ঔষধ চূর্ণ করিয়া রসের তুল্য  
 ভাগ লৌহ, বঙ্গ, মনঃশিলা, মুখা, রৌপ্য, গুণ্ডুল ও নাগেশ্বর  
 এই কএক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দিবে, এবং অমৃত বিষ রসের  
 অর্দ্ধ ভাগ ভাবনা দিবে । ভাব্য দ্রব্য যথা ত্রিকটুর কমায়ে  
 অমৃত বিশেষ কাথে, কনক ধূস্তুরার রসে, ত্রিফলা কাথে, বক  
 পুষ্প রসে, সমুদ্র ফেনার কাথে, বিজয়া কাথে ও চিতামূল কাথে  
 এই সকল দ্রব্যের পৃথক কাথে সপ্ত ভাবনা দিয়া শুষ্ক  
 হইলে সেই সিদ্ধ প্রতাপ লক্ষেশ্বর রস, ঔষধ যন্ত্র পূর্কক  
 রক্ষা করিয়া ১ রতি মাত্রা । চিতা মূল চূর্ণ, আদার  
 রস যোগ করিয়া তীব্র নবজ্বরে সেবনে মোহ বিভ্রান্ত নাশ  
 হয়, অথবা সঙ্ক্রাহীন ব্যক্তিকে নস্য দিবেক । কিস্বাকুরের  
 আঘাত দ্বারা মস্তকে রক্তাক্ত করিয়া আদার রসের সহিত

মস্তকে ঘর্ষন করিলে, মল মূত্র বিরেচনের নিমিত্ত এই ঔষধ তেউড়ি মূল রসে সেবন করাইবে ও রোগীর বাঞ্ছিত দ্রব্য পথ্য দিবে, যথা ক্ষুধিতকে দধি, অন্ন ও চিনি খাইতে দিবে । এইরূপ করিলে সান্নিপাতাদি জ্বরের তাপনাশ পাইয়া নির্বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হইবে এবং রোগীকে যুথী, মল্লিকা জাতি, মালতী, এবং কামিন্যাদি নানা পুষ্পে ও গন্ধ চন্দনে ভূষিত শয্যা করাইয়া কটাক্ষ শক্তিতে মনোহরণ লক্ষণাক্রান্তা পীনোন্নত পয়ধরা কামিনীর স্তনদ্বয় মর্দন পূর্বক সেই কুচনুগোপরি শয়নে অঙ্গ চিত্ত হইলে বল ও তেজের বৃদ্ধি হয় আর প্রমদা সহ গান করণে বা শ্রবণে ক্ষণমাত্রে সন্তাপ নাশ হয় । এই ঔষধ সর্ষ প্রকার বাতে । সৈন্ধব, গুগ্গুল এবং চিতার কাথে সেবন করাইবে । পিপ্পলী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে কামালা, পাণ্ডু ও ক্ষয়রোগ সারে । অনুপান বিশেষে এই প্রতাপ লক্ষেশ্বর রস সকল রোগ নাশ করে ও ইহাতে স্মৃতিকাও স রে । ৩৯৮

### মহানহৎ সুচিকা ভরণ রস ।

রসং বৈক্রান্তং হেমাভ্রং তীঘ্নং তাত্রং  
 পৃথক সমং । ষড়্ভঃসমং শুক্লগন্ধং  
 নিশ্চুণ্ডী সরসে তথা ॥ চিত্র মূল কষা-  
 য়েন মর্দয়েৎ দিবস ত্রয়ং । সূর্য্যা বর্তা  
 য়তা ভৃঙ্গি তিলপণীচবাক্ণী ॥ কাক  
 মাছি মহারাষ্ট্রী কাকলী গিরিকর্ণিকা ।

কেম্বুক বিজয়া শুষ্ঠী কটুত্বিবিজয়াততঃ ॥  
 এতেষাং মর্দয়েৎ দ্রাবৈঃ ক্রমাদ্দিন  
 চতুর্দশ । মৎস্যং ময়রুং বারাহং  
 ছাগং মহিষ মেবচ ॥ পিত্তং ক্রমেণ  
 সংগৃহ্য তেন সর্বং বিভাবয়েৎ । অর্ক-  
 মূল কষায়েন ভাবয়েৎ দিন পঞ্চকং ॥  
 তৎ সর্বং আতপেশুষ্কং চূর্ণং সবৎ  
 সনাগকং । দত্ত্বা সর্বাচ পূর্বোক্তং  
 ভাবনাচ দিন ত্রয়ং ॥ জৈপাল বীজ-  
 কাথেণ সংমর্দ্য দিবসত্রয়ং । ভাবি-  
 তং শোধিতং চূর্ণং মধুনা সহ মি-  
 শ্রিতং ॥ সূচিকাতরুণং নাম সর্বরোগ  
 বিনাশনং । দার্পয়েৎ সূচিকাগ্রেণ স-  
 র্বেষাং সান্নিপাতিকে ॥ শ্লেষ্মিকং শূল-  
 মানাহং সিদ্ধি যোগং নসংশয়ঃ ॥ ৩৯৯  
 তৈষজ্য তন্ত্র ।

পারদ, হীরাভঙ্গ, সুবর্ণ ভঙ্গ, অভ্র, লৌহ ও তাম্র এই  
 কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ গন্ধক ১/২ ভাগ প্রত্যেক দ্রব্য শোধ-  
 নান্তর ভাবনা দিবেক নিসিক্কা রসে এবং চিতানূল কাথে তিম  
 দিবস ভাবনা দিবেক পরে ছঃছড়ে পত্র রসে, গুলঞ্চ রসে,  
 ভৃঙ্গরাজ রসে, ঘলঘণা পত্র রসে, রাখালসসা মূল রসে, গুড়-

কামাইরসে, জলপিপলি রসে, কাকলি রসে, অপরাঙ্গীতার রসে, কেউ রসে, বিজয়া পত্র রসে, শুষ্ঠীকাথে, কটকী কাথে, অলাবু পত্র রসে ও জয়ন্তী পত্র রসে এই সকল রসে ক্রমে চতুর্দশ দিবস মর্দন করিয়া পরে অংশ ক্রমে প্রত্যেক পঞ্চ পিণ্ডে ভাবনা দিয়া আকন্দ মূল রসে পঞ্চ দিন ভাবনা দিবেক পরে সমস্ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণের সমান অমৃত বিষ দিয়া পুনঃ পুরোক্ত ভাব্য দ্রব্যে প্রত্যেক ২ ভাবনা দিবেক পরে জৈপাল বীজ কাথে তিন দিবস ভাবনা দিয়া সূচিকাগ্র প্রমাণ মাত্রা মধুর সহিত সেবনে সর্ষ রোগ নাশ করে বিশেষ সর্ষ সান্নিপাতিক এবং শৈশ্মিক শূল ও অনাহ রোগ নাশ হয় । ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধি মহাদেবের কথিত । ৩৯৯

### রাম রাজ সূচিকাতরুণ রস ।

খণ্ডীকৃতং বিষং কৃষ্ণং অক'হুঞ্জন ভা-  
গুক । কাঞ্জিকৈ লবণৈঃ পশ্চাৎ  
চুল্লিপাক বিধানতঃ ॥ সপ্তাহে ততঃ  
উদ্ধৃত্য শুষ্কং সংচূর্ণয়েৎ ততঃ । সূচি-  
কাতরুণং নাম রসং গুহ্যোত্তমং মতং ॥  
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যং শাখাদিষু নিয়ো-  
জয়েৎ । কাঞ্জিকৈঃ পেষিতং নস্যং  
সংজ্ঞা করণ মুত্তমং ॥ ৪০০

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

অমৃত বিষ ও মরিচ সমভাগে আকন্দ আঠাতে কাঞ্জি ও

সৈন্ধব লবণ সহ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে সপ্তাহ পরে ঐ সরস যুক্ত ঔষধি উদ্ধারিত করিয়া শুষ্ক করিবে পরে নির্মল চূর্ণ করিয়া লইবেক এই সূচিকাতরন রামরাজ রস নামক ঔষধি অতি গুহ্যহোত্তম কাঁজিতে পেষণ করিয়া নস্যদানে মূচ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । এই ঔষধ ব্রহ্মরন্ধ্রে ও হস্ত পাদে প্রয়োগ করিবে । ৪০০

### অর্কনারীশরোরসঃ ।

রসংগন্ধং সমং গ্রাহ্যং কঙ্কলীং কার-  
য়েত্তিষক্ । যামৈকংমর্দয়েৎ যত্রাৎ প-  
শ্চাৎ খলে বিমুক্তয়েৎ । নকুলারি মুখে  
ক্ষিপ্ত্বা সূত্রেণ বেষ্টিয়েৎ ১ স্থাপয়েৎ  
ম্নম্নয়ে পাত্রে উর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ ।  
ভাণ্ডমূর্ধ্ব চতুর্ধামঃ পচেত্তএ হুতাশনৈঃ ।  
সাত্রংশীতং সমাদায় খলে কৃত্বা তুক-  
ঙ্কলীং । গুঞ্জামাত্র প্রমাণস্ত নস্য কর্ম-  
ণি যোজয়েৎ । বামভাগে জ্বরংহস্তি  
তৎক্ষণাৎ লোক কৌতুকং । কুর্ষ্যাদ-  
ক্ষিণ ভাগেন আরোগ্যং তৎক্ষণস্যচ ।  
শুভ্রতমস্ত সূর্যাদে গোপনীরঃ প্রয-

ভূতঃ । অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম শম্ভুনা ক-  
থিতো ভূবি ॥ ৪০১

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ও গন্ধক ১ ভাগ এক প্রহর খলেতে উত্তম রূপে না-  
ড়িয়া কজ্জলী করিবে। কিন্তু যথা বিধি অষ্টাদশ সংস্কারে  
শোধিত পরে ষড়্গুণে বলিচারিত পারা তদভাবে হিঙ্গু-  
লোঞ্চে রস ষড়্গুণ বলিচারিত করিয়া লইবে, আর আতলাসা  
গন্ধক যথা বিধি শোধন করিয়া পরে শুভ দিনে কজ্জলী করি-  
বে, সেই কজ্জলী দুই তোলা বেড়ীর অরি অর্থাৎ কৃষ্ণমর্পের  
মুখে ঔষধ রাখিয়া সুতা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে একটা পুঁবা  
হাঁড়ির অন্ধেক মৈন্ধব লবণ স্থাপন করিয়া তাহাতে ঐ ঔষধ  
সাপের মস্তক সহিত রাখিয়া পুনরায় মৈন্ধব লবণে হাঁড়ি  
পূর্ণ করিয়া তাহাতে সরি চাকা ও দূঢ় লেপ দিয়া রুদ্ধ ক-  
রিবে, পরে চুলি যন্তে চারি প্রহর জ্বাল দিবে, অগ্নি হইতে  
অবতরণ করিয়া শীতল হইলে পুনর্বার কজ্জলী মর্দন করি-  
বে এই মহৌষধি একরতি মাত্রায় নস্য দিবামাত্র আশ্চর্য্য  
কৌতুক লোকের দৃশ্য হইবে, বামাজ্জের জ্বর তৎক্ষণাৎ ত্যাগ  
হইবে, পুনরায় দক্ষিণ নাসায় নস্য দিলে তৎক্ষণাৎ সকল  
শরীরের জ্বর নষ্ট হয়। সূর্য্যের অপ্রকাশ্য ও অতিশয় গোপ-  
নীয় সম্ভূ এই অর্দ্ধনারীশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন। ৪০১

হিঙ্গুলেশ্বর রস ।

তুল্যং সংমর্দয়েৎ খল্লৈ পিপ্পলী হিঙ্গুলঃ



বিষং । বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বর  
নিবর্তয়ে ॥ ৪০২

সারকৌমুদী ।

পিপূলচূর্ণ ১, হিঙ্গুল ১ ও বিষ ১ জলে মর্দন করিয়া, ২ দুট  
রতি মাত্রায়বটী মধু অনুপানে সেবনে বাত জ্বর নাশ হয় । ৪০২

কালান্নিকুদ্র রস ।

ত্রিঙ্কারৈঃ পঞ্চলবণৈ দিনৈকং মর্দয়ে-  
দ্রসং । নাগরং বাজিকা হিঙ্গু দত্ত্বা মূষা  
প্রলেপয়েৎ ॥ মূষান্তর্গতসূতঞ্চ কধ্বা  
বস্ত্রেণে বেষ্ঠয়েৎ । আরণালেন তৎ-  
পাণ্য দোলাযন্ত্রে দিনংততঃ ॥ আদায়  
মর্দয়েৎ খল্লৈ সূত তুল্যং দ্রবৈঃ পৃথক্ ।  
নিগুণ্ডী ভৃঙ্গ ধুস্তুরা শত পুষ্পি মধু-  
রিকা । মণ্ডুকী কাকমাগীচ গিরিকন্যা-  
দ্রকদ্রবৈঃ । করবি ঋগ্নি পাঠানাঠা  
মেতিমর্দ্য ক্রমাদ্দ্রসং ॥ মরিচং গন্ধতু-  
ল্যঞ্চ ক্ষিত্বা পিত্তে বিমর্দয়েৎ । ময়ূর  
মৎস্য বরাহছাগ মাহিষকৈরপি ॥ সমষ্টৈঃ  
পচ্যতে তএ দিনৈকং ভাবয়েৎ যথা । সং-  
শুক্কং গরুলশ্লেষব সতপাদং বিনিক্ষিপেৎ ॥

রসকালাগ্নি রুদ্রোয়ং বিগুঞ্জং তক্ষয়েদনু ।  
 শর্করা মধুতোয়ঞ্চ দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ ।  
 সর্ব্ব রূপং সান্নিপাতং ক্ষণে নৈব বিনা-  
 শয়েৎ ॥ ৪০৩

• যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা এবং পঞ্চ লবণ পারদের সমানাংশ লইয়া সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে মাড়িয়া শুঁচ, অশ্ব-গন্ধা ও হিঙ্গ তাহাতে মিশ্র করিয়া মূষা যন্ত্রে পুরিয়া তাহাতে কর্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেঁটন করিয়া মূষার মুখ রুদ্ধ করিয়া দোলাযন্ত্রে কাঁজিতে একদিবস পাকান্তে উতারণ করিয়া পাষাণের খলে সূত তুল্য দ্রব্যাদিতে ভাবনা দিবে । যথা নিসিক্কা, ভৃঙ্গরাক, ধুস্তুরা, শুলফা, মৌরী, খুলকুড়ি, গুড়কানাঠি, অপরাঞ্জিতা, আদ্রক, করণী, কুড় ও আকনাদি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক রসে মাড়িয়া পরে মরিচ গন্ধক পারদের সম অংশ মিশ্রিত করিয়া ক্রমে পঞ্চ পাক্তির ভাবনা দিয়া মুক্ত সর্পবিষ পারদের শিকি অংশ মিশ্রিত করিয়া এই কালাগ্নি রুদ্র রস ঔষধ ২ রতি প্রাণ সেবনে বিবিধ প্রকার সান্নিপাত ক্ষণমাত্রে আরোগ্য হয় অনুপান মধু চিনি সংযুক্ত জল দধি ও অন্নাদি খাইতে দিবে । ৪০৩

মৃত্যুঞ্জয় রস ।

শুদ্ধনূতং দ্বিধাগন্ধং লৌহাভ্রঞ্চ মনঃ  
 শিলাঃ । তালকং হিঙ্গুলঞ্চৈব তাম্রং-  
 কাংশং তথৈবচ ॥ অমৃতং বহ্নিমূলঞ্চ

দ্রব্ধনং হেম মাক্ষিকং । হস্তিশুণ্ডী  
 চাতিবিষা প্রত্যেকৈশ্চ সমাংশকং ॥  
 ত্রিদিনং মর্দয়েৎ খলে দ্রবৈশ্চাদ্রক  
 সম্ভবৈঃ । নিশুণ্ডী বিজয়া দ্রাবৈস্ত্রি  
 দিনং মর্দয়েৎ পুনঃ ॥ কাচকুস্তেঃ সং-  
 স্থাপ্য বালুযন্ত্রেণ পাচয়েৎ । উদ্ধৃতং  
 মর্দয়েৎ পশ্চাৎ দিনৈকং চাদ্রকে  
 রসে ॥ ত্রিগুঞ্জা পরিমাণেন সান্নিপাত  
 জ্বরং জয়েৎ । মৃত্যুসঞ্জীবিনীম-  
 রসোহয়ং শঙ্করঃ স্বয়ং ॥ ৪০৪

রত্নাকরী ।

রস ১, গন্ধক ২, অভ্র ২, লৌহ ২, তাম্র ২, অমৃত ২,  
 কাংশ্য হিঙ্গুল ২, স্বর্ণ মাক্ষিক ২, চিতামূল ২, আতট্ট ২, ও  
 ত্রিকটু ২ এই সকল দ্রব্য আদ্রক রসে, নিসিন্ধা রসে, বি-  
 জয়া কাথে, প্রত্যেক, তিন দিবস মর্দন করিয়া, কাচের বো-  
 তলে পূরিত করিয়া, বালুকা যন্ত্রে পাক করিবেক, চারি  
 প্রহরান্তে পাকনিক হইলে আদ্রক রসে মাড়িয়া বটী ৩ রতি  
 পরিমাণ এই মৃত্যুঞ্জয় রস ঔষধি সেবনে মৃত্যু হইতে মুক্ত  
 হয়। ৪০৪

শ্রীকালানলরস ।

রসং গন্ধং মৃত্যুভক্ষ টঙ্গনঞ্চ মনঃশিলা ।

হিঙ্গুলং গরুলং দারুবিষং তাম্রঞ্চ তৎ-  
 সমং ॥ বিড়াল পদ মাত্রস্ত সর্বং শুষ্কং  
 বিচূর্ণয়েৎ । ভাবনাচয় দাতব্যং লাঙ্গলী  
 মূলকং তথা ॥ ঘোষামূলং তথা দেয়ং  
 মূলং লোহিত চিত্রকং । অপুষ্পাবক্ষী-  
 ভূধাত্রী মূলাং ভ্রমর রুদ্রকং ॥ ছাগ বরা-  
 হ ময়ূর মহিষ মংস্যমে বচ । এতে-  
 ষাঞ্চ দদেৎ পিত্তং আর্দ্রকস্য রসে নচ ॥  
 প্রত্যেকং মর্দিতং শুষ্কং কনামাত্রা প্রমা-  
 নতঃ । একাবটী পয়ঃপেটী জলৈরে-  
 বানুপানতঃ ॥ দাপয়েৎ কুশলোবৈদ্যো  
 ঘোরৈবৈ সান্নিপাতিকে । পয়ঃপেটী  
 শতং দদ্যাৎ স্নানঞ্চ তৈল লেপনং ॥  
 ভোজয়েদধি ভুক্তঞ্চ কাঞ্জিকাদি প্রদা-  
 পয়েত্ । মধুবং বর্জয়েন্নিত্যং শর্ক-  
 রাঞ্চ প্রয়োজমেৎ ॥ ক্ষণং ধারয়তে-  
 লোকং সান্নিপাতং নিবারয়েৎ । ত্রিদো-  
 ষঞ্চ মহাব্যাধিঃ ক্ষণে হরতি দুস্তরং ॥ রসঃ  
 কালানলো নান্না নরানাং হিতকারকঃ ॥ ৪০৫

রস, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা; মনঃশিলা, হিঙ্গুল; সর্প-  
 বিষ, দারুমুচ বিষ ও অমৃত বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগ  
 প্রত্যেক দুই তোলা মাত্রা শোধন পূর্বক চূর্ণ করিয়া ভা-  
 বনা দিবে বিষলাঙ্গলি মূল রসে, ঘোষা মূল রসে, রক্তচিতা  
 শিকড়ের রসে, অপুষ্প বন্ধ্যা ভূইআমলা মূলে রসে, ভ্রমরমালী  
 বৃক্ষের শিকড়ের রসে, আর ছাগ, বরাহ, ময়ূর, মহিষ ও মৎস্য  
 এই পঞ্চ প্রকার প্রাণীর পিত্তে ভাবনা দিয়া পরে আর্দ্রক  
 রসে মাড়িয়া শুক করিয়া কানাত্রা বটিকা নারিকেল  
 জলানুপানে সেবন করাইলে মহা ঘোর সন্নিপাত আরোগ্য  
 হয় এই ঔষধ সেবন করিয়া তৈল মর্দন পূর্বক স্নান করা-  
 ইবে ও যথেষ্ট পরিমাণে। নারিকেল ডল পান করিতে  
 দিবে। শর্বরা তিন্ন অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে  
 না। কালানল রস সেবনে ক্ষণমাত্রেই সন্নিপাত ত্রিদোষ মহাব্যাধি  
 অরোগ্য হয় । ৪০৫

### ব্রহ্ম অস্ত্র বটিকা ।

মৃদ্বগ্নিনা দ্রতং গন্ধং ততশ্চ পল স-  
 ম্মিতং । মৃত্যভ্রং সুতমেকৈকং ক্ষিপ্ত্বা  
 তদব তারয়েৎ ॥ ব্যোষং হিঙ্গু দীপ্য-  
 ক কথঞ্চবহ্নি জীরা বিয়ং পলং । দেয়ং  
 পঞ্চ গুণং তাম্রং তথা ভাব্যং দিনং পূ-  
 থক্ ॥ পালিতা মন্দার মেরণ্ডো মৃতাকন্যা  
 পুনর্গবা । অর্ক ভৃঙ্গাদ্রকৈ দর্বে ভাব্যং

মাতৃপ শোষিতং ॥ জাতিফলঞ্চ কপূরং  
কক্কোলং মধুমিশ্রিতং সর্বমেকত্র সংমর্দ্য-  
মাষ মাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ । সর্ব রূপং সান্নি-  
পাতং হরত্যেব নসংশয়ং ॥ ৪০৬

গুঢ়বোধ ।

মৃদু অগ্নিতে ১ পল গন্ধক দ্রব করিয়া তাহাতে অত্র ১ পল  
ও রস ১ পল দিয়া সেই গন্ধক অবতারণ্য করিয়া কঞ্জলী কর-  
নান্তর ত্রিকটু, হিঙ্গু, যবানী চিতা, জীরা ও অমৃত বিষ প্র-  
ত্যেক এক এক পল এবং তাম্র ভস্ম ৫ পল দিয়া ইহাতে ভাব-  
না দিবেক, যথা এরণ্ড রসে, পালিধা পত্ররসে, সজিনা ছাল  
রসে, গুলঞ্চ রসে, য়তকুমারী রসে, শ্বেতপুর্নর্গবা রসে ও আকন্দ  
মূল রসে প্রত্যেকে মাতবার ভাবনা দিয়া পরে শুষ্ক করিয়া  
উহাতে কপূর, কাকলা ও মধু মিলাইয়া মর্দন করিবেক,  
উহা নাষ কলাই প্রমাণ ভক্ষণ করিলে সান্নিপাত নাশ  
পায় ॥ ৪০৬

শস্ত্রনাথ রস ।

তালকং টঙ্গণং রক্তং ফটকারী চ  
মনঃশিলা । গোদন্তং বংসলাভঞ্চ  
সর্বতুল্যঞ্চ ভাগিকং । সর্ব তুল্যং  
রসং গন্ধং তৎসমং ফণিফেণকং ॥

শক্রাশন রসে ভাব্যং নিগুণ্ড্যাশ্চ রসে  
 নচ । কনকস্যপত্ররসে নিম্বপত্র রসৈঃ  
 পুনঃ ॥ পৃথগেষাং রসৈঃ সপ্ত ভাব-  
 য়েৎ কুশলোভিষক্ । বটীং রক্তি দ্বয়ং  
 কুর্ষ্যাৎ শৃঙ্গরেবানুপানতঃ ॥ সর্ব রূপং  
 সান্নিপাত মতিসারঞ্চ নাশয়েৎ । গ্রহণী  
 মামদোষঞ্চ জ্বরং সর্বং বিনাশয়েৎ ॥  
 উদ্বোগে মস্তকে তৈলং পথ্যঞ্চ দধি তক্ত-  
 কং । শীতোপচারং কর্তব্যং ক্রমেণ গুণ  
 বদ্ধতে । শম্বুনাথ ইতি খ্যাতো মহা-  
 দেবেন ভাষিতঃ ॥ ৪০৭

ভৈবজ্যতন্ত্র ।

১ হরিভাল, সোহাগা, হিঙ্গুল, ফটকারী, মনঃশিলা, গো-  
 দন্তা, ১ ও বৎসনাভবিষ, ১, এই সকল দ্রব্য সমভাগ যত পারদ  
 ও গন্ধক প্রত্যেকে তত আফিঙ্গ তৎ সমান এই সকল শোধন  
 পূর্বক ভাবনা দিবে প্রথমে বিজয়া কাথে, নিশিন্দা রসে, কনক  
 ধূস্তুরী রসে ও নিম্ব পত্র রসে প্রত্যেক রসে ৭ সাত বার  
 ভাবনা দিয়া ২ দুই রক্তি প্রমাণ বটিকা আর্দ্রক রসানু  
 পানে সেবন করিলে সকল প্রকার সান্নিপাত, অতিসার,  
 গ্রহণী, আমদোষ ও বিবিধ প্রকার জ্বর ভাল হয় । এই ঔষধ

খাওয়াইয়া উদ্বেগ হইলে মস্তকে তৈল দিবে, পথ্য দধি ও অন্ন  
এবং শীতল ক্রিয়া কবিলে ক্রমে গুণ বৃদ্ধি হইবে । ৪০৭

### রসেন্দ্র বটিকা ।

ত্রৈলোক্য বিজয়া বীজং বীজ মুম্বন্তক-  
স্যচ । কনকাখ্যস্য বীজানি হিজ্জলস্য  
তথৈবচ ॥ বীজঞ্চ বৃদ্ধ দারঞ্চ সমগন্ধক  
পারদং । বারিনা বটিকা কার্য্যা কণা  
মাত্রা প্রমাণতঃ ॥ শীততোয়ানুপানেন  
প্রাতঃ খাদেচ্চ তক্রভুক্ । নাশয়েৎ  
সর্বরোগঞ্চ সান্নিপাতং সুদারুণং ॥ আ-  
মবাতং শিরোবাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহং ।  
গ্রহণী শলীপদং শোথং সর্বরোগং  
বিনাশয়েৎ ॥ ৪০৮

রসরত্নাকর ।

বিজয়া বীজ, ধুস্তুর বীজ, কনক ধুস্তুর বীজ, হিজ্জল  
বীজ, বৃদ্ধ দারক বীজ, গন্ধক ও পারদ এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক  
সংভাগ চলে মর্দন করিয়া বটী কণা প্রমাণ শীতল জলা-  
নুপানে সেবনান্তে ঘোল সেবন করিতে দিবেক, এই ঔষ-  
ধিতে মহৎ মহৎ রোগ, বিশেষ দারুণ সান্নিপাত, আম-  
বাত শিরোবাত ও শীরাবদ্ধ গলগ্রহ, গ্রহণী ও শ্লীপদ শোথ  
প্রভৃতি রোগ নাশ করে । ৪০৮



## বিরদবান রস ।

রসং গন্ধকং শান মানং সুবর্ণঞ্চ তথৈবচ ।  
 মাস্কিকঞ্চ রসাস্কঞ্চ সর্বং শুক্লং বিমর্দ-  
 য়েৎ । ততঃ পর্পটিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রেচ  
 বুদ্ধিমান্ । কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ নিগুণ্ডী  
 রস ভাবিতং । শুক্লা মাতপ সংযোগাৎ  
 গুটিকাং কারয়েত্ততঃ । প্রমাণং সর্ষপাকা-  
 রং বালানাঞ্চ প্রযোজয়েৎ । হস্তি ত্রিদোষ  
 সম্ভূতং জ্বরৈশ্চৈব সুদারুণং । চিরজ্বর  
 ঞ্চ কাশঞ্চ শূলং সর্বং গদং তথা । শির  
 শূল বিনাশায় রসোহয়ং শিব নির্মিতঃ ॥ ৪০৯  
 ভৈষজ্য তন্ত্র ।

পারা, গন্ধক ও সুবর্ণ প্রত্যেক ৪ চারি মাষা ও স্বর্ণমাস্কিক  
 ২ দুই মাষা সর্ব দ্রব্য শোধন করতঃ মর্দন করিয়া লৌহপাত্রে  
 পর্পটী করিবে । তৎপরে কেশুর, ভৃঙ্গরাজ ও নিশিন্দার রসে  
 ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ১ রতি বটিকা বিস্ত্র বালকের  
 প্রতি সর্ষপাকৃতি মাত্রা মহাদেব কহেন । এই ঔষধ সেবনে  
 ত্রিদোষ জ্বর সুদারুণ নবজ্বর কাস শূল ও শির শূল প্রভৃতি  
 আরোগ্য হয় । ১০৯

বিশ্বমূর্ত্তি রস ।

পাচয়েন্নার নালেন সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ ।  
 স্বর্ণ নাগার্ক চূর্ণানাং গুঞ্জাপঞ্চ পৃথক  
 পৃথক ॥ সূতঞ্চ দ্বিগুনং দেয়ং জম্বীরাম্নেন  
 ভাবয়েৎ । ততো জম্বীর মধ্যেতু দোলা  
 যন্ত্রে দিনদ্বয়ং । উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা  
 রস তুল্যঞ্চ তালকং । লৌহসংপুটকে  
 রুদ্ধং সৈন্ধবে ভাগু পূরণং ॥ তন্মধ্যে  
 স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ক্রমং যদ্বগ্নিনা প-  
 চেৎ । আদায় চূর্ণয়েৎ শুদ্ধং দেয়ং গুঞ্জা  
 চতুষ্টিয়ং ॥ আদ্র'কস্য রসশ্চানু শীঘ্রং  
 পথ্যং প্রদাপয়েৎ । বিশ্বমূর্ত্তিরসো নাম  
 সন্নিপাত কুলান্তকুৎ । অর্কমূল ত্বচকাথং  
 মরিচৈ মর্দিতং পিবেৎ । দশমূল কষাঃ  
 যম্বা অনুপানং প্রদাপয়েৎ ॥ ৪১০

দর্পা ।

স্বর্ণ, সীসক ও তাম্র প্রত্যেক পঞ্চ রতি প্রমাণ কাঙ্কিতে  
 পাক করিয়া পরে পারদ ১০ রতি দিয়া গোঁড়ানেবু রসে মাড়িয়া  
 ঐ নেবুর মধ্যেতে দিয়া বন্ধ করিয়া দোলা যন্ত্রে দুই দিবস পাক  
 করিয়া ঐ ঔষধিতে হরিতাল দশ রতি ও দশ রতি গন্ধক ঔষ-

ধির উর্দ্ধ অধ যোজনা করিয়া লৌহ যন্ত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সৈন্ধব পূরিত ভাণ্ড মধ্যে স্থাপনান্তে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক পরে অবতারণ করিয়া এই বিশ্বমূর্ত্তি রস নামক ঔষধি চারি গুণ্ণা প্রমাণ আর্দ্রক রস অথবা আকন্দ মূলের ছালের রস ও মরিচ চূর্ণ অথবা দশমূলীর কাণে সেবনে সান্নিপাত রোগ নাশ করে এই ঔষধি সেবনান্তে রোগিকে শীঘ্র পথ্য প্রদান করিবেক । ৪১০

### সূচিকাতরুণ রস ।

রসং গন্ধকং লৌহমব্রং তাম্রকং রক্ততং  
তথা । তালকং মাক্ষিকং বোম বিষং  
টঙ্গণ চিত্রকং ॥ সমাংশং মর্দয়েৎ খলে  
পাঠা নিগুণ্ঠী বিলজৈঃ । দিনৈকৈকং তথা  
ভাব্যং ভূধরে পূর্টকে পচেৎ ॥ দশমূল  
কষায়েন মাষৈকং সান্নিপাতজিৎ ।  
অঞ্জনেন তথা নসৈ্যঃ সূচিকাতরুণোরসঃ ।  
অতিন্যাসং জ্বরং হন্তি তিস্ক যুক্ত্যা  
প্রযোজয়েৎ ॥ ৪১১

রস, গন্ধক, লৌহ, অব্র, তাম্র, রৌপ্য, হরিতাল, স্বর্ণ-  
মাক্ষিক অব্র, অমৃত, সোহাগা ও চিতা এই সকল দ্রব্য  
সম অংশ লইয়া আকনাদি, নিশিন্দা ও বিল্ব এই কয় রসে  
খলেতে এক এক দিবস ঘাড়িবেক এবং ভাবনা দিবেক পরে

পুটপাকু করিবেক সেই সিদ্ধ ঔষধি মাষ প্রমাণ মাত্র ।  
দশমূল পাচনের কাথে সেবনে সান্নিপাত রোগ নাশ  
করে এবং এই সূচিকাতরণ রস ঔষধি দ্বারা অঞ্জন ও নস্য  
দিবেক ইহাতে অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয় বৈদ্য যুক্তি পূর্বক  
যোজনা করিবেক । ৪১১

### মকরোধ্বজ বিধানঃ ।

স্বর্ণদলং পলশ্বেব রসেন্দ্রশ্চ পলাষ্ঠকঃ ।  
রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কঙ্কলী  
রুতে ॥ কুমারীকা রসৈর্ভাব্যং কাঁচ পাत्रে  
নিধাপয়েৎ । বালু যন্ত্রে চ সংস্থাপ্য  
ক্রমাদ্দিন ত্রয়ং পচেৎ । সান্ন শীতং  
সমাদায় পুষ্পারুণরজঃ সমং । যবমাত্রং  
প্রদাতব্যং অহিবল্লী দলেনচ । এতদভ্যাস  
তশ্চৈব জরা মরণ নাশনং । অনুপান  
বিশেষণ করোতি বিবিধান্ গুণান্ । গলি-  
তং পলিতং কুষ্ঠং সান্নিপাত বিনাশনং ।  
বলং পুষ্টিকরং ধন্যং কামদেব সমংবপুঃ ।  
তবতি চাক্ষয়ং বীর্য্যং শতস্ত্রী রমণে  
ক্ষমং । নতস্য লিঙ্গ শৈথিল্যং মকরোধ্বজ  
সন্নিভং । নচত পরম্বরং শ্রেষ্ঠং বাঞ্ছিতঞ্চ

সূরৈরপি । রুদ্ররূপধরং সাক্ষাৎ জগৎ  
কল্যাণহেতবে ॥ ৪১২

সংশুদ্ধ সুবর্ণের স্বয়ং পাত ৮ তোলা, মপ্তকক্ষুক বর্জিত রস ৬৪ তোলা ও আলাদা নামক শুদ্ধ গন্ধক ১২৮ তোলা এই তিন দ্রব্য খলেতে বিলক্ষণরূপে মর্দন পূর্কক কজ্জলী করিয়া স্নতকুমারী বসে মর্দনান্তর কাঁচের বোতলে প্রাপ্তিরিত করিয়া বালুকা যন্ত্র মধ্যে রাখিয়া ক্রমিক তিন দিবস পাক করিবেক। পাকাসানে শৈত্য হইলে তন্মধ্য হইতে অরুণ বর্ণ পুষ্পের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা শদৃশ ঔষধি। যব প্রমাণ মাত্রা, পানরসানুপানে সেবনে সর্ক প্রকার ব্যাধি মুক্ত হয় এবং জরামরণ অন্তরা হয় আর অনুপান বিশেষে সেবন করাইলে গলিত কৃষ্ণ নাশ হয়। দেবগণে বাঞ্ছিত করেন সাক্ষাৎ রুদ্র সদৃশ গুণ এই মহৎ ঔষধি জগৎ কল্যাণ নিমিত্ত হইয়াছে। ৪১২

পূর্ণচন্দ্র রসায়ন ।

সুবর্ণঞ্চ তথা ভাগং ত্রিভাগং রজতং  
তথা । কাংশ্য তস্ম ত্রিভাগং স্যাৎ চতু-  
র্ভাগঞ্চ তাত্রকং ॥ পঞ্চ ভাগং শিলা-  
অজং ষড়্ ভাগঞ্চ মাস্কিকং । অমলং  
সপ্তভাগং স্যাৎ দষ্টভাগঞ্চ তালকং ।  
হিঙ্গুলং নবমং ভাগং শঙ্খবিষং তথা

দশ । খপরৈকাদশ ভাগং বঙ্গভা-  
 গঞ্চ দ্বাদশ । ত্রয়োদশ তথা নাগা  
 গন্ধভাগং চতুর্দশ ॥ পঞ্চদশ রসং  
 শুদ্ধং সপ্তকঞ্চ কবর্জিতং । এবং ভাগ  
 বিধানেন সর্ব মেকত্রকারয়েৎ । স্থা-  
 পয়েৎ বালুকা যন্ত্রে কাচ কুস্তে ন পূ-  
 রিতং । শুভদিনেন সধৈদ্যঃ ক্রমাগ্নৌ  
 ত্রিদিনং পচেৎ ॥ সাক্ষ শৈত্যং সমা-  
 দায় গুঞ্জামাত্রাং প্রয়োজয়েৎ । অনুপান  
 বিধানেন সর্বরোগ কুলান্তকঃ ॥ ত্রি-  
 দোষজে মহাঘোরে সান্নিপাত ত্রয়ো-  
 দশে ॥ জ্বরমর্ষ বিধং হস্তি যুত্ব্যসংকপ  
 লক্ষণে । দাপয়েৎ বটিকাং বৈদ্যোনাত্র  
 কাল বিচারণা ॥ ক্ষনেন হরতে রোগান  
 বলি পলিত নাশনং । পূর্ণচন্দ্র রসো নাম  
 পূর্ণ দেহো ভবেন্নরঃ ॥ রসায়ান মিদং  
 শ্রেষ্ঠং গোপ্যং পরম তুল্লভং । লো-  
 কানাঞ্চ হিতার্থায় চন্দ্র নামেন ভাষি-  
 তং । ৪১৩

স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২, কাংশ ৩, তাম্র ৪, লৌহ ৫, স্বর্ণ-  
 মাক্ষিক ৬, অভ্র ৭, হরিতাল ৮, হিঙ্গুল ৯, শঙ্খ বিষ ১০  
 খর্পর ১১, বঙ্গ ১২, সিসা ১৩, গন্ধক ১৪, এবং সপ্ত ক-  
 প্লুক দোষ বর্জিত রস ১৫ এই অঙ্গ ক্রমে ভাগ বিভাগ  
 দ্রব্য সবল লইয়া একত্রে মর্দনান্তর বাঁচের বোতলে পূরিত  
 করিয়া শুভ দিনে সর্বৈদ্য বালুকা যন্ত্রে ক্রমাগত তিন  
 দিবা রাত্রি পাকাবসানে শীতল হইলে উত্তার। করিবে ।  
 ১ রত্তি মাত্রা, অ্যুপান বিশেষে সেবনে সর্প রোগ নাশ  
 করে, এবং মহা ঘোর ত্রিদোষ রোগে ও ত্রয়োদশ প্র-  
 কার সান্নিপাতে অথবা অষ্ট প্রকার জ্বর মূন্য স্বরূপ লক্ষণ-  
 যুক্ত জ্বরে এই পূর্ণচন্দ্র রস নামক ঔষধি সর্বৈদ্য কালাকাল  
 বিচার না করিয়া দানে ক্ষণমাত্রতে উপদ্রব সহিত রো-  
 গকে নাশ করে। ৪১৩

### বৃহৎ সর্বজ্বর লৌহ ।

পারদং গন্ধকশ্চৈব তাম্র মড্রক মাক্ষি-  
 কং । হিরণ্য তার তালঞ্চ কষ্যং কষ্যং পৃ-  
 থক পৃথক ॥ মৃতকান্ত পলং দেয়ং সর্ব  
 মেকী কৃতং শুভং । রক্ষমানৌষধে ভাব্যং  
 প্রত্যেকং দিন সপ্তকং ॥ করিবল্লী রসে-  
 নৈব দশমূলী ক্বাথেনচ । পপ্পাটস্য কষা-  
 য়েন ত্রিকলায়া স্তথৈবচ ॥ কাকু মাচী  
 রসেনৈব বটীকাং বর্কয়েত্তিষক । পিপ্পলী

গুড় সংযুক্ত বটীকা বীৰ্য্য বর্দ্ধিনী ॥ জ্বর  
 মর্ষবিধং হন্তি সাধ্যসাধ্য মথাপিবা ।  
 ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কাম শোকোদ্ভবন্তথা  
 ভূতাবেশজ্বরশ্চৈব ঋক্ষদোষোদ্ভবন্তথা ।  
 অতিঘাত জ্বরশ্চৈব মতিচারিক মেবচ ॥  
 প্লীহজ্বরে তথাকাসে চাতুর্থেচ বিপজ্জয়ে ।  
 শাল্যান্নং তক্রসহিতং ভোজয়েৎ গুড়  
 সংযুতং ॥ ৪১৪

রস, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাঙ্কিক, স্বর্ণ, রৌপ্য,  
 ও হরিতাল এই অষ্ট দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা লৌহ ২৮  
 তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হাঁতিশুঁড়ী রসে দশ-  
 মূলী কাথে ক্ষেত্রপম্পটী রসে ত্রিকল কাথে গুড়কামাই রসে  
 এই পঞ্চবিধ রসে প্রত্যেকে ৭ সপ্ত দিবস একুনে ৩৫ দিবস  
 ভাবনা দিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী পুরাতন গুড় পিঙ্গলী  
 চূর্ণ সহ সেবনে অষ্টবিধ জ্বর নাশ পায় ঘোলগুড়ের সহিত  
 শাল্যান্ন পথ্য দিবে । ৪১৪

বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং সুবর্ণং মাঙ্কিকং  
 তথা । লৌহাভ্রং গিরিকং রক্তং কুষ্ঠশ্চৈব



রসাজ্ঞানং ॥ অষ্টাদশাঙ্গকৈঃ কাথে দ্বিনং  
 ভাব্যং প্রযত্নতঃ । গুঞ্জাদ্বয়ং প্রমাণেণ  
 সর্ব জ্বর হরং পরং ॥ সন্ততং সততা  
 ত্যঞ্চ বিষমঞ্চ জ্বরং জয়েৎ । ধাতুস্থং  
 বিবিধান্ রোগান্ জ্বর প্লীহান মেবচ ।  
 পৃথগ্ দ্বন্দ্ব ত্রিদোষঞ্চ জ্বরং সংকীর্ণ  
 ন্তথা ॥ অভিঘাতাভিচারঞ্চ সর্বজ্বর  
 বিনাশনং । বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহং জীর্ণ  
 জ্বরং ব্যপোহতি ॥ ৪১৫

পাঃ দ, গন্ধক, তাম্র, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অত্র, গেরি  
 হিঙ্গুল, কুত ও রসাজ্ঞান এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে সম-  
 ভাগে লইয়া অষ্টাদশাঙ্গ পাচন কাথে মর্দনান্তর  
 এই বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ ঔষধি ২ রত্তি প্রনা। বটী  
 সেবনে সর্ব জ্বর বিনাশ হয় । সন্তত সতত বিষম ধাতু  
 ত্বস্থ এবং প্লীহ জ্বর সংসর্গিক জ্বর অভিঘাত অভিচারাদি  
 জীর্ণ জ্বর সকল বিনাশ হয় । ৪১৫

### কম্পতরু রস ।

হেম তারং তথা লৌহং কাংশ্য তাম্রাভ্র  
 খর্পরং । বঙ্গকং পারদং গন্ধকং হিঙ্গুলঞ্চ  
 সটঙ্গনং ॥ তালভয় তথা শঙ্খং গোদ-

স্তং কণিকেশকং । শোধিতং গরুলং  
 কৃষ্ণা তথা যোজ্যং শিলাজতু । সৰ্ব মে-  
 কীকৃতং ভাব্যং বার্তাকু ধুস্তূরাক্জৈঃ ॥  
 আশ্বিনে শুক্লপক্ষে চ মহাষ্টমী দিনে তথা ।  
 ত্ৰিভবনাচদাতব্যা নবমী বিজয়াবধি ॥  
 বিজয়ান্তে বটীং কৃত্বা সৰ্ষপাকারমানতঃ ।  
 ত্ৰিসপ্তাহং তথা খাদেৎ দেহ শুদ্ধি-  
 ত্বেন্নরঃ । শীতোদকঞ্চ লবণং নিত্য-  
 চারং পরিত্যজেৎ ॥ কঙ্কলী মুষ্ণতোয়েন  
 কণাচূর্ণানুপানতঃ । শুভদিনে চ ভোক্তব্যং  
 সৰ্বব্যাদি নিষিদ্ধতি ॥ জ্বরমষ্ট বিধং হস্তি  
 সৰ্ব ধাতু গতং তথা । সস্ততং সততং  
 বাপি দ্বাহিত্রাহি চতুর্থকং ॥ দ্বৌকালং সম  
 কালঞ্চ চিরজ্বরবিনাশনং । প্লীহানাং  
 নাশনং গুল্ম সৰ্ব্বোদর বিনাশনং । কাস  
 শ্বাস ক্ষয়ং যক্ষ্ম রক্তপিত্তং হরে দৃঢ়ং ।  
 সৰ্বশোথহরং শ্ৰেষ্ঠং বালবর্ণাগ্নি বৰ্দ্ধনং ।  
 নিস্মিতং ভরদ্বাজেন লোকরক্ষার্থং হেতু না ॥৪১৬

দৰ্পণ ।

স্বর্ণ, রূপা, লৌহ, কাঁশা, তাম্র, অভ্র, খাপর, বঙ্গ, রস, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, হরিতালভস্ম, সেকো, গোদস্তা, আফিঙ্গ, সর্পবিষ, পিপুল ও শিলাষতু এষাং প্রতি সকলে সমভাগ বার্তাকু, ধুস্তুর ও আকন্দ এই তিন বৃক্ষ মূল রসে আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে মহাষ্টমী দিবসে এই ঔষধ আরম্ভ করিয়া অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই তিন দিবসে তিন ভাবনা সমাপ্ত করিয়া বিয়া দিবসে সর্ষপ প্রমাণ বটী করিয়া রোগীকে শীতল জল ও লবণ ত্যাগ করাইয়া কঙ্কালী, পিপ্পলী চূর্ণ ও উষ্ণ জলানুপানে শুভ দিনে তিন সপ্তাহ সেবন করাইবে, ইহাতে রসাদি সর্ষপ ধাতুগত অষ্টবিধ জ্বর সতত, সম্ভ্রত, ঐকাহিক, দ্বাহিক, ত্রাহিক, চাতুর্থক, দৌকালিন, সমকালিন, চির জ্বর, প্লীহা, যকৃত, গুল্ম, বিবিধ প্রকার উদরী কাস শ্বাস ক্ষয় যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও নানা প্রকার শোথ আরোগ্য হয়, বলবর্ধন ও অগ্নি বর্দ্ধন করে, এই কম্পতরু রস লোক রক্ষার্থ ভারদ্বাজ মুনি প্রস্তুত করিয়াছেন । ৪:৬

### জ্বরকনয় বটিকা ।

রস গন্ধক বিষক্ষেব দ্বৌশানৌ পরি-  
মানতঃ । তালক সংপূটে চৈবতানু ভস্ম  
দ্বিভাগকং ॥ তৎসমং তালকং যোজ্যং  
সর্ব্বংশুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ নিষ্মুরসস্যযোগেন  
বটিকা রক্তিকাদয়ং ॥ সর্ব্ব রোগং নি-

হস্ত্যাশু জীর্ণজ্বরং নবজ্বরং । প্লীহানং  
 ষকৃতং গুল্মং মশোফ পাণ্ডুকামলং ॥ তৎ  
 সর্বং নাশয়েৎ শীঘ্রং বৃক্ষ মিত্রাশনি  
 যথা ॥ ৪১৭

রস, গন্ধক ও অমৃত প্রত্যেক ১ তোলা হরিতাল পুটে  
 তাম্রভস্ম ২ এবং শুক্ল হরিতাল ২ তোলা এই সকল একত্রে  
 পাতি লেবু রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটা সেবনে  
 জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ জ্বর, প্লীহা, ষকৃত, গুল্ম, শোথ, পাণ্ডু  
 ও কামলা এই সকল রোগ নাশ করে যেমন বজ্র আঘাতে  
 বৃক্ষনাশ করে তদ্রূপ ইহা জ্বরকে নাশ করে ।

জ্বর কুলান্তক লৌহ ।

কট্ফলং জীরকং যুগ্মং পুষ্করং কটু  
 রোহিনী । উশীরং পিপ্পলীমূলং শৃঙ্গী  
 ধন্যা ক্রীবেরকং ॥ তিত্তকং চন্দনং পাঠা  
 যাষ শৌভাঞ্জনং তথা । অভ্রকং ভৃঙ্গ-  
 রাজঞ্চ জিহদং বৃহতীদ্বয়ং ॥ তালীশং মধু  
 যষ্টিশ্চ মৈন্ধবং বাসক স্তথা । যমানীদ্বৈ  
 বরাটঞ্চ বচা বিশ্বংসন্নং সমং ॥ চতুর্জা-  
 তঞ্চ চৈতানি সর্বচূর্ণং সমাংশকং । মণ্ড-  
 রং সর্বতুল্যং স্যাৎ মর্দয়েৎ খল্ল গহ্বরে ॥

মধু সর্পি যুতো ভাব্যঃ সর্ব রোগ  
 কুলান্তকঃ । প্লীহানং যকৃতং গুল্মং বি-  
 ষম জ্বর নাশনঃ ॥ জীর্ণ জ্বরঞ্চ বিবিধং  
 কাস শ্বাস প্রনাশকঃ । দাহ তৃষ্ণা কুচি  
 ছদ্দি সর্ব শোথ বিনাশনঃ ॥ হর-  
 তে সর্বরোগাংশ্চ লৌহোজ্বরকুলান্ত-  
 কঃ ॥ ৪১৮

কটুফল, জীর, কৃষ্ণজীর, কুড়, কটকী, গন্ধবেনা পি-  
 প্পলী মূল, কাকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, বালা, চিরতা, রক্তচন্দন  
 আকনাদি, দুরালভা, সজিনাবীজ, অভ্র, ভিন্নরাজ, মুখা, চিতা,  
 বিড়ঙ্গ, ব্যাকুড়, কণ্টীকারী, তালীশ পত্র, ষষ্ঠীগন্ধু, দৈন্ধব  
 বাসক, যমানী, বনযমানী, কটিভঙ্গা, বচ, গুণ্ডী, না-  
 গেশ্বর, তেজপত্র, এলাইচ ও গুড়ত্বক এই সকল দ্রব্য  
 প্রত্যেক চূর্ণের সমভাগ মগুর মধুয়ত সহ মর্দন করিয়া  
 ভাবনা ৭ দিবস দিবে এই ঔষধি সেবনে সর্ব রোগের কুল-  
 স্তক হয় । বিশেষ প্লীহা, যকৃত, বিষম জ্বর ও নানাবিধ  
 জ্বর এবং কাশ শ্বাস নষ্ট করে । ৪১৮

জ্বর তৈরব চূর্ণ ।

নাগরং ত্রায়মানাচ পিচুমর্দো ছুরালভা ।  
 পথ্যা মুস্ত বচাদারু ব্রাহ্মী শৃঙ্গী শতা-

বরী ॥ পপ্পটিঃ পিপ্পলীমূলং বাসকঃ  
 পুষ্করঃ শঠী । মূৰ্ব্বা কৃষ্ণ হরিদ্রেধে  
 লোধুষ্ণাগুরুসোৎপলং ॥ কুট্জস্যত্বচং  
 বীজং যক্ষীমধুক চিত্রকং । শৌভাঞ্জন  
 মজাজীচ বিশালা কটুরোহিনী ॥ মুষ-  
 লী পন্নকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপাণিকা ।  
 মরিচক্ষামৃতং বিল্বং বলা পঙ্কস্য পপ্পটি ॥  
 তেজপত্রং ত্বচংধাত্রী পৃষ্ণিপনী পটো-  
 লকং । গন্ধকং পারদং লৌহ মভ্রকঞ্চ  
 মনঃশিলা ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণা  
 নিকারয়েৎ । চূর্ণাঙ্কং প্রক্ষিপেত্তত্র  
 চূর্ণং ভূনিম্ন সম্ভবং ॥ মাত্রাঞ্চাস্য প্রমু-  
 ঙ্গীত দৃষ্টাদোষ বলাবলং । চূর্ণংভৈরব  
 সংজ্ঞস্ত জ্বরান্ হন্তি নসংশয়ঃ ॥ পৃথ-  
 গ্দোষোদ্ভবান্ সৰ্ব্বান্ সমস্ত বিষম  
 জ্বরান্ । প্রাকৃতং বৈরুতং চৈবং সম্যক্  
 তীক্ষ্ণমথাপিবা ॥ অন্তবহির্গতঞ্চৈব নিরামং  
 সামমেবচ । জ্বরমর্ষবিধং হন্তি সাধ্যা-  
 সাধ্য মথাপিবা ॥ বিরুদ্ধং ভেষজং তত্র  
 জ্বরমস্তে ব্যপোহতি । শ্বযথঞ্চ শিরঃশূল

মগ্নিমান্দ্যং বিনাশয়েৎ ॥ কাস শ্বাসং জ্বর-  
 রঞ্জেব শোথপাণ্ডু ক্রমীংগদান । জ্বর-  
 তৈরবচূর্ণোয়ং তৈরবেনপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪১৯

শুষ্ঠী, গন্ধতাদুলে, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, বামুনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেত্রপর্পটী, পিপলী মূল, বাসক মূল, কুড়, শাঠী, মূর্ক্ষালতা, পিপলী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, লোধ অগোরকাষ্ঠ, শুদি-মূল, কুরচী ছাল, ইন্দ্রযব, জৈষ্ঠমধু, চিতা, সজিনাছাল, জীরা, রাখালসসার মূল, কটকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যনা-নী, শালীপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলগুঁঠা বেলোড়া, পঙ্কপপ্পটী, তেজপত্র, গুড়ছক, চাকুল্যা, পলতা, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মনছাল এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেক সম-ভাগে যত তচ্চূর্ণাঙ্ক ভাগ চিরেতা চূর্ণ এই জ্বর তৈরবচূর্ণ নামোষধির মাত্রা রোগীর বল বয়ঃ এবং দোষের দুষ্কতা দেখিয়া বিশেষে প্রয়োগ করিবেক এই ঔষধি সেবনে পৃথকাদি বিবিধ প্রকার জ্বর এবং সমস্ত প্রকার বিষম জ্বর প্রাকৃত বৈকৃত ও তীক্ষ্ণ জ্বর সকল এবং অন্তর্গত জ্বর বহির্গত জ্বর বিরাম বা আমজ্বর সাধ্য বা অসাধ্য অষ্টবিধ প্রকার জ্বর নাশ হয় । ৪১৯

মহেশ্বর চূর্ণ ।

সুবর্ণ বঙ্গয়োর্ভষ্ম লৌহভষ্মাভ্রকং তথা ।

লবঙ্গাতি বিষাকুষ্ঠং ধাতকীচ রসাঞ্জনং ॥  
 পরুষং হরুষং ধন্য। তালীশশচাল্ল বেতসং ।  
 ত্রিফলারঞ্চ চতুর্জাতং ত্রিকটু লবণদ্বয়ং ॥  
 জাতীকোষে নিশাদৌচ যমানী যশোদা  
 তথা ॥ বিলম্বিত্ত্বয়বং বিশ্ব অশ্বংগক্ষাঙ্ক  
 চিত্রকং । অজাজী মুষলীশৈচব মৎস্য পিত্তা  
 ক্ষিমেবচ । সিতামধু সমায়ুক্তং সর্বজ্বর  
 ব্যাপোহনং ॥ একদ্বিত্রিচতুর্থঞ্চ প্রাকৃতং  
 বৈকৃতং তথা । নন্ততং সততক্ষেব গস্তীরং  
 দৈর্ঘ্য রাত্রকং ॥ দিনং সন্ধ্যাগতং বাপি  
 সর্বধাতু গতং তথা । মাস পক্ষ গতক্ষেব  
 তথা সংবৎস্থিতং ॥ প্লীহানং যকৃতং  
 গুল্মং পাণ্ডুরোগং ব্যাপোহতি । মহেশ্বর  
 মিদং নাম স্বনামেন প্রকীর্ত্বিতং ॥ ৪২০

সুবর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, লবঙ্গ, আতইচ, কুড়, ধাতকী, রসাঞ্জন,  
 পরুষফল, হরুষ, ধন্যা, তালিশ পত্র, অল্পবেতস, ত্রিফলারচতু-  
 জাত ত্রিকটু, লবণ দ্বয়, জায়ফল, জৈত্র, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা,  
 যমানী বনযমানী, বেল শুটা, ইন্দ্রযব, অশ্বগন্ধা, মুখা,  
 চিতা, জীরা, তাল মূলী ও কটুকী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক  
 সমভাগ মধু ও চিনির সহিত মাড়িয়া ১ এক মাসা প্রমাণ  
 ভক্ষণে সর্ব বিবিধ প্রকার জ্বর ঐক্যহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক,



চতুর্থক, প্রাকৃত, বিকৃত, সম্ভূত, সতত, গম্ভীর, ধাতুগত, দৈর্ঘ্য, রাত্রিগত, দিন গত, সন্ধ্যাগত, মাস, পক্ষ ও বৎসর গত, জ্বর, প্লীহা, যক্ষ্ম ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সকল আরোগ্য হয় ইহা মহেশ্বরা কৃত স্বনামে খ্যাত । ৪২০

শুক্ল সূতং তথাগন্ধং স্বর্ণং তাম্রাভ্র মেঘচ  
 প্রত্যেকং তোলকমিত মর্দ্ব তোলক  
 লৌহকং ॥ বৈক্রান্তংসূত পাদঞ্চ চন্দনা  
 গুরু সম্ভবৈঃ । রসৈর্বা বটিকাং কুহ্ম  
 সংমর্দ্যচ দৃঢ়ে খলে ॥ শোভাঞ্জমং তথা  
 বাসা নিগুণ্ডীচ বচাতথা ॥ গুড়চী  
 চিত্রকং ভৃঙ্গোরহতী মুণ্ডিকা তথা ।  
 জয়ন্তিকা ত্রাঙ্কণীচ কুমারী রক্ত চিত্র-  
 কং । এতেষাং স্বরসৈর্ভাব্যং প্রত্যে-  
 কঞ্চ ত্রিবারকং । ততোলঘুপুটে দত্ত্বা  
 স্বাস্থ শীতং সমুদ্বরেৎ ॥ তচ্চূর্ণং  
 কণিকা মাত্রং মাষমাত্র মথা পিবা নব-  
 জ্বরে প্রদাতব্যঞ্চ ঘটিকাদ্বয় মধ্যতঃ ॥  
 জ্বর মুক্তো ভবেন্ন্যূর্ত্যো নাত্র কার্য্যাবিচা-  
 রণা । জীর্ণ জ্বরীচভূক্তাত্ত মুচ্যতে হৃষ্ট  
 ষামতঃ ॥ ৪২১

শুদ্ধ রস, গন্ধক, স্বর্ণ, তাম্র ও অত্র এই কএক দ্রব্য  
প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা বৈক্রান্ত মণি ভষ্ম  
।০ এই সপ্তম দ্রব্য অগুরু চন্দন রসে মাড়িয়া রস পপ্পটি  
বৎ পাক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে সন্দিমা, বাসক, নিসিন্ধা,  
বচ, গুলঞ্চ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টকারী, মুণ্ডী, জয়ন্তী, বামনহাটী,  
রক্ত চিতা মূল ও য়তকুমারী এই সকল দ্রব্যোতে প্রত্যে-  
কে তিন তিন ভাবনা দিয়া লঘু পুট দিবেক, পরে শীতল  
হইলে সেই চূর্ণ কনাবা নাষ প্রমাণ মাত্রা নবজ্বরে সেবন  
করাইলে ২ ঘণ্টাকার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয় জীর্ণ জ্বর অহোরাত্র  
মধ্যে বিনাশ হয় । ৪২১

### জয়মঙ্গল রস ।

সমভাগং রসং গন্ধকং কঙ্কলীং কারয়ে  
দ্‌ঢং । তেন পপ্পটিকাং কুর্যাৎ মৃদুপাকেন  
সাধয়েৎ ॥ রসার্দ্ধঞ্চ তথা যোজ্যং হেম  
তারং পৃথক পৃথক । তপনং গগণং কৃষ্ণা  
ত্রিফলাভিঃ সমন্বিতং ॥ লৌহচূর্ণং প্রদা-  
তব্যং রসস্যচ চতুর্গুণং । সর্বঞ্চ ভাবয়ে  
দ্বৈদ্যঃ প্রত্যেকৈকং দিনং তথা । জয়ন্তী  
বিজয়া চিত্রং তুলসী ভেক পর্ণিকা ।  
কেশরাজ রসেনৈব নিগুণ্ডী স্বরসৈ স্থথা ॥

মুলা মানাবটী কার্ঘ্যা বিষম জ্বর নাশি-  
 নী । জ্বর মর্ষটবিধং হন্তি প্রাকৃতং বৈকৃতং  
 তথা ॥ জীর্ণ জ্বরঞ্চধাতুস্থং সপ্ত সততং  
 পাণ্ডু কামলং । সন্তাত্যং জ্বরং শোথং  
 হরেচ্চৈব প্রবাহিকাং ॥ শুবাং কাস শ্বাস  
 মরোচকঞ্চ গ্রহণীং চির । সজ্জয়মঙ্গল রস-  
 নামা মহাদেবেন ভাষিতঃ ॥ ৪২২

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

রস, গন্ধক, সমভাগে কঙ্কলী এবং পপ্পটী করিয়া লইবে ।  
 রসের অর্দ্ধ ভাগ স্তূবর্ণ ও রৌপ্য রসের সম ভাগ তাম্র,  
 অভ্র, পিপ্পলী ও ত্রিকলা এবং রসের চারি গুণ লৌহ লইবে,  
 এই সকল দ্রব্য একত্রে জয়ন্তী, বিজয়া, চিতা, তুলসী, থান-  
 কুড়ী, কেশুভে, সিংহিন্দা ও আদ্রক এই সকলের রসে প্রত্যেক  
 প্রত্যেক ভাবনান্তর এই জয়মঙ্গল রস ঔষধি মূগ প্রমাণ  
 বটী মেবনে বিষম জ্বর, অষ্টবিধ প্রাকৃত, বৈকৃত, জীর্ণ, ধাতুস্থ,  
 সতত ও সন্তত প্রভৃতি জ্বর এবং পাণ্ডু, কামলা, শোথ,  
 গ্রহণী, প্রবাহিকা কাস, শ্বাস ও অরুচি এই সকল রোগ  
 আরোগ্য হয় । ইহা মহাদেবের কথিত ॥ ৪২২

রত্নগিরি রস ।

শুক সূতং সমং গন্ধকং মৃতস্বর্ণাভ্র তাম্র-  
 কং । প্রত্যেকং তোলকমিতং সূতান্নিংমৃত

লৌহকং ॥ লৌহার্কং স্নতবৈক্রান্তং মর্দ-  
 য়েৎ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ । পম্পটী রসবৎ পাচ্যং  
 চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক । শিগু বাসক  
 নিগুণ্ডী বচামৃতানি ভৃঙ্গজৈঃ ॥ ক্ষুদ্রা  
 মুণ্ডী জয়ন্তীচত্রাক্ষণীরক্ত চিত্রকৈঃ । কন্যা  
 দ্রবৈশ্চ ভাবিতঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিধা ত্রিধা  
 রুদ্ধা লঘু পুটে পাচ্যং সাক্ষশীতং সমু-  
 দ্বরেৎ । কনা বা মাষ মাত্রোবাযুক্তশ্চাপি  
 নবজ্বরে ! কুর্য্যাৎ জ্বর বিনিমুক্তং রোগি-  
 গং ঘটিকাঘ্রয়াৎ ॥ জীর্ণজ্বর হরং শ্রেষ্ঠং  
 দিনৈকেন প্রশাম্যতি । অয়ং রত্নগিরি  
 নাম রাসোয়ং যোগবাহকঃ ॥ ৪২৩

শোধিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, তাম্র ও অত্র এই কয়েক  
 দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা ও বৈক্রান্তমণি  
 তন্মা সিকি তোলা এই কয়েক দ্রব্য অগুরু চন্দনে মাড়িয়া  
 রস পম্পটীবৎ পাক করিয়া চূর্ণ করিবে পরে সজিনা, বাসক,  
 নিসিন্দা, বচ, গুলঞ্চ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টিকারী, মুণ্ডী,  
 জয়ন্তী, বাননহাটী, রক্তচিতার মূল ও স্নতকুমারী এই সকল  
 দ্রব্যেতে প্রত্যেকে তিন তিন ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক ক-  
 রিয়া পরে শীতল হইলে সেই চূর্ণ কণা মাত্র মাষ প্রমাণ মাত্র।

নবজ্বরে সেবন করাইলে দুই ঘটিকার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয়.  
২৪ চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয় । এই ঔষধকে  
রত্নগিরি রস কহে ॥ ৪২৩

### বিষম জ্বরান্ত লৌহ ।

হিঙ্গুল সস্তবং সূতং গন্ধকেনচ মুকঞ্জলী ।  
পর্পটী রসবৎ পাচ্যা সূতাঙ্ঘ্রি হেম ভস্মকং ॥  
লৌহং তাম্র মত্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা ।  
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালশ্চ রসার্কিকঃ ।  
মৃদ্রাশঙ্খ শুক্তি ভস্ম প্রদেয়ং রস পাদি-  
কং ॥ সূক্তাগৃহেচ সংস্থাপ্যং পুটকেনচ  
সাধয়েৎ । ভস্ময়েৎ প্রাতরুথোয় দ্বিগুঞ্জা  
ফল মানতঃ । অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণা  
হিঙ্গু সসৈন্ধবং ॥ জ্বরমর্ষ বিধং হস্তি  
বাত পিত্ত কফোদ্ভবং ॥ সস্তত সততা-  
খ্যাত বিষম জ্বর নাশনং । কামলা পাণ্ডু  
রোগঞ্চ শোথ মেহ মরোচকং ॥ প্লীহা-  
নং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা ।  
গ্রহণী মামদোষঞ্চ কাশ শ্বাস বিনাশনং ॥  
মূত্রকৃচ্ছ্রাতি সারঞ্চ নাশয়েদবি কপিপতং ॥

অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণ প্রসাদনং ।

বিষম জ্বরান্তক নামা ধন্বন্তরি প্রকা-

শিতঃ ॥ ৪২৪

হিঙ্গুল হইতে নিঃশৃত পারদ ও শুদ্ধ গন্ধক এই উভয় কে লইয়া খলেতে বিলক্ষণ মর্দন করিলে কঙ্কলী প্রস্তুত হয় ঐ কঙ্কলীতে পারদের সিকি অংশ স্বর্ণ ভস্ম দিবে এবং লৌহ, তাম্র ও অত্র ইহাদিগের ভস্ম পারদের দ্বি-গুণ দিবে, বঙ্গভস্ম, গেরিমাটি ও প্রবাল ভস্ম পারদের অর্দ্ধ ভাগ দিবে রুপা ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম ও শুক্রি ভস্ম পারদের শিকি অংশ দিবে সমুদায় দ্রব্য মিলিত করিয়া পরে ঝিকুরের মধ্যেতে রাখিয়া বিলক্ষণ সম্পুট করিবেক পরে মৃদু বহ্নিতে পাক করিলে ঔষধি প্রস্তুত হইবে উহা শী-তল হইলে সম্পুট খুলিয়া ঔষধি বাহির করিয়া প্রাতঃ-কালে ২ রতি প্রমাণ পিপ্পল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহিত খাইলে অষ্ট প্রকার জ্বর, বাতিক, ঐপত্তিক, ককজ, সন্তত, সতত ও বিষম জ্বর নাশ হয় কানলা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ, অরুচি, প্লীহা, বকৃৎ ও গুল্ম রোগ নাশ হয়, গ্রহণী, আমদোষ ও কাশ স্বাস বিনাশ পায়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অতিসার বিনাশ হয়, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে বল ও উত্তম বর্ণ করে। এই বিষম জ্বরান্তক নাম ঔষধি ধন্বন্তরি প্রকাশ করিয়াছেন । ৪২৪

## অষ্টমূর্ত্তি রস ।

দৈত্যেন্দ্রং গগনং তীক্ষ্ণং ভাস্করঞ্চ মহে-  
 স্বরং । কৌশিকং কাংস্য ভস্মবৈকানকং  
 বীজমেবচ । প্রত্যেকং তোলকং চৈষাং  
 মর্দয়েৎ শোধনান্তুরং । কৈরাতং ভূত-  
 কণ্ঠঞ্চ অজাজী চোপকুঞ্জিকা । টঙ্গণঞ্চাজ  
 গন্ধাচ ত্রিকত্রয়সম্বিতং । প্রত্যেকমেব  
 চূর্ণানি সপ্তমাষানি দাপয়েৎ ॥ মণ্ডুরং  
 সর্ব্ব তুল্যং স্যাৎ মর্দয়েৎ যাম মাত্রকং ।  
 মধু সর্পিঃ সিতায়ুক্তা বটিকা মাষ  
 মাত্রকং ॥ কেশরাজ রসশ্চানু জ্বর মর্ষ  
 নিবারণং । সন্তত সততাথ্যঞ্চ জীর্ণ বিষম  
 সঙ্গকং ॥ কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্ব  
 শোথ নিবারণং । কাশ শ্বাসং রক্ত-  
 পিত্তং রাজযক্ষ্মকোরুক্ষতং ॥ প্লীহমর্ষ  
 যকৃৎ গুল্মং বন্ধকোষ্ঠ বিনাশনং । সর্ব্ব-  
 রোগং নিহন্ত্যাশু বলবর্গাগ্নিবর্দ্ধনং ॥  
 অষ্টমূর্ত্তি রসো নাম শঙ্করেণ সুভাষিতঃ ॥ ৪২৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

গন্ধক, অত্র, লৌহ, তাত্র, পারদ, গুগ্গুল, কাংসভস্ম ও ক-  
নক ধুতুরার বীজ এই অষ্টদ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা চিরে তা  
যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, বনযমানী, ত্রিকটু,  
ত্রিফলা, ত্রিনদ ও ত্রিজাতক এই কএক দ্রব্য প্রত্যেকে ৭  
মাষা সকল চূর্ণের সমভাগ মগুর খলেতে চারিদণ্ড পর্যন্ত  
মর্দন করিয়া মধু, ঘৃত ও চিনি মিশ্র অস্তে এক মাষা পরিমাণ  
মাত্রা। এই অষ্ট মূর্ত্তি রস সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, সম্ভত, সতত,  
জীর্ণ, বিষমজ্বর ও কামলা, পাণ্ডু, শোথ, কাশ, শ্বাস, রক্ত  
পিত্ত, রাজযক্ষ্মা, উরুক্ষত, অষ্ট প্রকার প্লীহা, যকৃৎ,  
গুল্ম ও কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি রোগ সকল নাশ হয়। ৪২৫

### জলযোগ রস ১

শুক্ল সূতং সমং গন্ধকং গন্ধপাদং মনঃ-  
শিলা । মাক্ষিকং পিপ্পলী ব্যোষং  
প্রত্যেকঞ্চ সমং সমং ॥ তাবয়েৎ পঞ্চ  
পিত্তেন সপ্তধাচ বিধানতঃ । দ্বিগুঞ্জা  
বটিকা দেয়া তাস্ত্রিক সান্নিপাতিকে ।  
তিল পণী রসশ্চানু পঞ্চ কোল মথা-  
পিবা । জলযোগ রসো নাম হন্তি দোষ  
ত্রয়োত্তবং ॥ জলযোগেন কর্তব্যং তেন  
বীর্য্যাধিকো ভবেৎ । ৪২৬

শুক্ল পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলী,



ও ত্রিকটু প্রত্যেকে সমভাগ পঞ্চপিস্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ । এই জলযোগ নামক ঔষধ সেবনে তান্ত্রিক ও সান্নিপাত নাশ হয় অনুপান তিলপর্নী রস অথবা পঞ্চকোল পাচনের কাথে সেবন করাইলে ত্রিদোষ নাশ করে এবং ক্রমান্বয়ে জলযোগ করণে ঔষধের বীৰ্য্যাধিক্য হয় । ৪২৬

### সর্বজ্বর হরলোহ ।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তক  
 স্তথা । শ্রেয়সী পিপ্পলী মূল মুশীর  
 দেবদারুকং ॥ কৈরাতং তিত্তকং বালা  
 কটুকী কণ্টকারিকা । শৌভাঙ্গনস্য  
 বীজানি মধুকং বৎসকং তথা ॥ লৌহ  
 তুল্যং গৃহীত্বাচ বটী গুঞ্জা প্রমাণতঃ ।  
 সর্বজ্বর হরং লৌহং সর্বজ্বর বিনাশনং ॥  
 বাতিকং পৈত্তিকং চৈব শ্লেষ্মিকং  
 সান্নিপাতিকং । দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ  
 ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ ॥ ৪২৭

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুগা, গজপিপ্পলী  
 পিপুল মূল, বেগামূল, দেবদারু, চিরেতা, বালা, কটকী,  
 কণ্টকারী, সর্জিনা বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সকল  
 দ্রব্য সমভাগ যত লৌহ তত সর্ব দ্রব্য জলে মর্দন ক-

রিয়া এক রতি মাত্রা বটী সর্ব জ্বর হরলৌহ সেবনে সর্ব প্রকার জ্বর নাশ হয় যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ ও বিষম ধাতুস্থ ইত্যাদি জ্বর, শীত, কম্প, বমি দাহ, ঘর্মা, ভ্রম, বক্ষবেদনা, অরুচি, ছদ্মি, তন্দ্রা ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় । ৪২৭

### মহাজ্বরাক্কুশ রস ।

পারদং হিঙ্গুলং তাম্রং মাঞ্চিকং তুল্য  
 মেবচ । তালকং বঙ্গকং চৈব গন্ধ-  
 কঞ্চ মনঃশিলা ॥ গৈরিকং শম্বু কঞ্চৈব  
 ব্যোম টঙ্গকং তথা । দন্তীবীজানি  
 সর্বানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥ জয়ন্তী  
 বিজয়া চিত্রা তুলসী শালপর্ণিকা ।  
 প্রত্যেকঞ্চ রসং দত্ত্বা নির্জ্জলে খল্ল  
 গম্বরে ॥ চন মাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়া-  
 শুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ । মন্দাগ্নি দ্বিপনীচৈব  
 সর্বজ্বর বিনাশিনী ॥ দ্বন্দ্বজং সর্বজ  
 ঞ্জৈব চিরকালসমুদ্ভবং । ঐকাহিকং  
 দ্বাহিকঞ্চ ত্রাহিকঞ্চ জ্বরস্তথা ॥ চতু-  
 র্থকং তথাতুগ্রং জলদোষ সমুদ্ভবং ।  
 সর্বজ্বরং নিহন্ত্যাশ ভাস্কর স্তিমিরং

যথা । নাতঃ পরতরংশ্রেষ্ঠং জ্বরনাশায়  
চৌষধং । মহাজ্বরাক্কুশো নাম রসো-  
য়ং নুনিভাষিতঃ ॥ ৪২৮

হারীত ।

রস, হিঙ্গুল, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, গন্ধক, মনছাল, গেরিমাটি, সোহাগা, শামুক, দণ্ডিবীজ ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ জয়ন্তী, বিজয়া, চিতানুল, তুলসী ও শালপানী এই সকল প্রত্যেক দ্রব্যের রসে তিন দিবস জলরহিত খলেতে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চনা প্রমাণ মাত্রা । এই মহা জ্বরাক্কুশ রস নামক ঔষধি সেবনে অগ্নিমান্দ্য সর্ষ প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ চিরকালান্ত সন্তপ জ্বর সূর্য্যোদয়ে যেমন তিমির নাশ হয় এই ঔষধও সেই প্রকার রোগ নাশক । ৪২৮

জ্বরাস্তক লৌহ ।

অমৃতং পারদং গন্ধং লোহাভ্রঞ্চ মনঃ-  
শিলা । ব্যোষং বঙ্গং মৃতং তাম্রং ভাব-  
যন্নর্কমূলজৈঃ ॥ এষ জ্বরাস্তকো লৌহ  
বিষম জ্বর নাশনঃ । ঐকাহিকং দ্বাহি-  
কঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকং ॥ ধাতুস্থং মাংস  
মেদোস্থি জীর্ণ জ্বর বিনাশনঃ ॥ ৪২৯

সারসংসার ।

অমৃত, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, ত্রিকটু, বঙ্গ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য অ'কন্দ মূল রসে ভাবনা দিয়া এই জ্বরাস্তক লৌহ একরস্তুি প্রনা। মাত্রা সেবনে বিষম, ঐক্যাহিক, দ্বৈহিক, ত্র্যাহিক, চা'তুর্থক ও ধাতুত্ব বিশেষ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মর্জ্জাগতাদি জ্বর সবল এতং জীর্ণ জ্বরও আরোগ্য হয় । ৪২৯

### অর্দ্ধচন্দ্র রস লৌহ ।

তাপ্যাম্রং মৌক্তিকং লৌহং স্বা' গন্ধকং  
তথা সূতং । সর্ব' দ্রব্যং সগং যাবৎ  
তদর্দ্ধং রঙ্গভস্মকং ॥ কেশরাজ ভৃঙ্গ-  
রাজ পর্ণরস বিমর্দিতং । বটী রক্তি-  
দ্বয়শ্লেষ ধাতুজ্বর হরং পরং ॥ সমুত্তং  
সততশ্লেষ বিযমঞ্চ জ্বরং তথা । মেহ  
মূত্র গদং সর্ব' কামলা পাণ্ডুমেবচ ॥  
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বালবর্ণ প্রসাদনং ।  
অর্দ্ধচন্দ্র রসো নাম্না চরকেন বিনির্মিতঃ ॥ ৪৩০

চরক ।

স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ, সুবর্ণ, গন্ধক ও পারদ এই সকল সমভাগে যত হইবে অর্দ্ধ তাহার বঙ্গ ভস্ম হইবে সর্ব' দ্রব্য একত্রে কেশুস্তের রসে, ভীমরাজ রসে ও পান রসে

পৃথক পৃথক মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী সেবনে  
 ধাতুস্থ, সন্তত, সতত ও বিষনাদি জ্বর এবং মেহ, মূত্ররোগ,  
 কামলা ও পাণ্ডু রোগ নাশ হয়, আর অগ্নি দীপ্ত করে ও বাল-  
 কের ন্যায় বর্ণ করে চরক ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন । ৪৩০

### সর্ব জ্বরারি রস ।

রক্তংগন্ধং রসং বৃক্ষ্যা দন্ত্যম্বুনা বিমর্দিতং  
 দ্বিগুঞ্জং সিতয়া যুক্তং জ্বরং হন্তি সুদা-  
 রুণং ॥ মহেন্দ্রাখ্য জ্বরং হন্যাৎ তমঃ  
 সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪৩১

হিঙ্গুল ১, গন্ধক ২ ও রস ৩ প্রত্যেকে ক্রমশ বৃদ্ধিভাগ  
 দস্তীকাপে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা সূর্য্যোদয়ে  
 যেমন অন্ধকার নাশ হয় চিনি সংযোগে সেবনে সমস্ত  
 জ্বর এবং মহেন্দ্র নামক জ্বরকে বিনাশ করে । ৪৩১

### সুদর্শন চর্ণ ।

ত্রিফলা রজনীযুগ্ম কণ্টকারী যুগ্ম শষ্ঠী ।  
 ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ধ্বা শুড়চীধান্য যাষকৌ ॥  
 কটুকা পপ্পটং মুস্তং ত্রায়মাণাচ বা-  
 লকং ॥ যমানীন্দ্রযবং ভার্গী শিগ্রু সৌরা-  
 ষ্ট্রজং তথা । বচাস্বক্ পদ্মোকৌশীর

চন্দনাতি বিষাবলা ॥ শালপর্ণী পুশ্পিপর্ণী  
 বিড়ঙ্গং নাগরং তথা । চিত্রকং দেব-  
 দারুশ্চ চব্যং পত্রং পটোলকং ॥ জীব-  
 কর্ষভকঞ্চৈব লবঙ্গং বংশলোচনা । পুণ্ড-  
 রীকঞ্চ কাকল্যো তালীশং জাতী কো-  
 শজং ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্ম চূর্ণানি  
 কারয়েৎ । সৰ্ব্ব চূর্ণস্য চার্কীশং  
 কিরাতং প্রক্ষিপেদ্বুধঃ ॥ এতৎ সুদ-  
 র্শনং নাম চূর্ণং দৌষত্রয়াপহং । জ্বরমর্ষ  
 বিধং হস্তি নাত্রকার্য্য বিচারণা ॥  
 পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ধাতুস্থান্ বিষম  
 জ্বরান্ । সন্নিপাতোদ্ভবঞ্চাপি দ্ব্যাহি-  
 কদি বিনাশয়েৎ । শীতজ্বরঞ্চৈকাহিকং  
 দৈনং তন্দ্রা ভ্রমং বমিৎ । শ্বাসকাসঞ্চ  
 পাণ্ডুঞ্চ হৃদ্রোগং কুন্তকামলাং ॥ ত্রিক  
 পৃষ্ঠক জানূরু পার্শ্বগূলনিবারণং শীতা-  
 ম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ জ্বরং সৰ্ব্বং নিব-  
 র্ত্তয়েৎ । সুদর্শনং যথা চক্রন্দানবাংশ্চ  
 নিবারয়েৎ । ভূতজ্বরাংশ্চ সৰ্ব্বেষা  
 মেতচ্চূর্ণং প্রসাদয়েৎ ॥ ৪৩২

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কণ্ঠিকারী, ব্যাকুড়, শঠা  
 ত্রিকুট, গেঠেলা, মূর্ষা, গুলঞ্চ, ধন্যা, দুরালভা, কটকী,  
 ক্ষেতপাপড়া, মুখা, গন্ধভাদুলে, বালা, ইন্দ্রযব, যমানী,  
 সজিনা বীজ, পঙ্ক পাম্পটী, বচ, গুড়হুক, পন্ন কাষ্ট.  
 বেণামূল, রক্তচন্দন, আতইচ, বেলোড়া, মালপানি চা-  
 কুল্যা, বিড়ঙ্গ, শুষ্ঠী, চিতা, দেবদারু, চই, তেজপত্র,  
 পলতা, জীবক, ঋষিভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, শ্বেতপদ্ম,  
 কাকলী, ক্ষীরকাকলী, তালীশপত্র ও জায়ফল এই সকল দ্রব্য  
 সমভাগে যত হইবে সেই সকলের অর্ধেক চিরেতা চূর্ণ । যেমন  
 সুদর্শন চক্র দানবদিগকে বিনাশ করে তদ্রূপ এই ঔষধ  
 সেবনে অষ্টবিধ জ্বর ভিন্ন২ দোষোদ্ভব অথবা ত্রিদোষ জ-  
 নিত ধাতুস্ব বিষম শীত সন্নিপাত ঐকাহিক ও দ্বাহিকাদি জ্বর,  
 ভ্রম, বমন, শ্বাসপাপু, জ্বরোগ, কুম্ভকামলা, ত্রিক, পৃষ্ঠ,  
 জ্ঞানু, উরু ও পাম্পটী এই সকল স্থানের বেদনা নিবারণ হয়  
 এবং শীতল জলানুপানে এই সুদর্শন চূর্ণ সেবনে সর্ষ জ্বর  
 নাশ করে, সকলের ভূত নিমিত্ত জ্বরকে প্রশমন করে । ৪৩২

### জীর্ণ জ্বরাক্কুশ ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্র ধুস্তুরবীজ চি-  
 ত্রকং । প্রত্যেকং তুল্য মানঞ্চ দ্বিগুণং  
 জীরকং তথা ॥ আদ্রকস্য রসৈর্ভাব্যং  
 বটীং রক্তি প্রমাণতঃ । জীর্ণ জ্বরাক্কুশো

নাম সর্বজ্বর নিসূদনঃ । অগ্নিবৃদ্ধি করো-  
হেষ পোষ্টায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৩৩

তৈষজ্যতন্ত্র ।

রস, গন্ধক, অনৃত; তাম্র, ধুতুরবীজ ও চিতা এই সকল প্রত্যেকে সমভাগে জীরা চূর্ণ ২ ভাগ সর্ব দ্রব্যে একত্রে আর্দ্রক রসে ভাবনা দিয়া এই জীর্ণ জ্বরাক্কুশ ঔষধ সেবনে বিবিধ প্রকার জ্বর নাশ হয়, অগ্নি বৃদ্ধিকারী জীবের পুষ্টি, আয়ু ও বল বর্দ্ধন করে । ৪৩৩

বিশ্বেশ্বর রস ।

পারদং গন্ধকশ্চেব তুল্যাংশং মর্দয়েৎ  
রুৈঃ । নিদিঞ্চিকা রসৈর্মর্দ্যং কাক-  
মাচীরসৈঃপুনঃ । দ্বিগুঞ্জাম্বা ত্রিগুঞ্জাম্বা  
গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ । রাত্রি জ্বরং  
নিহন্ত্যাশু রসো বিশ্বেশ্বরো হয়ৎ ॥ ৪৩৪

পারদ ও গন্ধক সম ভাগ বাসক, কণ্ঠীকারী রসে, গুড় কামাই রসে পুন ২ মর্দন করিয়া ২ দুই ৩ তিন রতি বটা দুক্ষানুপানে সেবনে রাত্রিজ্বর নাশ হয় ! ৪৩৪

রসসিন্দূর যোগ ।

পল মাত্রং রসং শুক্লং ত্রিপলং শুক্লঞ্চ



গন্ধকং । বিধিবৎ কঙ্কলীং কুঙ্কী ভাবয়ে-  
 দিক্ষু বারিণা । ত্রিফলা তৃতীয়ং ভাব্যং  
 স্থালী মধ্যে নিধাপয়েৎ । মন্দার্ণৌ পা-  
 চয়েৎ বৈদ্যঃ ক্রমং যাম চতুর্ষয়ং । জা-  
 যতে রসসিন্দূরঃ তরুণারুণ সন্নিভঃ ।  
 হরতে সকলান্নো রোগাননুপান যথা-  
 মতং ॥ ৪৩৫

শুক পারদ ৮ তোলা ও শুক গন্ধক ২৪ তোলা উক্তন রূপে  
 কঙ্কলী করিয়া উক্ষু রসে ও ত্রিফলা রসে প্রত্যেকে তিন  
 ভাবনা দিয়া শুক হইলে কাঁচের বোতলের মধ্যে সিন্দা ২  
 দুই তোলা রাখিয়া তদুপরি ঔষধ রাখিয়া সেই বস্ত্রকবচি  
 ন মক যন্ত্র বালুকা যন্ত্র মধ্যে রাখিয়া মন্দ ২ অগ্নিতে ২ দুই  
 প্রহর পাকান্তে প্রভাতে সূর্যের ন্যায় বর্ণ হইলে নানাঈয়া  
 সেই রসসিন্দূর ১ এক রতি মাত্রায় যথা বিধি অনুপানে  
 বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় । কিন্তু উত্তেজক গুণ হয় । ৪৩৫

যকুৎ প্লীহাদি লৌহ ।

অগ্নিমহু পলাশার্ক পারিতদ্র স্নুহ্যম্বতা ।  
 অপামার্গশ্চ বহ্নিশ্চ বৃহতী ছয় গন্ধু-  
 রৈঃ ॥ পূতিকা ক্ষোত কুটজ কো-  
 ষতক্যঃ পুনর্গবা । বরুণাযাশ্চ সর্বেষাং

শাখাঃত্বচঃ সমায়ুতাঃ । জাতবেদেন সং-  
 খোদ্য ভস্মীকৃত্যচ শীতলং । স্থালী পাক  
 বিধানেন ক্ষার প্রস্থংবিধায়চ । জল-  
 দ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশে-  
 ষিতং । বস্ত্র পূতং পুনঃকাথং সৈন্ধব  
 প্রস্থ সংযুতং । গোমূত্র প্রস্থমেকস্ত সিদ্ধ  
 শীতংবতারয়েৎ । লৌহ মর্দ্ব পলং  
 দেয়ং তাম্রস্য দ্বিগুণং তথা ॥ হিঙ্গু  
 ত্রিকটু জীরঞ্চ যমানী কৃষ্ণ জীরকং ।  
 পুষ্করশচ শঠী ধন্যং সুক্ষ্ম চূর্ণানি কার-  
 য়েৎ । সিদ্ধ তাণ্ডে বিনিষ্কিপ্তং রক্ষ-  
 মাণং মহৌষধং । যকৃৎ প্লীহোদরং  
 লৌহং প্লীহ গুল্মার্শ নাশনং । কা-  
 মালা পাণ্ডু রোগঞ্চ জ্বরং হন্তি ত্রি-  
 দোষং । ৪৩৬

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

গণেরী, পলাশ, আকন্দ, পালিধা, মনসা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গ,  
 চিতা, ব্যাকুড়, কণ্টকারি, গোস্কুরী, বনপুই, কুড়চি,  
 ঘোষা, শ্বেত পুনর্নগা ও বরুণা এই সকল বৃক্ষের শাখা  
 ও ছাল একত্রে হণ্ডিকার মধ্যে ভস্ম করিয়া সেই ভস্মে

জল বত্রিশ সের পাকাবশেষ ৮ সের থাকিতে বস্ত্রে  
ছাঁকিয়া সৈন্ধব লবণ ১/২ সের গোমূত্র ১/২ সেরের  
সহিত একত্রে পাক সিদ্ধে শীতল হইলে লৌহ ৪ তোলা  
তাম্র ৪ তোলা, হিঙ্গুল, ত্রিকটু, জীরা, যমানী, কৃষ্ণ জীরা,  
শঠী, কুড় ও ধন্যা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেকে ৮  
তোলা দিয়া উক্তন রূপে মর্দন করিয়া সিদ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে  
এই যকুৎ প্লীহোদর লৌহ সেবনে যকৃত, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ,  
কামলা, পাণ্ডুরোগ ও ত্রিদোষ জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৩৬

### শীত ভুঞ্জিস রস ।

তুখমাক্ষিক তুল্যং স্যাৎ দ্বয় তুল্যঞ্চ তাল-  
কং । তালকাদ্বিগুণং দেয়ং শম্বু-  
কমুথ তম্বকং ॥ কুমারিকা দ্রবৈর্মর্দ্যং  
পুটেদেয়ং প্রযত্ততঃ । পিপ্পলী শর্করা  
যুক্তং শীত জ্বর হরং পরং ॥ ৪৩৭

রস রত্নাকর ।

তুঁতে ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, হরিতাল ২, শাম্বুকের মুটী  
ও তম্ব ৪ সর্দ দ্রব্য একত্রে ঘটকুমারী রসে মর্দনান্তর পুটে পাক  
দিয়া সেই চূর্ণ ২ রতি প্রমাণে চিনি ও পিপ্পলী চূর্ণানুপানে  
সেবনে শীত জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৩৭

### হেমাঙ্গি রস সিন্ধুর ।

ভাগৈক সূতং ত্রয়ভাগ গন্ধকং মা-

যৈক মুক্তাফল ভাগ হাটকং । প্রম-  
 দ্ধিনাত্তাং কৃতকঙ্কলীঞ্চ কৃত্বাতু কাঁচে  
 দৃঢ় বালু যন্ত্রে ॥ ক্রমাগ্নিনাতং ত্রিদি-  
 নানি । পক্ত্বাযন্ত্রোদ্যাং তৎক্ষণ  
 মেব দৃশ্যং ॥ পুষ্পারুণং যন্ত্রবিসু মুক্ত-  
 দেহং ততঃপ্রযোজ্যং সকালাময়েষু ।  
 নিজানুপানেমর্ষণং জ্বরঞ্চ ॥ বিনা-  
 শয়েৎ বল্ল মিত সেবনেন ॥ ৪৩৮

রসেন্দ্র চিন্তামনি ।

শুক পারদ ৮ তোলা, শুক গন্ধক ২৪ তোলা, মুক্তা এক  
 তোলা ও স্বর্ণ এক তোলা উত্তমরূপে মাড়িয়া কঙ্কলী করিবে  
 উহা কাঁচের কুম্ভ মধ্যে রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে দৃঢ়াগ্নিতে তিন  
 দিবস পাক করিলে অরুণ বর্ণ পুষ্পের ন্যায় দৃশ্য হইলে  
 সেই যন্ত্র মধ্য হইতে সিদ্ধ ঔষধ এক রতি মাত্রা যথা বিধি  
 অনুপানে সেবন করিলে বিবিধ রোগ জ্বর ও মৃত্যু অর্থাৎ  
 মৃত্যু সদৃশ্য আরোগ্য হয় । ৪৩৮

মৃত্যু সঞ্জিবনী রস ।

সূতদ্বৌ গন্ধকং স্বর্ণং বিষংরক্তং মনঃ-  
 শিলা । তালকং মাক্ষিকঞ্চাভ্রং লৌহ  
 তুল্যং সমং সমং ॥ অল্প বেতস জম্বীরৈ

শচাঐরী সিদ্ধু বারিণী । ভাবষেত্তদ্ব্যহো  
 রাত্রং প্রত্যেকং স্বরসৈস্তথা ॥ তৎ প-  
 শচাৎ ভূধরে যন্ত্রে দিনং পত্না সমু-  
 ক্তরেৎ । বহ্নিকাথেঃ পুনর্মদ্যং বটীগুঞ্জা  
 দ্বয়ং তথা ॥ হিঙ্গুবোষং সর্পপূর মা-  
 দ্রক রস সংযুতং । সর্ব রূপং নান্নি-  
 পাতং সর্বশ্লেষা ময়ং জয়েৎ ॥ মৃত্যুস-  
 ঙ্গিবনী নাম মৃত্যুবহ্নঃ সজীবতি ॥ ৪৩৯

রস প্রদীপ ।

পারদ ১, গন্ধক ২, স্বর্ণ ২, অমৃত ২, হিঙ্গুল ২, মনঃশিলা  
 ২, হরিতাল ২, স্বর্ণমাফিক ২, অভ্র ২ ও লৌহ ২ এই সকল  
 দ্রব্য ভাগাঙ্ক ক্রমে লইয়া অল্পবেতন, গোঁড়া নেবু, আমরুল ও  
 নিসিন্দা এই সকল রসে প্রত্যেকে দুই দিবস ভাবনা দিয়া  
 ভূধর যন্ত্রে পাকবিশিষ্ট উদ্ধার করিয়া পুনঃ চিতামূল রসে  
 ভাবনা দিয়া দুই গুঞ্জা প্রমাণ বটী । হিঙ্গু, ত্রিকটু, সর্পপূর ও  
 আদ্রক রসের সহিত সেবনে মৃত্যুবহ্নাতেও জীবিত হয় । ৪৩৯

পপ্পটাদি পাচন ।

পপ্পটি ভূধরী ধন্যা বিকসা করী পি-  
 প্পলী । কটু সিতায়ুতং কাথং ষষ্ঠী-  
 জ্বর বিনাশনং ॥ ৪৪০

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

ক্ষেত্রপাপড়া, ইন্দুকর্ণি, ধন্যা, মঞ্জিষ্ঠা, গজপিপ্পলী ও কটকী এই কয়েক দ্রব্য মিলিত দুই তোলা পূর্ববৎ জল পাদশেষ চিনি মিশ্রিত কাথ ৪০ রতি সেবনে জ্বর সান্নিপাত আটরাগ্য হয় । ৪৪০

### ত্রৈলক্ষ চিন্তামণি ।

সং বজ্রং হেম তারং তাম্র তীক্ষ্ণংমৃত  
 ভকং । মুক্তা শঙ্খ প্রবলাঞ্চ গন্ধতাল  
 মনঃশিলাঃ । শোধিতঞ্চ সমং সর্বং স-  
 প্তাহং মর্দয়েদ্দৃঢ়ং ॥ বহ্নিমূল কষায়েন  
 ভানু ছুঙ্কের্দিন ত্রয়ং ॥ নিগুণ্ডী সুরণ  
 দ্রাবৈঃ বজ্রী ছুঙ্কের্দিন ত্রয়ং । অনেন পু-  
 রয়েৎ গর্ভং পীতবর্ণ বরাটিকা ॥ টঙ্গনং  
 রবি ছুঙ্কেন পিষ্টা । তাধ্যৎ মুখে ক্ষিপেৎ ।  
 রুদ্ধভাণ্ডং পুটং পশ্চাৎ সাস্ত্রশৈত্যং  
 বিচূর্ণয়েৎ । চূর্ণং তুল্যং মৃতং সূতং  
 বৈক্রান্তং সূত পাদিকং ॥ শোভাঞ্জন  
 দ্রাবৈঃ সর্বং সপ্ত বারান বিভাবয়েৎ ।  
 চিত্রমূল কষায়েন ভাবনা চৈক বিংশতিঃ ॥  
 জম্বীর দুক্ষ তক্রৈশ্চ সপ্তবারান বিভা-  
 বয়েৎ । শুষ্কচূর্ণং ততঃ কৃত্বা চূর্ণপাদাংশ

টঙ্কনং । টঙ্কনাংশ বৎসনাতং সহস্রা-  
 কস্য মূলকং ॥ নাগবল্লী তথা পথ্যা  
 কণা জাতী ফলং পৃথক । মাতুলুঙ্গ রসৈ  
 রেবং সর্বমেতং বিলোড়য়েৎ । চতুঃশ্রী  
 মিদং খাদেৎ কণাক্ষৌদ্রানুপানতঃ ॥  
 ক্ষৌদ্রংবা আদ্রকরসৈঃ শুষ্ঠীকাথেঃ গুড়ৈ-  
 যুতং । অনুপানং সদা কুর্ষ্যাৎ সর্বরোগ  
 প্রশান্তয়ে ॥ কষ্ঠাৎ কষ্ঠতরং ঘোরং  
 সন্নিপাতং বিনাশয়েৎ । বহ্নিং প্রদীপতে  
 সদ্যঃ বহ্নেৰুৎ পদ্যতে বলং ॥ বলান্তেজঃ  
 ততোবীৰ্য্যং বীৰ্য্যাদায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে । নি-  
 হন্তি মৃত্যু পলিতং পুষ্টিপ্রদো ভবেন্নরে ।  
 কাসং শ্বাসাক্ষয়ঞ্চৈব ক্ষয়ং ক্ষপয়তে  
 ভৃশং । বাতশূলং তথা পাণ্ডু রক্তাতিসার  
 সংগ্রহং ॥ গ্রহণী মশ্মরী কুষ্ঠমর্শমীহ  
 জলোদরীং । দাহোদরং ভগন্দরং অপস্মা-  
 রং ক্ষয়ং তথা ॥ মূত্রাঘাত জ্বরাদীংশ্চ সর্ব  
 রোগান্ বিনাশয়েৎ । ত্রৈলোক্য দুর্লভো-  
 হ্যেতং চিন্তামণি রসো মহান ॥ ৪৪১

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, লৌহ, অত্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, প্রবাল, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য শোধন করিয়া সমভাগে নিম্ন-লিখিত দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিবেক চিরেতা কাথে সাত, আকন্দ আঠাতে তিন, নিগুণ্ডী রসে তিন, বন ওল রসে তিন, মনঃ আঠাতে তিন এই ঊনবিংশতি দিবস ভাবনা দিয়া পীতবর্ণ কোড়ির আকন্দ আঠা, সোহাগা সহ মাড়িয়া তাগতে বসিয়া বৃথ রক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিয়া পুটপাক করিবে পরে শীতল হইলে খলে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণের সমান পারদ ভস্ম এবং ঐ পারদের সিকি অংশ বৈক্রান্তননি ভস্ম সর্ষ দ্রব্য একত্রে পুনর্বার ভাবনা দিবে সচিনা মূল রসে ৭, চিতামূল রসে ২১, আর্দ্রক রসে ৭, বিজয়াপত্র রসে ২, গোঁড়া নেবুর রসে ৭, দুগ্ধ এবং চিনিতে ১ এই সকল ভ বনার পর শুষ্ক হইলে সর্ষ চূর্ণের সিকি অংশ সোহাগার খই এবং সোহাগার সিকি অমৃত বিষ এবং অমৃতের সিকি কুরচিমূল ১ পান, হরিতকী ও পিপ্পলী জায়ফল এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গোঁড়া নেবুর রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ মাত্রা পিপ্পলী ৪ চূর্ণ, মধু, আর্দ্রক রস, শুণ্ঠী চূর্ণ ও পুরাতন গুড় এই সকল অনুপান দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং কিঞ্চিৎ জল ও পান করাইবে । ইহাতে সকল প্রকার রোগ আরোগ্য বিশেষ অতি কঠিন ঘোরতর সন্নিপাত সারে অগ্নি বৃদ্ধি হয় অগ্নিতে বল বৃদ্ধি বলেতে ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি বীৰ্য্যেতে পরমায়ু বৃদ্ধি এবং অকালে মৃত্যু হয় না দেহ পুষ্টি করে । কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, বাতশূল, পাণ্ডু, রক্তা-



তিসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অশ্মরী, কুষ্ঠ, অর্শ, প্লীহা, জলোদরী, দাহোদরী, অপশ্মার, ভগন্দর, মূত্রাঘাত এবং জ্বরাদি নানা প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয় । ৪৪১

### কনকসাগর রস ।

রসং গন্ধং বিষং তুল্যং ধুস্তুরঞ্চ ত্রিভিঃ  
সমং । চতুর্ভাগং দ্বিগুণং ব্যোষং বটীকা  
রক্তিমাতঃ ॥ অনুপানং প্রয়োজ্যঞ্চ আর্দ্র  
কস্য রসোহিতঃ । সর্বেষু সান্নিপাতেষু  
নাম্না কনক সাগরঃ ॥ ৪৪২

সারকৌমুদী ।

পারদ ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্তুর বীজ ৩ ও ত্রিকটু ১২ জলে মর্দন । ১ রতি প্রমাণ বটী । অনুপান আর্দ্রক রসে সেবনে সর্ক প্রকার সান্নিপাত রোগ বিনাশ হয় । ৪৪২

### বাড়বানল রস ।

রসাত্ৰিকায়তং সপ্ত ষড়্ গন্ধং ষষ্ঠ তাল-  
ফং । দন্তীবীজঞ্চ ষড়্ ভাগং পঞ্চভাগঞ্চ  
টঙ্গণং ॥ ধুস্তুরঞ্চ চতুর্ভাগং ব্যোষঞ্চ ত্রি-  
ফলা তথা । বাড়বানল নামোয়ং রসঃ  
সর্বত্র পূজিতঃ ॥ নবান্না জীর্ণকপান্না  
জ্বরান্ সর্বান্ বিনাশয়েৎ । সান্নিপাত

জ্বরেদেয়ং দিনমাত্রেন শাম্যতি ॥ নারি-  
কেলোদকৈর্বাপি পিবেৎ সশর্করো-  
দকং ॥ ৪৪৩

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

রস, অন্ন ও অমৃত বিষ প্রত্যেক সাত তোলা গন্ধক হরি-  
তাল, দস্তী বীজ প্রত্যেক ৬ তোলা, মোহাগা ৫ তোলা ধুস্তূ-  
রবীজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, জলে মর্দন ক-  
রিয়া এক ধান প্রমাণ এই বাড়বানল রস নাম ঔষধি সেবনে  
সর্ষ প্রকার জ্বর দিনাশ হয়, সান্নিপাত জ্বর এক দিবসের  
মধ্যে শাম্যও হয়, এই ঔষধি সেবনান্তে নারিকেল জল এবং  
চিনির জল সেবন করাইবেক । ৪৪৩

সূচিকাভরণ রস ।

বিষংপলমিতং সূতং শানৈকং চূর্ণয়েৎ  
দৃঢ়ং । তচ্চূর্ণং সংপুটে কৃত্বা কাঁচ লিপ্ত  
সরাবয়োঃ ॥ মুদ্রিত মাতপে শুক্কং চুল্লী  
যন্ত্রে বিপাচয়েৎ । কুর্ষ্যাৎ শনৈঃ শনৈঃ  
বহ্নৌ প্রহরদ্বয় সংখ্যয়া ॥ যাবৎ সূচী  
মুখে লগ্নং কুপ্যানির্ঘ্যাতি ভৈষজং ।  
বিন্ধুমাত্রং রসং দেয়ং মূচ্ছিতে সান্নি-  
পাতিকে ॥ ক্ষরেণ প্রহরতে মূর্দ্ধি ত-

চাক্সূল্যাচ ঘর্ষয়েৎ । রক্তভেষজ সংস-  
 র্গাৎ মুচ্ছিতোপি সজীবতি ॥ তথৈব  
 সর্প দংশ্যোপি মৃতাবস্থাঃ সজীবতি ॥ ৪৪৪  
 ভৈষজ্য তন্ত্র ।

অমৃত ৮ তোলা ও পারদ অর্দ্ধ তোলা দৃঢ় মর্দন করিয়া।  
 উভয়ে মিশ্রিত হইলে সেই চূর্ণ কাচকুপি মধ্যে প্রপূরিত  
 করিয়া ঐ যন্ত্র গোময় ও মৃত্তিকা লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে  
 এবং যন্ত্রের মুখ মুদিত করিয়া চুল্লি যন্ত্রে দুই প্রহর পর্যন্ত  
 মৃদাগ্নিতে পাক করিবে তদন্তে সেই নিরু ঔষধ স্ফচ্যাগ্র-  
 হিত প্রমাণ মাত্র। মূর্চ্চিত সান্নিপাতিক রোগীর মস্তক  
 ক্ষৌর করাইয়া ক্ষুরাঘাত দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মুচ্ছিত ব্যক্তি  
 সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, আর এই ঔষধ সর্প দংশিত ব্যক্তিকে  
 দিলে মৃত্যাবস্থা হইতে সে জীবিত হয় । ৪৪৪

### ভৈরবী বটিকা ।

শুদ্ধ সূতং বিধাগন্ধং মর্দয়েদিক্ষুজদ্রবৈঃ ।  
 দিনং ভাব্যঞ্চ মর্দ্যঞ্চ শোষয়ি-  
 ত্বাচ ভৃঙ্গজৈঃ ॥ চতুর্থং ভাবয়েৎ তস্য  
 তিলপর্ন্যাদ্রক দ্রবৈঃ । চতুর্থাব্যঞ্চ বিশ্বে-  
 ন ততো শুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ ॥ চূর্ণ  
 তুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রদধি গুণং  
 বিধং । কৃষ্ণাদারু বিড়ঙ্গানি কৃষ্ণজীরা ।

সমং সমং ॥ তাম্রাঙ্কং প্রতিচূর্ণন্তু সর্ব্ব  
 মেকত্র কারয়েৎ । যামমেকং ভৃঙ্গরসৈ  
 মর্দয়েৎ গুণ্ডিতং পরে । সিদ্ধ ভাণ্ডে  
 ততঃ পাচ্যং লবণেন ভূষাশ্নিনা ॥ চনা  
 মাত্রা বটী কার্ষ্যা চিত্রকাদ্রক সৈন্ধবৈঃ ।  
 নিহন্তি ত্রিদোষং ঘোরং সান্নিপাতং  
 সুদারুণং ॥ ভৈরবী বটিকাখ্যতা দধ্যন্নং  
 পথ্য মাচরেৎ ॥ ৪৪৫

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ ও শুদ্ধ গন্ধক ২ ইঞ্চুর রসে ও ভৃঙ্গরাজ  
 রসে এক এক দিবস মর্দন করিয়া। পরে তিল পর্ণি রসে,  
 আদ্রক রসে ও শুষ্ঠী কাথে প্রত্যেক চারি চারি ভাবনা দিয়া  
 শুকান্তে চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণের সমভাগ তাম্র তন্ম তাম্রের  
 অষ্ট গুণ অমৃত বিষ এবং তাম্র চূর্ণের অর্দ্ধভাগ পিপ্পলী,  
 দারমুচ, বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ জীরা এই সকল দ্রব্য একত্রে ভীম-  
 রাজ রসে এক মাস মর্দন করিয়া গুণ্ডিত করিবে, সেই ঔষধ  
 লবণ পূর্ণ ভাণ্ডে মধ্যে রাখিয়া ভূষাশ্নিতে পাকান্তে চনা  
 প্রমাণ মাত্রা চিত। আদ্রক রস সৈন্ধবও অনুপানে দধি  
 খাইলে ঘোর ত্রিদোষ সান্নিপাত আরোগ্য হয়, রোগীকে  
 ও অন্ন পথ্য দিবে । ৪৪৫

প্রতাপ লঙ্কেশ্বর ।

কস্তুরিকা সতালঞ্চ কজ্জলী তাম্রমাক্ষি-

কং । দারুবিষদ্বয়শ্চেব সর্বং শুদ্ধং  
 বিচূর্ণয়েৎ ॥ তাবয়েৎ মৎস্য পিত্তেন  
 করবী ভার্গী মূলকৈঃ । সর্বরূপং সান্নি-  
 পাতং ক্ষণে মুঞ্চতি দারুণং ॥ ৪৪৬

সারকৌমুদী ।

মৃগনাভি, হরিতাল, কঙ্কালী, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, দারু-  
 মুচ, কালকুট ও অমৃত এই সকল দ্রব্য শোধন পূর্বক  
 চূর্ণ করিয়া মৎস্য পিত্তে করবী মূল ও বামনহাটী মূল রসে  
 মর্দন করিয়া ১ এক রতি নাত্রা এই প্রতাপ লক্ষেশ্বর ঔষধ  
 সেবনে সর্বপ্রকার সান্নিপাতি জ্বর ক্ষণ নাত্রা আরোগ্য  
 হয় । ৪৪৬

মৃত্যঞ্জয় রস ।

রসং গন্ধং শিলা লৌহমভ্রং জাতী  
 ফলং তথা । হিঙ্গুলঞ্চ সমং সর্বং  
 স্ত্রীসংজ্ঞং সর্ব ভুল্যকং ॥ প্রাণদায়ী  
 রসেনৈব বটীংগুঞ্জা প্রমাণতঃ । যথোক্ত-  
 মনুপানেন সর্বজ্বর বিনাশনং ॥ পৃথগ্ধা  
 দ্বন্দজং বাপি ত্রিদোষজ্বর শাস্তয়ে । অগ্নি  
 মান্দ্যাদি বিবিধান্ ক্ষেত্রদোষ হরং  
 পরং ॥ ৪৪৭

দর্পণ ।

পারদ, গন্ধক, মনছাল, লৌহ, অভ্র, জায়কল ও শো-  
ধিত হিঙ্গুল সমভাগ প্রত্যেক দ্রব্য যত, লবঙ্গ তত  
হরীতকি কাথে মাড়িয়া এক গুণ্ডা প্রমাণ এই মৃত্যুঞ্জয় রস  
সেবন করাইলে অগ্নিমান্দ্যাदि বিবিধ ত্রিদোষ আরোগ্য  
হয় । ৪৪৭

### জলযোগ রস ।

সূতভস্মসমং গন্ধং গন্ধপাদ মনঃশিলা ।  
মাস্কিকং পিপ্পলী ব্যোমং প্রত্যেকং  
সমভাগকং । চূর্ণয়েৎ ভাবয়েৎ পিত্তৈঃ  
মৎস্য ময়ুরয়োঃক্রমাৎ ॥ সপ্তধা ভাব-  
য়েৎ পশ্চাৎ দেয়ং গুণ্ডাছয়ং হিতং ॥  
জলযোগ রসো নাম সান্নিপাতকুলাস্ত কুৎ ॥ ৪৪৮

রসরত্নাকর ।

ভস্ম পারদ ১, গন্ধক ১, মনঃশিলা ১০, স্বর্ণমাস্কিক ১০,  
গুণ্ডী ১০ ও পিপ্পল ১০ এই ভাগ ক্রমে চূর্ণ করিয়া মৎস্য ও  
ময়ূর পিত্তে সাতটা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা  
সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় । ৪৮৮

### সিংহনাদ রস ।

লৌহপাত্র গতং গন্ধং দ্রাবিতে তত্র-

ନିକ୍ଷିପେତ୍ । ଶୁକ୍ଳ ସୂତଂ ସମଂ ଚାତ୍ରଂ  
 ବ୍ୟାଘ୍ରୀଦ୍ରବଦ୍ଧୟଂ ସମଂ ॥ ନିଶୁଂଶ୍ଚିଚ କର-  
 ଙ୍ଗଂ ତୁଲ୍ୟଂ ତୁଲ୍ୟଂ ରସଂ କ୍ଷିପେତ୍ । ପଚେତ୍  
 ଯୁଦ୍ଧଗ୍ନିନା ତାବଂ ଯାବଂ ଶୁକ୍ଳଂ ନଜାୟତେ ॥  
 ବିଷ ପାଦସମାୟୁକ୍ତଂ ସିଂହନାଦ ମହା  
 ରସଃ । ଶୁକ୍ଳମାତ୍ରା ପ୍ରଦାତବ୍ୟା ସାନ୍ନିପାତ  
 ଅରାନ୍ତକଃ ॥ ୪୪୨

ଲୋହ ପାତ୍ରେ ସ୍ୱସ୍ପାଗ୍ନିତେ ଗନ୍ଧକ ଏକଭାଗ ଦ୍ରବ ହିଲେ  
 ତାହାତେ ଶୁକ୍ଳ ପାରଦ ୧ ଭାଗ ଓ ଅଭ୍ର ୧ ଭାଗ ଦିଆ କଞ୍ଜଳୀ କର-  
 ନାନନ୍ତର ତାହାତେ କାଂଟକାରୀର ରସ ଓ ନିସିନ୍ଦା ପତ୍ତେର ରସ  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ ଭାଗ ଦିଆ ଯୁଦୁ ଅଗ୍ନିତେ ସ୍ୱେଦ ଦିବେକ ରସ ଶୁକ୍ଳ  
 ହିଲେ ଅମୃତ ବିଷ ୧୦ ପାଦ ଭାଗ ମିଶ୍ରିତ କରିବେକ । ଏହି  
 ସିଂହନାଦ ରସ ୧ ରତି ମାତ୍ରା ଦେବନେ ସାନ୍ନିପାତ ଅର ଆ-  
 ରୋଗ୍ୟ ହ୍ୟ । ୪୪୨

ବେତାଳ ତୈରବ ରସ ।

ରସଂ ଗନ୍ଧକଂ ବିଷଂ ଯୋଜ୍ୟଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଂ  
 ସମଭାଗିକଂ । ଦ୍ୱିଭାଗଂ ତାଳକଂ ତାତ୍ରଂ  
 ସର୍ବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣଂ ବିତାବୟେତ୍ ॥ ଦଶମୂଳସ୍ୟ କ୍ୱା-  
 ଥେନ ବଟୀଶୁଞ୍ଜା ପ୍ରମାନତଃ । ରସଞ୍ଚରଞ୍ଜ

বিবিধান্ সান্নিপাত জ্বরংজয়েৎ । বেতাল  
ভৈরবোনাম্না সর্ব জ্বর বিনাশনঃ ॥ ৪৫০

দর্শন ।

পারদ, গন্ধক ও অমৃত পৃথক ১ তোলা, হরিতাল ও তাম্র  
প্রত্যেকে ২ তোলা দশমূলী কাথে ভাবনা দিয়া এই  
বেতাল ভৈরব রস ১ রতি মাত্রা সেবনে রস জ্বর সান্নি-  
পাতিক ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৫০

মৃত্যু সঞ্জীবনী রস ।

বিষ মাগধি হিঙ্গুলং বার্তাকুরস মর্দিতং ।

বিষমাগধি চৈকেকং দ্বিতাগং হিঙ্গুলং

তথা ॥ দ্বিগুণা চাদ্রক দ্রাবৈঃ পিত্ত

শ্লেষ্ম জ্বরপহা । ৪৫১

রসরত্নাকর ।

শৃঙ্গীবিষ ১, পিঙ্গুল চূর্ণ ১, হিঙ্গুল ২ ও বেগুন পত্র  
রসে মর্দন বটী ২ রতি অনুপান আদার রস মধু ইহাতে  
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৫১

রস বটিকা ।

রস গন্ধক মাষৈকং প্রত্যেকং ত্রিকলা

তথা । মাষৈকং মরিচঞ্চূর্ণং পিপ্পলী



মাষকন্ডয়ং ॥ শুষ্ঠী মাষত্রয়ং চূর্ণং ক-  
নক বীজ বিংশতিং । মাতুলুঙ্গ রসৈঃ  
পিষ্টা ছায়াশুষ্কা বটীং কুরু ॥ তক্ষয়েৎ  
কোষ্ঠ বন্ধেষু চাঙ্গেরী স্বরসেনচ । আ-  
দ্রকস্য রসে নাপি মিশ্রিতে চোঞ্চবা-  
রিণা ॥ গুটীকাং তাং শরীরস্য শুদ্ধি-  
হেতুঃ প্রযত্নতঃ । যদি স্যাৎসু ভেদো-  
বা দধ্যন্ন মব লেহিতং ॥ ৪৫২

রসরত্নাকর ।

রস ৯ আনা, গন্ধক ৯ আনা, ত্রিফলা ১৯ আনা,  
মরিচ ৯ আনা, পিপুল ১০ আনা, শুঁচ ১৯ আনা, ধুস্তুরার  
বীজ ২০ কুড়িটা এই সকল দ্রব্য টাৰা নেবুর রসে  
মর্দন করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ১ রতি মাত্রা বটী আন-  
রুল রসে অথবা আদার রস বা উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া  
সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া দেহকে সুস্থ করে । ৪৫২

কালাগ্নি রুদ্র রস ।

মরিচং গন্ধকং তুল্যং পিষ্টা পিত্তৈ  
বিভাবয়েৎ । ময়ূর মৎস্য বরাহ ছাগ  
মহিষ জৈরপি । সংযোজ্যং গরলং প-  
শ্চাৎ দিনৈকং ভাবয়েৎ পুনঃ । রস

কালাগ্নি রুদ্রোয়ং দ্বিগুঞ্জাং তক্ষয়ে  
 ত্ততঃ । দাড়ি মেক্ষু রসশ্লেষ দধ্যন্নং পথ্য  
 মেবচ । তথা সদ্যোপ চারৈশ্চ সান্নি-  
 পাত বিনাশনং ॥ ৪৫৩

দর্পণ ।

মরিচ ও গন্ধক সমভাগ পূরকোক্ত পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া  
 মরিচের সম সর্প বিষ সংবৃত্ত করিয়া পুনর্বার পঞ্চপিত্তে  
 ভাবনা দিয়া এই কালাগ্নি রুদ্ররস ঔষধ ২ রতি সেবনে  
 সান্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয় দাড়িষ ইক্ষু, রস এবং দধ্যন্ন  
 পথ্য দিবে । ৪৫৩

চিন্তামণি রস ।

সূতং গন্ধক মভ্রকং সমভবং সূতান্নি ভাগং  
 বিষং । তৎসর্বং মিলিতং কুমারি মথি-  
 তং ॥ তদ্বেদ্যালকং বেষ্টিতং ॥ পত্রৈঃ  
 পুঞ্জ ভূজঙ্গ বল্লি জনিতৈ নিষ্কিণ্ড খণ্ডৈ-  
 স্তত । কৃত্বা কুক্কুট সংজ্ঞকং পুট-  
 মতঃ পস্ত্রাচ সংচূর্ণ্যতং । ভাগা-  
 র্কং জয়পাল বীজম য়তমেকী কৃতং  
 তৎক্রমাৎ । সৈন্ধব নাগরকং সচিত্র  
 মনুপং সর্বান্ জ্বান্ নাশয়েৎ । সংগ্রহ

গ্রহণীহরং সজঠরং দধ্যন্ন সংসেবিনাং ।  
 তাপৈঃ সেচন কারিণা গদমতাং  
 সূতস্য চিন্তামণিঃ । অযমেব রসো দেয়ো  
 মৃত্যু কপ্পাগদাতুরে ॥ সান্নিপাতে  
 তথাবাত্তে ত্রিদোষে বিষম জ্বরে । অগ্নি  
 মান্দে গ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাতিহতে তথা ।  
 শোথে ছৃষ্টাগ্নি রোগেচ সাম বাতে নব-  
 জ্বরে ॥ ৪৫৪

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

শুষ্ক গন্ধক ও অন্ন প্রত্যেক ১ তোলা অমৃত বিষ  
 জয়পাল বীজ ॥০ তোলা সর্ষপ দ্রব্য একত্রে মৃতকুমারীর  
 রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া অথগু পান বেষ্টন ক-  
 রিবেক পরে সামান্য পুট পাক করিয়া তদন্তে জায়ফল  
 বীজ ॥০ তোলা ও অমৃত বিষ ॥০ তোলা নিশ্চিত করিয়া  
 সকল একত্রে মর্দন করিবে ১ রতি মাত্রা ঔষধ সৈন্ধব,  
 লবণ, শুষ্ঠী চূর্ণ ও চিতার কাথে অনুপান সেবনে সন্ধ্যা প্রকার  
 জ্বর আরোগ্য হয় এবং সংগ্রহ গ্রহণী ও জঠর রোগ  
 নাশ করে। পথ্য দধ্যন্ন এই চিন্তামণি রস ঔষধ সেবনে  
 জ্বরের সস্তাপ নাশ হয়, কিন্তু মৃত্যু সদৃশ্যই ইহা ব্যবহৃত  
 হয় যথা সান্নিপাতে, ত্রিদোষে, বাতরোগে, বিষমজ্বরে, অগ্নি-  
 মান্দে, গ্রহণীতে, শোথরোগে, আমরোগে এবং নবজ্বরেও  
 দিবে। ৪৫৪

কালবারুণী রস ।

শুদ্ধ সূতং বিষং গন্ধকং তালকং মাক্ষিকং  
 তথা । মৃত্যভ্রং বোল তাম্রঞ্চ ধুস্তুরবীজ  
 ক্ষার ত্রয়ং ॥ শ্বেতাক্ষ সূর্য্যাবর্তঞ্চ হিঙ্গু  
 পাঠা পটোলকং । বক্ষ্যা ভৃঙ্গ নিষ্পা-  
 কঞ্চ শুষ্ঠী লজ্জানী মূলকং ॥ সিন্ধুবার  
 দ্রবাদিকং মর্দয়েৎ গুঞ্জমাত্রকং ॥ আ-  
 দ্রক চানু পানেন সান্নিপাত কুলান্ত-  
 কৃৎ ॥ ৪৫৫

শুদ্ধ পারদ, অমৃত বিষ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিকা  
 অভ্র, দারুমূচ, তাম্র, ধুস্তুরবীজ সোরা, মোহাঙ্গা ও  
 সাজিমাটি এই কএক দ্রব্য সমভাগে শ্বেত আকন্দ, সূর্য্যবর্ত,  
 হিঙ্গু, আকনাদি, পলতা, অশুপ্প ভীমরাক, পাতিনেবু, শুষ্ঠী,  
 বিষ লাজুলী মূল ও নিসিন্ধা এই সকল দ্রব্যের রসে ভা-  
 বনা দিয়া ৪ চারি রতি প্রমাণ বটা আদ্রক রসানুপানে  
 সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় । পথ্য দধ্যম্ । ৪৫৫

চতুমুখ রস ।

তাম্রাভ্রং হাটকং লৌহং মর্দয়েদাদ্রক  
 রসৈঃ । গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েচ্চৈব ত্রিদোষ  
 ব্যাধিঘাতকং ॥ নাশয়েৎ বিবিধান্ রো-

গান্ সান্নিপাতং ব্যপোহতি । চতুর্মুখ  
মিদং নাম কেচিদিনং বদন্তি ॥ ৪৫৬

তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগে আর্দ্রক রসে মর্দন  
করিয়া একগুণ্ণা মাত্রা সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাতিক এবং  
বিবিধ প্রকার পীড়া ও আরোগ্য হয় । ৪৫৬

### শীত ভূঞ্জিত রস ।

হিঙ্গুলঞ্চ রসং গন্ধং জৈপালং মর্দয়ে  
ত্ততঃ ॥ দন্তীকাথেন সংমর্দ্যং রসজ্বর  
হরং পরং । আর্দ্রকস্য রসেনৈব নব-  
জ্বর বিনাশনং । বিষমঞ্চ জ্বরঞ্চৈব জীর্ণ  
জ্বরং ব্যপোহতি ॥ শর্করা দধি তক্তঞ্চ  
পথ্যং দেয়ং প্রযত্ততঃ । শীত তোয়ং  
পিবেৎ তক্রং ইক্ষু মুদারসোহিতঃ ॥  
শীত ভূঞ্জিত নামায়ং সর্ব জ্বর কুলান্ত-  
ক্ৰুৎ ॥ ৪৫৭

হিঙ্গুল, পারদ, গন্ধক ও জয়পাল বীজ সর্ব দ্রব্য শো-  
ধন পূর্বক সমভাগে দন্তীকাথে মর্দনান্তরং রতি প্রমাণ ।  
এই শীতভূঞ্জিত রস সেবনে রসজ্বর, নবজ্বর, বিষম জ্বর ও  
জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয় । পথ্য দধি, চিনি, তক্র, ইক্ষু রস,  
মুগ ও কলাই ঘূষ এবং শীতলজল । ৪৫৭

অভয় লবণ ।

পারি তদ্র পলাশার্ক স্নুহু পামার্গ চিত্র-  
 কং । বরুণাগ্নি মন্তুং বমুকং শ্বদং-  
 ঙ্খী বৃহতী দ্বয়ং ॥ পূতিকা স্ফোত কু-  
 টজ কোষা তক্যঃ পুনর্গবা ॥ সমূল শা-  
 খান্ সর্বাংশ্চ খোদয়িত্বা উচ্চলে ।  
 তিল শাখাদি দত্ত্বাগ্নৌ ভীষ্মকৃত্যচ  
 শীতলং । ক্ষার প্রস্থং গৃহীত্বাচ যুৎ-  
 পাত্রেচ নবেদুচে ॥ পূর্ববৎ ক্ষারকম্পেন  
 সাধয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ প্রত্যেকং প্রস্থমে-  
 কন্তু তদার্কঞ্চ হরীতকী । গৌমূত্রং সা-  
 ঢকং দত্ত্বা ক্ষারবৎ সাধয়েৎ শনৈঃ ॥  
 বিধিবৎ পাচয়েদ্বৈদ্যঃ সম্যক্ সিদ্ধা  
 বতারিতে ॥ অজাজী ক্রষণং হিঙ্গু যমানী  
 পুষ্করং শঠী । এতদর্ক পলঞ্চৈব  
 চূর্ণয়িত্বা প্রদাপয়েৎ ॥ লবণঞ্চ তয়ং  
 নাম ভক্ষয়েচ্চ যথা বলং । যকুং  
 স্নীহোদরানাং গুল্মাস্নীহাশ্নি মান্দ-  
 জিৎ । যাবৎ কোষ্ঠ গতান্নোগান্ নি-

হস্ত্যাশু নসংশয়ঃ । হৃদ্রোগং মূত্র-  
ঘাতঞ্চ শুক্রাশ্মরী বিনাশনং ॥ ৪৫৮

তৈষজ্য তন্ত্র ।

পালিধা, পলাশ, আকন্দ, মনসা, অপাঙ্গ, চিতা, বরুণা, গণেরি, বাকশ, গঙ্কুরি, ব্যাকুড, কণ্টকারী, বনপুতিকা, অপরাজিতা, কুরচি, ঘোষা, শ্বেত পুনর্নবা ও তিল এই সকল বৃক্ষের মূলশাখা ছেচিয়া অগ্নিতে ভষ্ম করিয়া শীতল হইলে সেই ক্ষার  $\frac{1}{2}$  সের জল বত্রিশ সের পাকাব শেষ ৬ সের হরীতকী চূর্ণ  $\frac{1}{1}$  সের গোমূত্র  $\frac{1}{1}$  পোয়া পাকাবশেষ লৌহবৎ হইলে কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, ও শাচি ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পূর্বোক্ত লেহোর সহিত তাড়ুব দ্বারায় উত্তমরূপে নিশ্চিত করিয়া সেই সিন্ধু অভয় লবণ ঔষধ রোগীকে বল ও বয়স বিবেচনায় মাত্রানু্যন্যাধিক করিয়া সেবনে ষকুৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ, গুল্মা, অফিল। অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্ঠগত সর্ব প্রকার রোগ হৃদ্রোগ, মূত্র কৃষ্ণ, শুক্রবদ্ধ ও পাখুরী রোগ আরোগ্য হয় । ৪৫৮

কালানল রস ।

অমৃতং গরুলং শঙ্খং লৌহতাম্রঞ্চ  
টঙ্গণং । রসং গন্ধং ত্র্যম্বণঞ্চ পঞ্চপি-  
তৈর্বিভাবয়েৎ । মাতুলুঙ্গদ্রবৈ ভাব্যং

বটিকা যবমানত । ক্ষৌদ্রাদ্রক রস-  
 শচানু দাপয়েৎ সান্নিপাতিকে । অতি  
 তীব্র জ্বরং হস্তি সর্বোপদ্রব সংযুতং ।  
 হরিদ্রা তৈল সংমিশ্রং নর্দয়েৎ তীব্র-  
 তাপিনং । তথা স্নানন্তরে গাঢ়ং লেপ-  
 য়েৎ গন্ধকচন্দনং । দধ্যন্নং দাপ-  
 য়েৎ পথ্যং দ্রাক্ষাদিচাম্ব দাড়িমং ।  
 কালানল রসো নাম্না গোপ্যঃ পরমদুর্ল-  
 ভঃ । ৪৫৯

রসরত্নাকর ।

অমৃত বিষ, সর্প বিষ, শঙ্খ বিষ, লৌহ, তাম্র,  
 সোহাগা, পারদ, গন্ধক ও ত্রিকটু এই কএক সমভাগে  
 পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া ধুস্তুর বসে নর্দন করিয়া যবমাত্রা  
 বটী আদ্রক রসে মধু অনুপানে সান্নিপাতে তীব্র তাপ  
 যুক্ত জ্বরের সমুদায় উপদ্রব দৃষ্টি হইলে এই ঔষধ দিবে  
 এবং রোগীকে তৈল হরিদ্রা মিশ্র করিয়া সমুদায় গাত্রে  
 ঝাখাইয়া স্নান করাইয়া স্মৃগন্ধি চন্দনাদি লেপন করাইবে  
 দধি, অন্ন, দ্রাক্ষা ও দাড়িম খাইতে দিবে এই ঔষধ পরম দুর্লভ  
 ও গোপনীয় । ৪৫৯

পঞ্চরক্ত রস ।

শুদ্ধ সূতং বিষং গন্ধকং মরিচং টঙ্কণং-



তথা । মর্দয়েৎ ধুস্তুর দ্রাবৈঃ সান্নিপাত  
কুলান্তকঃ ॥ ৪৬০

পারদ, অমৃত, গন্ধক, মরিচ ও মোহাগা এই কএক  
দ্রব্য ধুস্তুর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি মাত্রা সেবনে সান্নি-  
পাত আরোগ্য হয় । ৪৬০

মার্ত্তণ্ড রস ।

শুক্ক সূতং সমং গন্ধকং গন্ধক পাট্টৈক  
টঙ্গণং । তাম্রপাত্রে তথাস্থাপ্যং তা-  
বনাচ যথা বিধি ॥ শিগ্রুমূল রসেনৈব  
অর্ফধা ভাবেদ্রসং । কটুয়ঞ্চ বাসা-  
য়া বহ্নি বট জটারসৈঃ । তিলপর্ণী তথা  
জাতী পিপ্পলী মূল চিত্রকৈঃ । দ্রবৈ-  
রেভির্দিনং সপ্ত শোষ্য মাতপ সংকু-  
লে । তাম্রপাত্রে সমুদ্ধৃত্য কৃত্বা গোলং  
প্রযত্ততঃ । বস্ত্রে বন্ধা মৃদালিগুং শুষ্কা-  
স্তে শ্বুটকে পচেৎ । নিশামন্তে সমুদ্ধৃ-  
ত্যং চূর্ণ মেঘাং প্রয়োজয়েৎ । কপূরং  
বৎসনাতঞ্চ রসস্য দশমাংশতঃ । ভাব-  
য়েৎ বিজয়া দ্রাবৈ দিন মেকঞ্চ মর্দ-  
য়েৎ । অমুং রসং চতুগুঞ্জং মধুনা

সহদাপয়েৎ । মার্ভগুয়ং রসো নাম্না  
অসাধ্য সান্নিপাতজিৎ । দশমূলং পিবেৎ  
চানু পথ্যং মুদগাযুষাদিকং । ৪৬১

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

পারদ ১, গন্ধক ১ ও সোহাগা ১০ এই তিন দ্রব্য তাম্র  
পাত্রে রাখিয়া শদিনা রসে অষ্ট ভাবনান্তে ত্রিকটু, বাকস,  
চিতা, বটনামনা, তিলপর্ণী, আমলকী, পিঙ্গলী মূল ও চিতা-  
মূল এই সকল দ্রব্যের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্র সং-  
কুলে শুক করিয়া তাম্রপাত্র হইতে উদ্ধার করিয়া গোলা-  
কৃতি করিবে । পরে বস্ত্র বন্ধন করিয়া তাহাতে মৃত্তিকা  
লেপ দিয়া পুট পাক দিবে, নিশান্তে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া  
কপূর ও অমৃত প্রত্যেক পারদের দশ অংশ মিশ্রিত করিয়া  
বিজয়া কাথে এক দিন মাড়িয়া এই মার্ভগু রস ৪ রতি  
পরিমাণ দশ মূল কাথে অথবা মধু সহ সেবনে অসাধ্য  
সান্নিপাত আরোগ্য হয় । পথ্য মুদগাযুষাদি দিবে । ৪৬১

সান্নিপাতক রস ।

শুক্ল সূতং সমং গন্ধং খল্লৈ কৃত্বাতু ক-  
জ্জলীং । খর্পরং দ্বিগুণং দেয় মমুতং  
তাম্রাম্বেতসৌ । জম্বীরেণ দিনং  
মর্দ্যং ভূধরে পুটয়েল্লষু । হিঙ্গু ত্রিক-

টুকং সোমং পঞ্চৈতানি সমং সমং ।  
 ভাবয়েদাদ্রকদ্রাবৈ মহারাষ্ট্রী রসৈস্তথা ।  
 নিগুণ্ড্যাশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চ স্বরসৈঃ পিপ্পলী  
 দ্বয়ং । চতুগুঞ্জা প্রমাণেন দাতব্যং  
 তত্রবৈভিষক্ । সান্নিপাতং নিহন্ত্যাভূ  
 সান্নিপাতান্তুকো রসঃ ॥ ৪৬২

দর্পণ ।

রস ১, গন্ধক ১, খর্পর ২, বিষ ২, তাত্র ২ ও অল্প বেতস ২  
 এই সকল দ্রব্য অল্প চিহ্নানুসারে ভাগ লইয়া গোঁড়ানেবুর  
 রসে মাড়িয়া লঘুপুট দিবে । পরে হিঙ্গুল, ত্রিকটু ও রূপা  
 ভস্ম প্রত্যেকে ২ ভাগ লইয়া আদ্রক রসে মহারাষ্টি  
 রসে, নিসিন্ধা পত্র রসে ও জয়ন্তী পত্র রসে ভাবনা দিয়া  
 ৪ রতি প্রমাণ মাত্রা পিপুল ২ টার সহিত সেবনে সান্নিপাত  
 আরোগ্য হয় । ৪৬২

বাণ রসগুটিকা ।

রসস্য গন্ধকস্যাপি প্রত্যেকং মাষক  
 দ্বয়ং । ভৃঙ্গঞ্চ কেশরাজঞ্চ গ্রীষ্মসম্ভব-  
 মেবচ । মণ্ডুক পর্ণিকাচৈব সিঙ্খুবার  
 স্তথৈবচ । শ্বেতাপরাজিতা মূলং শা-  
 লিঞ্চা কাস মর্দকং । সূর্য্যা বর্ভং তথৈ  
 বাঞ্চ চতুর্মাষক সন্মিতৈঃ । প্রত্যে-

কঞ্চ রসং খল্লৈ শিলায়াছবধানতঃ ।  
 লেপয়ে ম্নিঃসৃত তাশ্চে ঘৃষ্ঠং তৎকজ্জ-  
 লী কৃতং । তৎ পশ্চাৎ প্রক্ষিপেৎ চূর্ণং  
 মর্দ্বঞ্চ স্বর্ণ মাঞ্চিকং । মরিচং চূর্ণ মা-  
 ষঞ্চ ততো ঘৃষ্ঠং পুনঃ পুনঃ । কণা প্র-  
 মাণ গুটিকা ছায়া শুষ্ক বিশেষতঃ ।  
 পানীযৈবটিকা দেয়া । তথা বৈদ্য বিব-  
 জ্জিতে । সম্যক পরীক্ষিতে বৈদ্যৈঃ  
 সান্নিপাতে প্রদীয়তে । ৪৬৩

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ মাষা কজ্জলী করিয়া ভিমরাজ  
 রসে, কেশুরের রসে, গিমেশাক রসে, খলকুড়ি রসে, নিসি-  
 ন্দা রসে, শ্বেত অপরাজিতা মূল রসে, মাঞ্চৈ রসে, কাল-  
 কাশুন্দে রসে ও ছড়ুড়ের রসে, এই সকল প্রত্যেকের রস  
 চারি মাষা পরিমাণে তাহা পাত্রে লেপিয়া উক্ত কজ্জ-  
 লী উহাতে পুনঃ পুনঃ মর্দন করিয়া স্বর্ণ মাঞ্চিক চূর্ণ ও  
 মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক এক মাষা দিয়া সমুদায় দ্রব্য একত্রে  
 পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া কণামাত্রা বটীকা জলানুপানে সান্নিপাত  
 আরোগ্য হয় । ৪৬৩

### বৈদ্যনাথ বটী ।

ত্রিকটু দরদং পথ্যাং সমভাগং কনক-  
 ফলং দ্বিগুণিতং । মিলিত্বা মাষ মিতা

বটিকাভিষজা কার্য্যা । কোষ্ঠকুষ্ঠ কণ্ডুরোগান্  
 কীটকাংশ্চ হন্তি রোগচয়ং । খ্যা-  
 তো ভুবনে বৈদ্যনাথো বৈদ্যনাথেন নি-  
 স্মিতো লোক রক্ষণে । হস্ত পদ প্র-  
 ক্ষালন পূর্বকং দধিযুক্তেন ভোজয়ে  
 দ্বৈদ্য । ৪৬৪

ত্রিকটু ৩, হিজল ১, হরীতকী ১ ও জয়পাল বীজ ২ জলে  
 মর্দন পূর্বক এক মাষা প্রমাণ বটিকা, উষ্ণ দলানুপানে সেব-  
 নে বন্ধকোষ্ঠ, কুষ্ঠকণ্ডু ও কুনি রোগ আরোগ্য হয়, এই ঔষধ  
 পৃথিবীতে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত, ইহা মহাদেবের নিস্মিত,  
 রেচন হইলে শীতল জলে হস্ত পদ ধৌত করাইবে ও দধ্যম  
 খাওয়াইবে । ৪৬৪

### পপ্পটি রস ।

শুক্ল সূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্যং ভৃঙ্গুরসে নচ ।  
 সূতং তাম্রং সূতং লৌহং পাদাংশেন  
 তয়োঃ পৃথক । লৌহ পাত্রে বিপক্তব্যং  
 বিধিবৎ পপ্পটি মতা । প্রক্ষিপ্ত কদলী  
 পত্রে গোময় স্যোপরি স্থিতে । ছাদ-  
 দয়েৎ গোময়ং পত্রে মুক্তং কৃত্বা তথা ।

পরে । ভাবয়েৎ কুশলো বৈদ্যো নিগু-  
 ঙ্গী স্বরসৈস্তথা । জয়ন্তী ত্রিফলা বাসা  
 কন্যা ভার্গী সচিত্রকৈঃ । তথা ভৃঙ্গ মল  
 মুগ্ধী রসৈশ্চদিন পঞ্চকং । অঙ্গারৈঃ  
 শ্বেদেয়েৎ কিঞ্চিৎ পপ্পাটীখ্য মহারসঃ ।  
 চতুগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যং সম্যক শ্লেষ্মজ্বরং  
 জয়েৎ । পথ্যা শুষ্ঠ্য য়তাক্কাথং অনু-  
 পানং প্রদাপয়েৎ । ২৬৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

শুদ্ধ পারদ ১ ও শুদ্ধগন্ধক ২ ভিন্নরাজ রসে মর্দন করিয়া  
 পরে তাত্র ১০ ও লৌহ ১০ ভাগ দিয়া উত্তম রূপ মর্দন করিয়া  
 বিধান পূর্বক পর্পটী করিবে অর্থাৎ লৌহ পাত্রোপরি  
 ঔষধ রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে উত্তম রূপে দ্রব করিয়া গোমায়ের  
 উপর কদলী পত্র পাতিয়া তদুপরি উক্ত ঔষধ নিক্ষেপ  
 করিবামাত্রই কদলী পত্র গোময়ে আচ্ছাদন করিয়া তদ্দ্বা-  
 রা চাপ দিবে, পরে সেই পত্র সিদ্ধ ঔষধকে পর্পটী কহে  
 ইহার খর, লঘু ও মধ্যম তিন প্রকার আছে । তন্মধ্যে খর  
 পাক ত্যাগ করিয়া মধ্যম ও লঘু গ্রহণ করিবে এই পর্পটী  
 নিগুণ্গী পত্র রসে, জয়ন্তি, ত্রিফলা, বাসক, য়তকুমারী,  
 বমেনহাটী, চিতা, ভীমরাজ ও মুগ্ধী এই সকল দ্রব্যের প্রত্যে-  
 কে পঞ্চ দিবস ভাবনা দিয়া তপ্ত অধারেতে কিঞ্চিৎক্ষণ শ্বেদ

দিবে, ইহার মাত্রা ৪ রতি সেবনে শ্লেষ্মা জ্বর আরোগ্য হয়,  
শুষ্ঠী, গুলঞ্চ ও হরীতকী এই তিন দ্রব্য অনুপান দিবে । ৪৬৫

### সান্নিপাত ভৈরব ।

রসং গন্ধামৃতং তালং গব্বলং টঙ্গণং  
তথা । গোদস্তা মনোগুণ্ডাচ জাতী-  
ফল লবঙ্গকং । নাগ বল্লী রসৈ ভাব্যং  
শুঞ্জৈকং সান্নিপাতজিৎ । ৪৬৬

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা,  
গোদস্তা, মনঃশিলা, জায়ফল ও লবঙ্গ এই কএক দ্রব্য প্রতে-  
কে সমভাগ পান রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ সেবনে সা-  
ন্নিপাত রোগ আরোগ্য হয় । ৪৬৬

### মেঘনাদ রস ।

তারুংকাংশ্যংমৃতং তাত্রং ত্রিভিতুল্যঞ্চ গন্ধ-  
কং । রসেন মেঘনাদস্য পিষ্টাংগজ  
পুটেপচেৎ ॥ সংচূর্ণ্য পৰ্ণথণ্ডেন দাতব্য  
বিষমাপহং । অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জাস্যাৎ  
পথ্যং দুন্ধোদনং হিতং ॥ পঞ্চামৃতানু  
পানঞ্চ পলমেকং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৬৭

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

রূপা ১, কাঁশা ১, তাম্র ১ ও গন্ধক ৩ এই সকল দ্রব্য একত্রে কাঁটানটিয়া শাকের রসে মর্দন করিয়া গজপুট দিবে পরে এই নেঘনাদ রস ২ রতি প্রমাণ পঞ্চামৃতানু-পানে সেবনে বিষম জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৬৭

### অর্দ্ধনারীশ্বর রস ।

ফলত্রিকং ব্যোমরজঃ সূতোমৃতঃ লৌ-  
হার্কৃষ্ণং সমভাগিকং স্যাৎ । পুত্রিকা  
মাতুলুঙ্গ পয়সা বিমর্দ্য গুঞ্জাদ্বয়ং তৎ প্র-  
মিতং বিধেয়ং ॥ ছুঞ্চে ন অঞ্জনং দেয়ং  
অর্দ্ধজ্বর বিনাশনং পুনঃ প্রয়োগা মাত্রেণ  
পর্যাদ্ জ্বরমাশনং ॥ ৪৬৮

রসরত্নাকর ।

দ্রাক্ষা পরুষ ফল, গামারকল ৩, ত্রিকটু ৩, গন্ধক ১, পারদ ১, মুখা ১, মৃতলৌহ ১, মৃত তাম্র ১ ও ভৃঙ্গরাজ ১ এই সর্ব দ্রব্য একত্রে ঘটকুমারী টা বা নেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণে দুধ দ্বারা অঞ্জন প্রথমে এক চক্ষে দিলে অর্দ্ধাঙ্গ জ্বর ত্যাগ হইবে তৎপরে অপর চক্ষে দিলে সর্ব শরীরে জ্বর ত্যাগ হইবে । ৪৬৮

### সিদ্ধবটী ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শিথিগ্রীবঞ্চ সৈন্ধবৈঃ ।



সদ্যো বৎসস্য বিষ্ঠায়াদ্রবৈ ভাগী রসৈ-  
 স্তথা ॥ বটিকা বদরী তুল্যা ভক্ষিতা  
 ঘোর নাশিনী । ইয়ং সিদ্ধবটীনার্ণা  
 সান্নিপাতং নিযচ্ছতি ॥ ৪৬৯

পারদ ১, গন্ধক ২, তুঁতে ২ ও সৈন্ধব ২ সদ্যজাত  
 গোবৎসের গোবরের রসে এবং বামনহাটীর রসে তা প্র-  
 মান বটীকা ভঙ্গনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় । ৪৬৯

### অঘোর নৃসিংহ রস ।

ভাগৈকং মৃতভ্রাস্রস্য ত্রিভাগং মৃত শৌহ  
 কং । ত্রিভাগং মৃতবঙ্গস্য চতুর্ভাগং মৃত-  
 ভ্রকং ॥ মাক্ষিকং রসগন্ধঞ্চ তথাশুদ্ধং  
 মনঃশিলা । চতুর্দ্রব্যঞ্চ তাম্রস্য প্রত্যেকং  
 তুল্যমেবচ ॥ গরলং চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটু  
 তুল্যকং তথা । অভ্রতুল্যঞ্চ গৌদন্তুং বিষ-  
 মাক্ষ মহারসং ॥ এতৎ সর্বস্য দ্রব্যস্য  
 দ্বিগুণং কালকুটকং । মৎস্য মহিষ ময়ূর ব-  
 রাহ পিত্ত ভাবিতঃ ॥ প্রত্যেকঞ্চ দ্রবেনৈব  
 মর্দয়েৎ যামমাত্রকং । সর্ষপাখ্যাং বটীং  
 কুর্ষ্যাৎ শোষণেদাত পেষুচ ॥ দাপয়েৎ

বটীকামেকাং নারিকেল জলেনচ । একা-  
 দশে সান্নিপাতে বিসূচিকাতিসারকে ।  
 ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কু-  
 শলোভিষক্ । নারিকেলংশতং দদ্যাৎ  
 ভোজনং দধিতক্তকং । তথা সুভর্জিতং  
 মৎস্যং তিলচন্দনলেপনং ॥ রোগী বা-  
 ঙ্গিত যদ্দুব্যং তৎসর্বং পরিদাপয়েৎ ।  
 অঘোর নৃসিংহ নামঃ সান্নিপাত কুলা-  
 ন্তকঃ । ৪৭০

তাম্র ১, লৌহ ২, বঙ্গ ৩, অভ্র ৪, স্বর্ণমাক্ষিক ১, পা-  
 রদ ১, গন্ধক ১, মনঃশিলা ১, গরল ৪, ত্রিকটু ৪ভাগ,  
 গোদন্তা ৪, বিষ ৪, বিষমাক্ষ বিষ ৩ ও কালকুট বিষ,  
 ৬০ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্রে পঞ্চ পিত্তের প্রত্যেকে  
 চারিদণ্ড ভাবনা দিয়া এই অঘোর নৃসিংহ রস সন্নিধা  
 প্রমাণ মাত্রা নারিকেল দকানুপান সেবনে ত্রয়োদশ প্রকার  
 সান্নিপাত এবং বিসূচিকা, অতিসার, ত্রিদোষ ও কাস প্রভৃতি  
 রোগ আরোগ্য হয় । পথ্য শত নারিকেল জল, দধান্ন ও  
 ভর্জিত মৎস্য ও রোগীর মনোনত পথ্য সকল নিঃশঙ্কায়  
 দিবে এবং গাত্রে তিল চন্দনাদি লেপন করিবে । ৪৭০

চাতুর্থকারি রস ।

হরিতালঃ শিলা তুথং শঙ্খ তন্মচ গন্ধক-  
কং । সমাংশং মর্দয়েৎ খলে কুমারী  
রস ভাবিতং । সরাবে সংপুটে কুত্বা  
পশ্চাদ্ভাজ পুটে পচেৎ । কুমারী স্বর  
সেনৈব বটীগুঞ্জা প্রমাণতঃ । দত্ত্বা শী-  
তজ্বরং হস্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ ॥  
মরিচং ঘৃত যোগেন সদ্যো জ্বরং নিবর্ত-  
য়েৎ । চাতুর্থ কারীর সোহয়ং গোপ্য  
পরম দুর্লভঃ । ৪৭১

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

হরিতাল, মনঃশিলা, তুতীয়া, শঙ্খতন্ম ও গন্ধক এই  
সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারী রসে মর্দন করিয়া সরাদ্বয়  
মধ্যে স্থাপন করিয়া গজপুটে দিবে পরে সেই ঔষধকে  
উদ্ধার করিয়া পুনঃ২ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৪ রতি  
প্রমাণ বটী মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবনে শীতজ্বর  
ও চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয় ইহা অত্যন্ত দুর্লভ ও  
গোপনীয় । ৪৭১

অভয়নৃসিংহ রস ।

রসং গন্ধায়তং ব্যোষং রক্তাভ্রং টঙ্ক  
জীরকং । সর্বং দ্রব্য সমং দেয়ং তৎ-  
সমং ফণিফেনকং ॥ জম্বীরে ভাঁধ-  
য়েৎ পশ্চাৎ বটী গুঞ্জ ছয়ং তথা ।  
মধুনাচানুপানেন সান্নিপাতং নিবার-  
য়েৎ । ৪৭২

পারদ, গন্ধক, অমৃত, ত্রিকটু, হিঙ্গুল, অভ্র, সোহাগা  
ও জীরক এই সকল প্রত্যেকে সমভাগ যত অহিফেন  
তত এই সর্ব দ্রব্য গোঁড়া নেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি  
প্রমাণ মাত্রা বটীকা মধু অনুপানে সেবনে সান্নিপাত  
আরোগ্য হয় । ৪৭২

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

ত্রিদোষ নিহারী ।

চন্দ্রকো নিল রাজধঃ অনন্তং সহদে-  
বকং । মাধবং শঙ্করং রুদ্রং কৃষ্ণং  
কষণা সনাগরং ॥ হৈমবতী বয়স্শ্চাচ  
ভূত বাসো ভগাভিধঃ । স্বচ্ছন্দ নস্য মূলা-  
নি কর্কটীচ বদরীকা । বিপিন পৃথিকা

মূলং বৃশ্চিকাল্যা সহ ক্রমাৎ । রৌ-  
 দ্রেচ শুষ্ক চূর্ণানি সমাশং গৃহ্যতে  
 বুধৈঃ । লৌহ ভস্ম দ্বিভাগঞ্চ সর্বাঙ্কিং  
 রসমাণিকং । অশ্বনা পেষয়েৎ সর্বং  
 বটীং গুঞ্জা প্রমাণতঃ । ত্রিদোষঞ্চ জ্বর-  
 হরং সান্নিপাতং সুদারুণং । বাত শ্লেষ্মা  
 ময়ে ঘোরে তীব্রজ্বরে প্রবাহিকে ।  
 বিসৃচিকাতিসারেচ আম শূলে নব জ্বরে ।  
 যোনি রোগে রক্তস্রাবে প্রদয়েচ মহৌ-  
 বধং । ত্রিদোষ নিহারী নাম মূনিনা  
 ভাষিতঃ পুরা । ৪৭৩

নয়ুর গুচ্ছে, বাতরাজ্ব, অমলমূল, সহদেব, বচা, মরিচ,  
 পিঙ্গলা, শুষ্ঠী, হরীতকী, মউল পুষ্পং, আমলা ২, আ-  
 কন্দ মূল, হাঁচুটীর মূল, সদুরে, কুয, ডার মূল, ব-  
 হেড়া, শঙ্কর মৎস্যের চূর্ণ, পারদ, স্যাকুল ও বোনপুই  
 এই সকল দ্রব্য সূক্ষ চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ লৌহ-  
 ভস্ম ২ ভাগ রসমাণিক সকলের অঙ্কেক সর্ব চূর্ণ  
 জলে মর্দন করিয়া ১ এক গুঞ্জা প্রমাণ বটী সেবনে  
 ত্রয়োদশ সান্নিপাত বাতশ্লেষ্মাদি জ্বর আরোগ্য হয় প্রদর  
 রোগে, যোনিরোগে, রক্তস্রাবে, বিসৃচিকা, অতিসারে, প্র-  
 বাহিকে ও উদরের বেদনাদিতে অত্যন্ত উপকার দর্শে । ৪৭৩

### কালানল রস ।

অমৃতং গরলং তুল্যং দ্বয়তুল্যঞ্চ তা-  
লকং । তত্তুল্যঞ্চ তথা রোগং কারবী  
রস ভাবিতং । কণামাত্রা বটীং কু-  
র্যাৎ দাপয়েচ্ছবেরতঃ । রস রূপং  
সান্নিপাতং ক্ষণে হরতি চুস্তরং । দধ্য-  
ন্নং দাপয়েৎ পথ্যং স্নানান্তে চানুলে  
পনং । কালানল রসো নাম সান্নিপাত  
কুলান্তঃ ॥ ৪৭৪

মুদ্র শৃঙ্গী বিষ ১ ও মুদ্র সর্প বিষ ১ এই দ্রব্য সমান  
পরিমিত এই দ্রব্যের তুল্য পরিমিত শুক্ক হরিতাল ২,  
কুড় সমুদয়ের ৪, এই সকল দ্রব্য রুদ্র জটার রসে সপ্তাহ  
ভাবনা দিয়া কণামাত্র বটী করিবেক এই বটী আদার র-  
সের সহিত খাওয়াইলে রসরূপে সান্নিপাতকে কণামাত্রেরই  
নষ্ট করে দধি সহিত অন্ন পথ্যাদিবে স্নান করিয়া চন্দ-  
নাদি লেপন করিবেক । এই কালানল নামক রস সান্নিপা-  
তেব কুলকে নষ্ট করেন । ৪৭৩

### সূর্যকর রস ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্যং তাপ্য-  
দ্বিভাগং । রবি রূপ্য হেনং বিষঞ্চ

দত্ত্বা রসপাদভাগং ॥ দিনত্রয়ং বহ্নি  
 রথেন মর্দ্যং । মৎস্যস্য পিত্তেন পরি  
 ভাবনীয়ং । পানেনু চাদ্রক রসেন সদ্যঃ  
 নিহন্তি শীঘ্রং কিল সান্নিপাতং ॥ ৪৭৫

রস রত্নাকর ।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, রূপা ও  
 স্বর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং অমৃত ১০ ভাগ এইসকল দ্রব্য  
 একত্রে চিতার মূল রসে মাড়িয়া পরে পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া  
 কণা প্রমাণ মাত্রা আদ্রক রসানুপানে সেবনে ঝাটিতি  
 সান্নিপাত আরোগ্য হয় । ৪৭৫

বিধ্বংশিনো রস ।

সূতকং গন্ধতালঞ্চ বোলাভ্রং স্বর্ণমাক্ষি-  
 কং । দ্বিষ্কারং বৎসনাভঞ্চ রামঠং  
 ধুস্তুরং তথা ॥ রবিপত্ররসৈর্মর্দ্যং তথা  
 পাঠা পটৌলকং । ধন্যা ভৃঙ্গ বরং শুষ্ঠী  
 কন্দ নিচুল বীজকং ॥ সিন্ধুবার রসৈ-  
 মর্দ্যং পুনর্জম্বীরস দ্রবৈঃ । দিনৈকং  
 বটিকা কার্ষ্যা চণামাত্রঞ্চ তক্ষয়েৎ ॥  
 অভ্যুগ্রং সান্নিপাতঞ্চ সর্বেষা পদ্রবসংযুতং ।  
 নিহন্তি চানুপানেন দশমূলার্কজেনচ ।

রসো বিধ্বংশিনো নাম সন্নিপাত নি-

কুস্তনঃ ॥ ৪৭৬

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, বোল, উপধাতু, অভ্র, স্বর্ণ-  
মাক্ষিক, সোরা, সাদ্দিমাটী, বৎ সনাতবিষ হিঙ্গু ও ধুস্তুরবীজ  
এই সকল দ্রব্য সমভাগ আকন্দ পত্র রসে মর্দন করিয়া  
পটোল পত্র রসে, নিসিন্দাপত্র রসে, গোঁড়ানেবুর রসে  
পরে ধনে, ভীমরাজ, কুমকুম, শুঁঠ, ওল, হীজল বীজ,  
ইহাদিগের চূর্ণ উহাতে দিয়া পরে এক দিন মর্দন  
করিয়া চণা প্রমাণ বটিকা দশমূল কাথে অথবা আ-  
কন্দ মূল রসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত উপদ্রব সহিত  
সন্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৭৬

কর্ণিক রস ।

রসজং শঙ্খ বিষশ্লেষকৃষ্ণা ধুস্তুরবীজকৈঃ ।

জম্বীরাণাং দ্রবৈ মর্দং দ্বিগুঞ্জং পরিমা-

ণতঃ । গন্ধপত্রানুপানেন কর্ণিকাণাং

কুলান্তুকং ॥ ৪৭৭

হিঙ্গুল, শঙ্খ বিষ, পিপুল, ও ধুস্তুরবীজ এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে জলে মর্দন করিয়া দ্বিগুঞ্জ পরিমাণ বটী  
তুলশী পত্রানুপান সেবনে কর্ণিকাদি সন্নিপাত আ-  
রোগ্য হয় । ৪৭৭



## রক্তসারৈশ্বর রস ।

শুক্ৰসূতং ঝিধাগন্ধকং দিনৈকং চাদ্রক  
 দ্রবৈঃ । মর্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ লোহ  
 যস্ত্রে নিরোধয়েৎ ॥ অন্ধমূষা গতং স্থা-  
 প্যং শুচি ভূত্বা শুভেদিনে । রাত্রে গজ  
 পুটে পাত্যং প্রাতরাদায় চূর্ণয়েৎ ॥  
 শুষ্কৈকং নাগরযুতং সযুতং সন্নিপাত  
 নুৎ । অনুপানং পিবেৎ পশ্চাৎ তপ্ত  
 বারি পলঙ্কয়ৎ । দধ্যন্নংদাপয়েৎ পথ্যং  
 তৃষ্ণার্থে শীতলং জলং ॥ কৃষ্ণ কুরুতে  
 স্থূলং রক্তসারৈশ্বরো রসঃ ॥ ৪৭৮

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

শুক্ৰ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ আদ্রক রসে মর্দন  
 করিয়া লোহ যস্ত্রের মধ্যে পুরিয়া গোনয়াক্ত মৃত্তিকাতে  
 লেপন করিবে পরে শুভদিনে অন্ধ মূষা যস্ত্রে স্থাপন ক-  
 রিয়া রাত্রে গজপুট দিবে তদন্তে প্রাতে উদ্ধার করিয়া  
 ১ রতি মাত্রা ঔষধ শুষ্ঠী এবং যুত নিশিত করিয়া  
 রোগীকে সেবন করাইবে সেবনান্তে তপ্ত জল ১৬ তোলা  
 প্রমাণ পান করাইবে কিন্তু তৃষিতকে শীতল জল দিবে পথ্য  
 দধ্যন্ন পান করাইবে ইহাতে কৃষ্ণরোগী স্থূলকায় হয় ! ৪৭৮

বাড়ব রস ।

বিষং সূতং সমং ঘৃষ্টং পানিনালোড্যকা-  
 রয়েৎ । লবণৈঃ পুরিতে যন্ত্রে হিঙ্গু মধ্যে  
 বিপাচয়েৎ । বহ্নিং প্রজ্বালয়েচ্চূন্যাং তত্র  
 যাম চতুর্দশং । তদ্ব্যম্ব তিলমানন্তুদদ্যাচ্চ  
 সর্ব পীড়িতে । গ্রহণ্যাং জঠরে শূলে  
 মন্দাগ্নৌ পরিণামজে ॥ ভূক্তমাত্রং নিহ-  
 স্ত্যাশু কোষ্ঠে বর্কতেক্ষুধা । তাপেশীত  
 ক্রিয়াং কুর্ষ্যাৎ বাড়বাথেয়ামহারসঃ । বিষং  
 বিনা কর্পুরোয়ং সর্ব রোগেষু যোজ-  
 য়েৎ ॥ ৪৭৯

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

অমৃত ও পারদ উভয় সমভাগ কিঞ্চিৎ জলদ্বারা কি-  
 ঞ্চিৎ পেষণ করিয়া লেচীবৎ করিবে পরে হিঙ্গু মধ্যে  
 ঐ গোচ্য রাখিয়া চূন্যায়িত্তে বালুকা যন্ত্রে চারি গ্রহর  
 পাক করিবে পাক সিদ্ধ হইলে সেই ভস্ম তিল প্রমাণ  
 মাত্রা ভক্ষণে বিবিধ প্রকার পীড়া আরোগ্য হয় যথা গৃহিণী,  
 জঠর শূল, অগ্নিমান্দ্য ও পরিণাম শূল ইত্যাদি, ক্ষুধা হয়  
 জ্বরের উত্তাপে সেবন করাইয়া শীতল ক্রিয়া করিবে ই-  
 হাতে বিষ ভক্ষণ জন্য রোগভিন্ন উহা সকল রোগেতে ব্যবহার  
 করিবে । ৪৭৯

## কফকেতুরাজ রস ।

তুথং লবঙ্গং অমৃতম্ তাম্রং । তস্মাভ্র  
জাতীফল খাদিরঞ্চ । মরিচ যুক্তঞ্চ  
তথা মৃত্যচ । তথামৃতং কানক বীজমেব  
সংমর্দ্য তাচমুষণী রসেন । কৃতঞ্চ  
তাম্বল রসেন খাদ্যং । কাসাগ্নি মান্দ্য  
পিনসাদি রোগং ॥ শ্বাসাদি গুল্মঞ্চ  
কফং নিহন্যাং । সর্কং জ্বরং হস্তি মহা  
প্রসিদ্ধং ॥ নাম্না রসোহয়ং কফকেতু  
রাজঃ ॥ ৪৮০

রত্নাকরী ।

তুঁতিয়া, লবঙ্গ, লৌহ, তাম্র, অভ্র, জায়ফল, খদির, মরিচ.  
গুলঞ্চ, অমৃত ও ধুতুরার বীজ প্রত্যেক সমভাগ তালমূলী  
রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ মাত্রা পানের রসের  
সহিত ভক্ষণে কাস, অগ্নিমন্দা ও পিনাস সহিত শ্বাস, গুল্ম,  
কফ ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৮০

## জ্বরাস্তক লৌহ ।

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহাভ্রঞ্চ মনঃশি-  
লা । ব্যোষং বঙ্গং মৃতং তাম্রং ভাবয়েৎ  
চার্ক মূলজৈঃ ॥ এষ জ্বরাস্তকো লৌহঃ

বিষমজ্বর নাশনঃ । ঐক্যাহিকং দ্বাহিকঞ্চ  
ত্রাহিকঞ্চ চতুর্থকং ॥ ধাতুস্থং মাংস  
মেদেস্থি জীর্ণজ্বরং বিনাশয়েৎ ॥ ৪৮১

রত্নাকরী ।

অমৃত, পারদ, লৌহ, গন্ধক, অন্ন, মনঃছাল, ত্রিকটু, বঙ্গ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য আকন্দমূল রসে মর্দন করিয়া এই জ্বরান্তক লৌহ নামক ঔষধ ১ রতি মাত্রা সেবনে বিষমজ্বর, ঐক্যাহিক, দ্বাহিক, ত্রাহিক, চতুর্থক, ধাতুস্থ জীর্ণ ও রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জাগত জ্বরাদি আরোগ্য হয় । ৪৮১

বিশ্বেশ্বর রস ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব তুল্যং সংমর্দয়েৎ  
রুষেঃ । নিদিদ্ধিকা রসৈর্মর্দ্যং কাকমাচী  
রসৈঃ পুনঃ । দ্বিগুঞ্জম্বা ত্রিগুঞ্জম্বা গো-  
ক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ । রাত্রি জ্বরং নিহ-  
ন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসং ॥ ৪৮২

রস গন্ধক তুল্য ভাগ বাসক রসে, কণ্টকারীর রসে, ও গুড়কামাই রসে পুনঃ মর্দন করিয়া ২বা ৩ রতি প্রমাণ বটী দুগ্ধানু পানে সেবনে রাত্রিজ্বর আরোগ্য হয় । ৪৮২

ত্র্যাহিক জ্বরারি রস ।

পারদং গন্ধকং তুথং তুল্যং পারদ  
পাদিকং । গৌজিহ্বয়া জয়ন্ত্যাশ্চ তপু-  
লজৈ বিভাবয়েৎ ॥ প্রত্যেকং সপ্ত  
সপ্তষা বটী গুঞ্জা চতুষ্ঠয়ং । ঘৃত যুতং  
পিবেদ্রোগী ত্র্যাহিক জ্বর শান্ত-  
য়ে । ৪৮৩

পারদ ১, গন্ধক ১, তুথ ১০ এই সকল দ্রব্য একত্রে  
মর্দন করিয়া নটেশাক রসে ও দরিয়াশাক, জয়ন্তীপত্র রসে  
ও চাপানটেয়পত্র রসে প্রত্যেক ৭ সপ্ত ২ ভাবনা দিয়া ৪  
রতি প্রমাণ বটী ঘৃতানুপানে সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর আ-  
রোগ্য হয় । ৪৮৩

আনন্দ ভৈরব ।

বিষং ব্যোষং রসং গন্ধকং টঙ্গণং তাম্র-  
কং তথা । ধুস্তুরস্য চ বীজানি হিঙ্গু-  
লঞ্চ সমং সমং ॥ বিজয়াঃ স্বরসৈর্ভা-  
ব্যং বটীং চণা প্রমাণতঃ । রবিমূল দ্র-  
বৈশ্চানু রস আনন্দ ভৈরবঃ । ৪৮৪

অমৃত, বিষ, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র,  
ধুস্তুরবীজ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ বিজয়াক্ষাথে মা-

ড়িয়া চা। প্রমা। এই আনন্দ ঠৈরব নামক ঠৈবধ  
অকন্দ মূল রস অনুপানে সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য  
হয়। ৪৮৪

### জ্বরারি রস।

তাত্রাভ্রং গন্ধকশ্লেবং রসং বিষং সমং-  
সমং । দ্বিগুণং ধূস্ত্রবীজঞ্চ ব্যোষ পঞ্চ-  
গুণং ততঃ । জলেন বটিকাং কার্য্যা  
যথা দোষানুপানতঃ । রসো জ্বরারিকো  
নান্না সর্বজ্বর বিনাশনঃ ॥ বাতিকং  
পৈত্তিকশ্লেব শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং ।  
বিষমাখ্য জ্বরান্ সর্বান্ ধাতু জ্বরং বি-  
শেষতঃ । নাশয়েৎ নাত্র সন্দেহো  
বৃক্ষমিন্দ্রশনির্ঘথা । প্লীহানং যক্ষতং  
গুলু মগ্রমাস মরোচকং ॥ রক্ত পিত্ত-  
ঞ্চ হিক্কাঞ্চ সশোথঞ্চাগ্নিমান্দকং ।  
এতান সর্বান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্টি বিব-  
র্দ্ধনং । শুক্র সন্দীপনং শ্রেষ্ঠং গ্রহ-  
দোষ বিনাশনং ॥ ৪৮৫

ঠৈবজ্য তন্ত্র।

তাত্র, অভ্র, গন্ধক, পারদ ও অমৃত এই কয়েক

দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া  
ও খলে মাড়িয়া ২রতি প্রমাণ বটী সেবনে জ্বর আরোগ্য  
হয় যথা বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক সান্নিপাতিক বিষম  
ধাতুস্ব ইত্যাদি বজ্রহত বৃক্ষের ন্যায় প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম,  
অগ্রনাস, অরুচি, রক্তপিত্ত, হিক্কা, শৌথ, অগ্নিমান্দ্যাদি  
আরোগ্য হয় ও গুক্রের বৃদ্ধি হয় । ৪৮৫

### রুত্নগিরি রস ।

লৌহাভ্রং রজতং হেম মাস্কিকং খর্প-  
র স্তথা । পারদং গন্ধকং তালং বঙ্গ-  
শ্লেষ সমং সমং । যাবন্ত্যেতার্নি দ্রব্যো-  
নি নৃমারুণ ততোধিকং ॥ কাচ কুপ্যেন  
সংরুদ্ধং বালুঘন্ত্রেণ সংপচেৎ । সা-  
ঙ্গ শীতং সমাদায় মাষমাত্রং প্রয়ো-  
জয়েৎ । বাত পিত্তং তথা শ্লেষ্মং সা-  
ন্নিপাত ত্রিদোষজং । সর্ব জ্বর হরং  
শ্রেষ্ঠং জীর্ণ বিষম সংজ্ঞকং । কাস  
শ্বাসারুচিং হৃদিং হিক্কাশ্লেষ সুদারুণং ।  
অল্পপিত্তং তথা শূলং রক্তপিত্ত বিনা-  
শনং । হৃক্ষূলং গ্রহণী পাণ্ডু পার্শ্ব  
শূলং তথাস্মরীং । প্লীহানানং যকৃতং

গুল্মং সর্বেদর বিনাশনং । এত-  
দ্রোগং নিহন্ত্যাশু রত্নগিরি রসোক্ত-  
মঃ । ৪৮৬

লৌহ, অভ্র, রুপা, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগ যত নিশাদল তত এই সকল চূর্ণ করিয়া কাচের বোতল মধ্যে রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে ১মাষা প্রমাণ সেবনে অষ্টবিধজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, অরুচি, হৃদি, হিকা, অগ্নিপিত্ত, রক্তপিত্ত, হৃদশূল গ্রহণী, পাণ্ডু, পার্শ্বশূল, পাথরী, প্লীহা, যকৃত ও গুল্ম এবং বিবিধ প্রকার উদরি আরোগ্য হয় । ৪৮৬

সর্বতো ভদ্র লৌহ ।

মৃতং গন্ধং তপন গগণং কান্ত লৌহঞ্চ  
চূর্ণং । মূলে কোকিলশাক স্বরসৈঃ পেষি-  
তং শৃঙ্গ বেরৈঃ ॥ হন্যা দ্রোগং যকৃত  
গদকং প্লীহ সর্বজ্বরঞ্চ । শোথং পাণ্ডু-  
ক্রমি কৃত গদে কামলে শ্বাস কাসে ॥  
মেহে চৈব গুরুগদবিষয়ে সর্ব দো-  
ষ প্রপঞ্চে । ইদং যোগং সুর মুনি কৃতং  
সর্ব রোগান্ নিহন্তি ॥ ৪৮৭



পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, ও লৌহ এই সকল দ্রব্যকুপে কোকিল শাকমূল রসে ও আদার রসে নাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী সেবনে বকৃত, প্লীহা, শোথ, পাণ্ডু, কৃমি, শ্বাস, কাস, মেহ ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় এই ঔষধ নারদ কর্তৃক নির্মিত । ৪৮৭

### চন্দনাদি লৌহ ।

হ্রীবেরং চন্দনং পাঠাণা মুশীরঞ্চ ক-  
ষিতং । নাগরোং পল ধাত্রীতিঃ ত্রিম-  
দেন সমশ্বিতং ॥ লৌহং নিহন্তি বি-  
বিধান্ সমস্ত বিষম জ্বরান্ । ৪৮৮

স'র'ৎনার ।

রক্ত চন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপ্পলী, হরী-  
তকী, শুষ্ঠী, শুনিমূল, আঙ্গলকী, মৃথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই  
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ যত লৌহ তত জলে মর্দন  
করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী যথা দোষাত্তপানে সেবনে বিষম  
জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৮৮

### সুদর্শন চূর্ণ ।

কালীয়ং রজনী চূর্ণং দেবদারু বচাঘ-  
নং । অভয়া ধান্য বাষষ্ঠ শৃঙ্গী কুদ্রা  
মহৌষধং ॥ ত্রায়স্তী পপ্প'টং নিম্বং

গ্রন্থিকং বালকং শঠী । পুষ্করং মা-  
 গধী মূৰ্ব্বা কুটজং মধু যক্ষিকা ॥ শি-  
 গ্রং পলং চৈন্দ্রযবং ভাগী দাকী সচ-  
 ন্দনং । বাট্যালকং ত্বচোশীরং পদ্মং  
 সৌরাস্তজংস্থিরা ॥ যবান্যতি বিষা  
 বিনং মরিচং রামঠং তথা । পটো-  
 লং চিত্রকং ধাত্রী তেজপত্রং লবঙ্গকং ॥  
 কলশী বৃহতী ছিন্না কটুকঞ্চ সমন্বিতং ।  
 সৰ্বদ্রব্যস্য চার্কঞ্চ কৈরাতং সংপ্রদা-  
 পয়েৎ ॥ চূর্ণং সুদর্শনং নাম জ্বরান্  
 হন্তিনসংশয়ঃ । পৃথক্কন্দ সমস্তঞ্চ  
 ধাতুস্থ বিয়ম জ্বরন্ ॥ সান্নিপাতোদ্ভবং  
 চাপি সাধ্যসাধ্য মথা পিবা । জ্বরাংশ্চ  
 বিবিধান্ হন্যাৎ বারিদোষদ্ভবং তথা ॥  
 অন্তর্গতং বাহর্গতং নিরামং সামমেবচ ।  
 বিবর্দ্ধং ভেষজৈব জ্বরমাশু ব্যপো-  
 হতি । শীতানুপানেন সৰ্ব জ্বরং  
 নিবারয়েৎ ॥ ৪৮৯

কালিয়কাষ্ঠ, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুখা, হরীতকী,

ধন্য, দুর্লাভা, কাঁকড়াশৃঙ্গি, কণ্টিকারী, শুষ্ঠী, বলাড-  
 ঘুর, ক্ষেতপাপ্ড়া, নিম্ব ছাল, গেঠেলা, বালা, শঠী, কুড়,  
 পিঙ্গলী, মূর্বা, কুরচি ছাল, ভক্তি মধু, সস্তিনা, সৃদিলতার,  
 মূল, ইন্দ্রবব, বামনহাটী, দারুহরিদ্রা, রক্ত চন্দন, বে-  
 ডেলা, গুড়ত্বক, বেণা মূল, সৌরাষ্ট্র, মৃত্তিকা, অভাবে  
 পঙ্ক পম্পাটী, শালপানী, যমানী, আতইচ, বেল শুঠা  
 মরীচ, বাসক মূল, পলতা, চিতা মূল, আমলকী, তেজপত্র  
 লবঙ্গ, চাকুল্যে, ব্যাকুড়, গুলঞ্চ ও কটকী এই সকল দ্রব্য  
 প্রত্যেকে সমভাগ যত তাহার অর্দ্ধভাগ চিরেতা চূর্ণ এই  
 সুদর্শন চূর্ণ নামক ঔষধ সেবনে সমস্ত প্রকার জ্বর আ-  
 রোগ্য হয় পৃথকদোষস্তব দ্বন্দ্বজ জ্বর রস রক্ত মাংস মেদ  
 মজ্জা অস্থি শুক্র ক্রমশ সকল ধাতুগত জ্বর বিষমজ্বর  
 সান্নিপাতোস্তব জ্বর সাধ্য অসাধ্য এবং বিবিধ প্রকার  
 দোষোস্তব অন্তর্গত, বহির্গত, নিরাম আনজ্বর বিরুদ্ধ ঔষ-  
 ধোস্তব জ্বর সকল আরোগ্য হয় । মাত্রা ২০ রতি অনুপান  
 শীতল তল । ৪৮৯

### জ্বরাস্তক রস ।

রসংগন্ধং বিষং তাত্র ধুস্তুরঞ্চ সচিত্রকং ।  
 প্রত্যেকং তুল্য মানঞ্চ দ্বিগুণং জীরকং  
 তথা ॥ আদ্রকস্য রসৈর্ভাব্যংবটীং রক্তি  
 প্রমাণতঃ । জ্বরাস্তক রসোনান সর্ব্ব জ্বর

নিসৃদনঃ । অগ্নিবৃদ্ধি করোহ্যেষ পোষ্টাষু  
ফলবর্দ্ধনং ॥ ৪৯০

শুক পারা, গন্ধক, শুক্ক বিষ, শোধিত ধুতুরার বীজ, ও চিতার মূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা প্রমাণ ও জীরা ২ তোলা সমুদয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসের দ্বারা রৌদ্রে সাতটা ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটা ফরিবেক । এই জ্বরাস্তক নামক রস সকল জ্বরকে বিনাশ করে এবং অগ্নিবৃদ্ধি করে জল যেনন ফলকে বর্দ্ধন করে তাদৃশ লোকের দেহ পৃষ্টি করে । ৪৯০

ঘোড়াচূনি রস ।

রসংগন্ধামৃতং তালং শিলাভ্রংমরিচং  
তথা ॥ সার্ক শানং প্রমাণাঞ্চ তথাশঙ্খ  
শিলাজতু ॥ গুঞ্জাষট্ বিংশতি ভাগংপ্রতে-  
কঞ্চবিচূর্ণয়েৎ ॥ তুলস্যাঃস্বরসৈ মৎস্যপি  
ত্তেনভাবয়েত্ততঃ । চণমাত্রাবটীংকূর্ঘ্যাং  
সোভাঞ্জন জটীরসৈঃ ॥ পায়য়েদাতুরং  
বৈদ্যঃকঠকুঞ্জ বিনাশনং ॥ ৪৯১

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র ও মরিচ প্রত্যেকে ৪ রতি শঙ্খ ভস্ম ও শিলা যুত প্রত্যেকে ২৬ রতি প্রমাণ লইয়া সকল দ্রব্য একত্রে মৎস্য পিত্তে ও তুলসী পত্রের রসে ভাবনা দিয়া চণা প্রমাণ বটিকা সজিনা

মূল রসে সেবনে কণ্টকুল্লা নামক সান্নিপাত আরোগ্য  
হয় । ৪৯১

### অরবারণ কেশরী লৌহ ।

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিকলা গুড়ুচী দস্তীত্রি তুচ বৃচ  
ত্রিকটু প্রযোজ্যং ॥ প্রত্যেক চূর্ণঞ্চ পলং  
প্রদত্ত্বা । অয়োর জশচ জীর্ণঞ্চ দত্ত্বা ॥  
পলমেকমভ্রং দ্বিশান গন্ধং । ভৃঙ্গং  
ছিন্নক্কা শিখীচ পপ্পটং ॥ ফলত্রয়েণাপি  
বিভাব্য সম্যক । মধুনা স্তেন কোলাস্থি  
বটীকং ॥ সোষ্ণজলানুপানেন দেয়ং ।  
জীর্ণ অরহরং তথ্যত্রি মান্দং ॥ গুল্মঞ্চ  
শূলং পরিণাম সংজ্ঞং । যক্ষ্মিণমুগ্রং  
গ্রহণী মসাধ্যং ॥ বিশেষতঃ শীত জলানু-  
পানং । অরং পৃথগ্বর্ণ সমূহ জাতং ॥  
ত্বগ্রক্ত মাংসাস্মিত মর্ষক্ৰপং । মেদোস্থি  
মজ্জাগত শুক্রগামিনং । দেশান্তর দেশ  
বিদেশ জাতং ॥ সংসর্গ জাতঞ্চ নিহন্তি  
সর্বং । অর বারণ কেশরী লৌহঞ্চ ॥ ৪৯২

সারাৎ সার ।

বিড়ঙ্গ, মুখা, ত্রিকলা, গুল্মঞ্চ, দস্তী মূল, তেউড়ী মূল,

ত্রিকটু, লৌহ ও অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, সর্বদ্রব্য একত্রে ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, আ-  
পাণ্ড, ক্ষেত্রপাপড়া ত্রিকলা ইহাদের সরসে ভাবনা দিয়া  
মধু এবং স্নাত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া কুলের আঁটি প্রমাণ  
বটিকা উষ্ণ জলানুপানে সেবনে উর্নি জ্বর অগ্নিনন্দ্য, গুল্ম,  
শূল, পরিণাম শূল, বক্ষা, গ্রহণী আর শীতল জলানুপানে  
পৃথগাদি বর্ণ সমূহলাত অষ্টধাতু গত দেশ বা বিদেশ  
জাত এবং সংসর্গীক জ্বরাদি আরোগ্য হয় । ৪৯২

মুস্ত পম্পকৈকোদিচ্য ছত্রাথ্যোশীরচন্দনৈঃ ।

সূতং শীতং জলং দদ্যাৎ তুড় দাহো

জ্বর শান্তয়ে ॥ ৪৯৩

মুখা, ক্ষেত্রপাপড়া, বলা, পম্পা, গন্ধবেণা ও রক্ত  
চন্দন এই ছয় দ্রব্য দুই তোলা ও জল ৮ সের শেষ ২  
দুইসের থাকিতে নানাইয়া একটাক পরিমাণে সেবনে  
তুষ্ণ ও দাহ জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৯৩

গুড় পিপ্পলী ।

বিড়ঙ্গং ক্রষণং কুষ্ঠং বিঙ্গু লবণ প-  
ঞ্চকং । দ্বিষ্কারং ফেগকং বহ্নি শ্রেয়-  
সী চোপ কুঞ্চিকা ॥ তাল পুষ্পোদ্ভবং  
ক্ষারং নাড্যাঃ কুম্মাণ্ডকস্যচ । অপা-  
মার্গস্য চিঞ্চয়াঃ তিলক্ষারশ্চ তৎ সমঃ ॥

যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি কণা চূর্ণঞ্চ তৎ  
 সমং । সৰ্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং পুরা-  
 তন গুড়স্ততঃ ॥ যকৃৎ শ্লীহোদরাগ্নান  
 নাশনং নাত্র সংশয়ঃ । জীর্ণ জ্বরং  
 তথা শোথং কাসং পঞ্চ বিধং তথা ॥  
 কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ বহ্নি মান্দং তিরো-  
 দ্ভবং । ভূতাত্তিত্ত্বত বালানাং দোষ-  
 ঞ্চৈব ব্যাপোহতি ॥ ৪৯৪

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, মাচিঞ্চার, সমুদ্রকেন, চিতামূল, গজপিপুল, কালজীরা, তালপুষ্পের ক্ষার, কুমড়ার ডাটার ক্ষার, তেতুনের ক্ষার এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা যত পিপ্পলী চূর্ণ তত, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্রে নিশিত করিয়া এক ১ তোলা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সোনে যকৃৎ, শ্লীহা, উরোগ্নান, জীর্ণজ্বর, শোথ, পঞ্চ প্রকার কাস, কামলা, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ সকল আরোগ্য হয় । ৪৯৪

ভৈরবী বটীকা ।

রস ভস্ম বিষং তাত্রং জয়পালঞ্চ গ-  
 ঙ্গকং ॥ হেমতৈলেন সংমর্দ্য ততো

লঘুপুটং দদেৎ । ভাবয়েৎ কনক  
 দ্রাবৈরজামহিষ মীনজৈঃ ॥ পিত্তৈশ্চ  
 সপ্তধা দদ্যাৎ বিষফলেন মর্দয়েৎ ।  
 সপ্ত বারং ত্রিবারং বা পশ্চাদাদ্রক ভা-  
 বিতং । গুঞ্জৈকাং বটীকাং কার্ঘ্যা ম-  
 থবা চার্কগুঞ্জিকাং । মহা ঘোরে সা-  
 ন্নিপাতে দ্বন্দ্বজে বা নব জ্বরে । বটীকা  
 দত্তমাত্রেণ জ্বরানাং কুলনাশনং ॥  
 তথা স্নানান্তরে শীঘ্রং কুর্ঘ্যাচ্চন্দন লে-  
 পনং । পথাং যথোচিতং দেয়ং দ্রা-  
 ক্সাল ফল দাড়িমং । শূল গুল্মাগ্নি মা-  
 ন্দেচ গ্রহণ্যদর পীড়কে । সর্বাস্ককৈ  
 কাঙ্গবাতৈঃ আমবাতৈঃ সুদারুণৈঃ ।  
 রক্ত দোষৈঃ বিবিধৈঃ সূতিকায়াম্ বিশে-  
 ষতঃ । অনুপান বিশেষেণ সর্বরোগ  
 প্রশান্তয়ে ॥ ৪৯৫

ভস্ম পারদ, অমৃত, তাম্র, জয়পাল ও গন্ধক প্রত্যেক  
 সমভাগ কনক ধুস্তুরার বীজ তৈলে মাড়িয়া লঘুপুট দিবে  
 তদন্তে ধুস্তুরাপত্র রসে এবং ছাগ, মহিষ ও মৎস্যপিপ্তে  
 প্রত্যেক সপ্তবার ভাবনান্তে কুচিলার ফলের সহিত মাড়িয়া



আদ্রক রসে সাত বার ভাবনা দিয়া এই তৈরবী বটীকা  
 ১ রতি বা অর্ধ রতি প্রমাণ মাত্রা মহা ঘোর সান্নিপা-  
 তে দ্বন্দ্বজে বা নবজ্বরে সেবনে জ্বরের নাশ হয় এই ব-  
 টীকা সেবন মাত্রেই স্নান করিয়া শীঘ্র চন্দন লেপন  
 করাইবে এবং যথোচিত পথ্য যথা কিসমিস্, অন্ন দ্রব্য ও  
 দাড়িম্বাদি খাইতে দিবেক। শূল, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহী, উদরী  
 সর্সাপাত, একাঙ্গাত, বিবিধ প্রকার রক্তদোষ এবং স্ফ-  
 তিকা রোগে অনূপান বিশেষে সেবন করাইলে সর্কবোগ  
 আরোগ্য হয় । ৪৯৫

### সান্নিপাত তৈরব ।

রসং গন্ধামৃতং তালং গরুলং টঙ্গণং  
 তথা । গোদন্তা মনোগুণ্ডা জাতী  
 ফল লবঙ্গকং । নাগবল্লী রসে ভাব্যং  
 শুষ্কৈকং সান্নিপাত জিৎ ॥ ৪৯৬

দর্পণ ।

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা,  
 গোদন্তী, মনঃশিলা, জায়ফল ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য  
 প্রত্যেক সমভাগ পান রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ  
 সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় । ৪৯৬

### জ্বরাকুশ বটী ।

রসং গন্ধং বিষং তুল্যং .ধুম্রুবীজং ত্রি-

ভিঃসমং । চূর্ণস্য দ্বিগুণং ব্যোষং জা-  
 স্বীরস্য রসাপ্ততং । আদ্রকস্য রসৈ  
 ভাব্যং বটী গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং ॥ জ্বরা-  
 ক্ষুশ বটী নাম্না জ্বরঘট্ট নিবারণী । বি-  
 ষমঞ্চ ত্রিদোষোৎখং জ্বরং সদ্যো বিনা-  
 শয়েৎ ॥ ৪৯৭

রসেন্দ্রচিস্তামণি ।

পারদ ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্তুরনীজ ৩ ও ত্রিকটু  
 ৬ সর্ব দ্রব্য একত্রে গোঁড়ানেবুর রসে গুলিয়া আদ্রক রসে  
 ভাবনা দিবে পরে এই জ্বরাক্ষুশ বটী ২ গুঞ্জা প্রমাণ সে-  
 বনে অষ্ট প্রকার জ্বর, বিষজ্বর, ত্রিদোষ জ্বর আশু আ-  
 রোগ্য হয় । ৪৯৭

রক্তসারৈশ্বর রস ।

শুক্ৰ সূতং দ্বিধা গন্ধকং দিনৈকং চাদ্র-  
 ক দ্রবৈঃ । মর্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ-  
 লৌহ যন্ত্রে নিরোধয়েৎ ॥ অন্ধ মুষা  
 গতং স্থাপ্যং শুচিভূত্বা শুভে দিনে ।  
 রাত্রৌ গজ পূটে পাচ্যং প্রাতরা-  
 দায় চূর্ণয়েৎ ॥ গুঞ্জৈকং নাগরৈষুক্তং  
 সম্বৃতং সান্নিপাত জিৎ । অনুপানং

পিবৎ পশ্চাৎ তপ্ত বারি পলহয়ং ॥  
 দধ্যন্নং দাপয়ং পথ্যং তৃষ্ণার্থে শীত-  
 লংজনং । কৃষ্ণ কুরুতে স্থূলং রক্ত-  
 সারে শ্বরো রসঃ । ৪৯৮

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, আদার রসে এক  
 দিবস মাড়িয়া লৌহ যন্ত্র মধ্যে পুরিয়া গোময় ও মৃ-  
 ত্তিকা দ্বারা লেপিয়া পরে শুভ দিনে অন্ধ মুখা যন্ত্রে  
 রাখিয়া সমস্ত রাত্রে গজপুট দিবে এবং প্রাতে উদ্ধার  
 করিয়া ১ রতি শুঁচ প্রমাণ য়ত অন্ত্রপানে খাইতে দিবে কিন্তু  
 তৃষ্ণাভবে শীতল ডল পান করাইবে এই রক্তসারেশ্বর  
 রস নামক ঔষধ সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় কখনও  
 কৃষ্ণ রোগী স্থূল হয় । ৪৯৮

### (\*) শৃঙ্গাদিপাচন ।

শৃঙ্গী বৎসক রেচকী ঘন শঠী ভূনিষ ভা-  
 গী তথা । রাত্রিঃ পুরুর চিত্রকৈশ্চ চবি-  
 বকং শৃষ্ঠী কণা কটফলং ॥ ধাত্রী বিভী-  
 তকী সুদারু মরিচে ব্রহ্মীলতা সংযুতং

(\*) ও শীর্ণ জ্বর প্লীহা ও কুনাইন দ্বারা যে জ্বর স্থ-  
 গিত হইয়া পুনর্বার প্রকাশ পায় সেই সমুদায় জ্বর মস্তাহ  
 কাল এই পাচন সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

দেয়ং পাচনকং সুবুন্ধিরচিতং কণ্ঠ্যাদ্য  
কুবজাদিকে ॥ ৪৯৯

কাফড়া শৃঙ্গী, কুরচি, কটকী, মুথা, শঠি, চিরতা, বা-  
মনহাটী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, কুড়, চিতা, চই, শুঠ, কট-  
ফল, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, মরিচ ও ব্রহ্মি এই  
সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা । পূর্বে জলে পাকাবশেষ  
ক্কাথ সেবনে কণ্ঠকুন্ড নাগক সন্নিপাত আরোগ্য হয় । এবং  
জয়জন্তীর মূল, পুষ্য : নক্ষত্রে উঠাইয়া রক্ত সূত্রদ্বারা ম-  
স্তকে বাঁধিলে সকল প্রকার জ্বরনাশ হয় । ৪৯৯

বক্ষেগুর মদক ।

লবঙ্গং জীরকং ধান্যং টঙ্গগং চন্দন-  
দ্বয়ং ॥ পাটলাং পুষ্করং মূর্ক্বা দ্রাক্ষা-  
নস্তায়তাতথা ॥ মাংসীদেধাতকী চব্যং  
কেশরঞ্চ মধুরিকা । তালীশ ভুংপলঞ্চৈব  
জাতীকোশাভ্রতীক্ষুকং ত্রিকত্রয়ং চতু  
র্জাতং পৃথগ্ভাগ সমন্বিতং ॥ সর্ব দ্রব্য  
সমং দেয়ং বঙ্গতস্ম সূচুর্গিতং । শর্করা  
দ্বিগুণং দেয়ং বরী ক্ষীরঞ্চ তৎসমং ।  
পক্তব্যোং মোদকোহ্যেব বদরাংশ্চি প্রম্যা-  
ণতঃ ॥ দাপয়েৎ কুশলো বৈদ্যো ধাতুজ্বর

বিনাশনং । প্রাকৃতং বৈকতং সর্বং জীর্ণ  
 বিষম সন্ততং ॥ প্রমেহং বিংশতি ষ্ঠৈব  
 সোম রোগং সুদারুণং । মূত্রাঘাতং মূত্র  
 কৃচ্ছ্ৰং মূত্রাতিসার মস্মরীং ॥ গ্রহণীং চির-  
 জাংহন্তি সর্ব শূল বিনাশনং । ছর্দি তৃষণা  
 রুচি দীহং ক্ষয়ং ক্ষপয়তে দৃঢ়ং ॥  
 অগ্নিঞ্চ করুতে দীপ্তং বলবর্ণ প্রসাদনং ।  
 ক্ষীণে পুষ্ণিকরোহেষ বৃদ্ধোপি তরুণা-  
 যতে । বঙ্গেশ্বর মিদং নাম ধন্বন্তরি  
 সৃভাষিতং ॥ ৫০০

সারকৌমুদী ।

লবঙ্গ, জীরা, ধন্যা, রক্তচন্দন, পারুল, কুড়, মূর্ধা,  
 কিসমিস, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, জটানাংসী, মুরামাংসী, ধাতকী  
 চই, নাগেশ্বর, মৌরী, তালিশপত্র, স্ফুদিমূল, জয়িত্রী  
 লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ত্রিমদ, চতুর্জাত ও অভ্র এই  
 সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গ ভস্ম সর্ব দ্রব্যের  
 তুল্য ভাগ, চিনি সকলের দ্বিগুণ ভূঁইকুমড়ার দুগ্ধ চি-  
 নির সম এই সমুদায় দ্রব্য পাক করিয়া কুলান্ধি প্রমাণ  
 বটীকা সেবনে নানাবিধ পাতুস্ব প্রাকৃত বিকৃত জীর্ণ বিষম  
 সতত সন্তত ইত্যাদি জ্বর সকল নাশ করে এবং বিংশতি  
 প্রকার প্রমেহ সোম মূত্রঘাত মূত্রকৃচ্ছ্ৰ, মূত্রাতিসার পা-

থরী চিরজাত গ্রহণী সর্ব প্রকার শূল ছর্দি তৃষ্ণা অরুচি  
দাহ ক্ষয়রোগ ইত্যাদি সমূহ রোগ ক্ষয় পাইয়া অগ্নিপ্র-  
দীপ্ত করিয়া বল বীৰ্য্য প্রদান করেন ও ক্ষীণ ব্যক্তিকে  
পুষ্টিকরে বৃদ্ধকে যুবা প্রায় প্রকাশ করেন এই বদ্ধেশ্বর  
[মোদক ঔষধি ধনুস্তরি প্রকাশ করিয়াছেন । ৫০০

### ধাত্রীমোদক ।

ধাত্রীংপথ্যাং কণাং শুষ্ঠীং তুল্যাঞ্চ চূর্ণয়ে  
দ্‌ঢ়ং । চতুঃসমামৃতাজ্জৈয়া শর্করাচ পলং  
তথা ॥ মধুনা মোদকং কুর্ষ্যাং জীর্ণ জ্বর  
হরং পরং । মন্দাগ্নি দীপনং শৈচব সদ্যো  
দাহ বিনাশনং ॥ প্লীহজ্বরে তথাকাসে  
শ্বাসেচ রক্তপিত্তকে । দাপয়েৎ মোদকং  
বৈদ্যঃ ধাত্রীনাম মিদং মহৎ ॥ ৫০১

সারকৌমুদী ।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও শুষ্ঠী এই চারি দ্রব্য  
প্রত্যেকে ১ তোলা, গুলঞ্চ ৪ তোলা ও চিনি ৮ তোলা  
এই সকল চূর্ণ একত্রে মধু সহ মোদক পাকাবসানে ১ তোলা  
পরিমাণে সেবনে জীর্ণ জ্বর নাশ হয় । এবং মন্দাগ্নি  
প্রদীপন হয়, সদ্য দাহ নাশ করে ও প্লীহ জ্বর, কাস শ্বাস

ও রক্তপিত্ত এই সকল এই খাত্রী নাম মহৎ ঔষধি সেবনে  
নাশ হয় । ৫০১

### জীরকাদি মোদক ।

জীরকং ত্রিফলা মুস্তং গুড়চূচী মভ্রকং  
তথা । নাগকেশর পত্রঞ্চ ভ্রুগেলাচ লব-  
ঙ্গকং ॥ মুস্তপ্পটকং ধন্যাং কণাশুষ্ঠীং  
সচিত্রকং । সর্বং কষ প্রমাণন্ত শর্করা  
দ্বিগুণং তথা ॥ সূতেন মধুনা সিদ্ধং মোদ-  
কং পরিকম্পয়েৎ । ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায়  
শীতোদকানুপানতঃ ॥ জীর্ণজ্বরং নিহ-  
ন্ত্যাশু বিষমজ্বরমেবচ । প্লীহানক্ষাণ্মি  
মান্দঞ্চ কামলা পাণ্ডুনাশনং । জীরকাদ্য  
মোদকোয়ং মহাদেবেন নির্মিতঃ ॥ ৫০২

সারকৌমুদী ।

জীরা, ত্রিফলা, মুখা, গুলঞ্চ, অভ্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়-  
চূচ, এলাইচ, লবঙ্গ, নাগর মুখা, ক্ষেত্রপ্পটী, ধন্যা, পিঙ্গলী,  
শুষ্ঠীও চিতামূল এবাং প্রত্যেকে ২ তোলা চিনি ৭২ তোলা  
স্বত মধু সিদ্ধ মোদক প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ শীতল  
জলানুপানে সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য,

কামলা ও পাণ্ডু এই সকল রোগ নাশ হয়। এই জীৱকাদ্য  
মোদক নাম ঔষধি মহাদেবের নিৰ্মিত । ৫০২

### পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃত ।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্ত মুশীৰং কটু রো-  
হিণী । কলিঙ্গকাস্তা মলকী শারি বাতি  
বিষাস্থিরা ॥ দ্রাক্ষা মলকবিল্বানি ত্রায়-  
মাণা নিদিক্খিকা ॥ সিদ্ধমেতৈ ঘৃতং  
সদ্যো জ্বরং জীর্ণ মপোহতি । ক্ষয়ং  
কাসং শিরঃ শূলং পার্শ্ব শূল মরোচ-  
কং ॥ অঙ্গাতি তাপমাগ্নিঞ্চ বিষমং  
সংনিয়চ্ছতি । পিপ্পল্যাদ্য মিদং সর্পিঃ  
ক্ষীরেণাপিচ প্যচতে ॥ ৫০৩

ঘৃত পাক ৪।৫ দিনসেতে করিবে ঘৃত ১/২ সের মু-  
চ্ছিত করিয়া পরে পিপুল, রক্ত চন্দন, মুখা বেণামূল,  
কটুকী, ইন্দ্রযব, ভূই আমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপানী  
দ্রাক্ষা, আমলা, বেলগুটা, গন্ধভাদুলে ও কণ্টকারী এষাং  
প্রতি ২ তোলা ১/২ আনা সমুদায়ে পরিমাণ ৪ পল জলে  
বাটীয়া কল্ক করিয়া মুচ্ছিত ঘতেতে দিয়া পরে উহাতে  
১/৮ সের জল দিয়া মন্দানল জালেতে পাক সিদ্ধ হইলে  
নাবাইয়া শীতল হইলে ঐ ঘৃত ২ তোলা বা ১ তোলা পরি-



মাণে উষ্ণ দুষ্কের সহিতে পান করিলে জীর্ণ জ্বর সদ্যই নাশ পায় এবং ক্ষয়রোগ, কাসরোগ, শিরঃশূল পার্শ্বশূল অরুচা শরীরের অত্যন্ত তাপ বিষমাগ্নি ইহার। সমুদয় নাশ পায় ইহার নাম পিপ্পলাদ্য য়ত ।

এই সকল দ্রব্যের দ্বারা দুষ্ক পাক করিয়া খাইলে পূর্কোক্ত গুণ সকল হয় ইহার নাম পিপ্পলাদি ক্ষীর। ৫০৩

ষট্ পল য়ত ।

পঞ্চ কোলৈঃ সসিক্কুথৈঃ পলিকৈঃ

পয়সাসমং । সর্পিঃপ্রস্থং সূতং ম্লীহ-

বিষমজ্বর গুল্মানুং ॥ ৫০৪

য়ত ১৬ পল, দুষ্ক ১৬ পল, জল ১২৮ পল ইহাতে পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতা, শুঁচ ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ পল লইয়া জলে বাটীয়া মুচ্ছিত য়তে দিয়া পাক কেরিবক পাকাসিদ্ধ হইলে উহা শীতল হইলে প্রত্যহ ২ তোলা বা ১ তোলা য়ত উষ্ণ দুষ্ক দিয়া পান করিলে ম্লীহা, বিষমজ্বর ও গুল্ম নাশ হয় । ৫০৪

দশ মূল য়ত ।

দশ মূল রুসৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরৈঃ পঞ্চ

কোলিকৈঃ ॥ সক্ষীরৈ হস্তিং তৎসিদ্ধং

জ্বর কাসাগ্নি মান্দ্যতাঃ ॥ বাত পিত্ত

কফ ব্যাধীন্ স্নীহানক্ষাপি পাণ্ডু-

তাং ॥ ৫০৫

ঘৃত ১৬ পল, দুগ্ধ ১৬ পল, দশমূল কাথ ১৬ পল, পঞ্চ  
কোল ৪ পল ও যবক্ষার ১ পল দিয়া ঘৃত পাক করিবেক  
পাক সিদ্ধ হইলে উহা পান করিলে জ্বর, কাশ, অগ্নিমান্দ্য,  
বাতপিত্ত ও কফজ ব্যাধি সকল প্লীহা ও পাণ্ডু নাশ হয় । ৫০৫

বাসাদ্য ঘৃত ।

বাসাং গুড়চীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং য-  
বাসকং । পিত্ত্বাতেন কষায়ৈণ পয়সা  
দ্বিগুণে নচ ॥ পিপ্পলী মুস্ত মৃদ্বীকা চ-  
ন্দোৎপল নাগরৈঃ । কল্কী কুঠৈশ্চ  
বিপচেদ্ব্যুতং জীর্ণ জ্বর্যাপহং ॥ ৫০৬

ঘৃত ১৬ পল, বাসকছাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, গন্ধতাদুলে  
ও দুর্লাভ ইহাদিগের কাথ ১৬ পল, গোচুন্ধ ৩২ পল  
এই সমুদয় মূচ্ছিত ঘৃতেতে দিয়া পিপুল, মৃগা, ত্রাঙ্কা,  
রক্তচন্দন, কুড় ও শুঁচ এই সমুদয় কল্ক ত্রয় ৪ পল  
দিয়া ঘৃত পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে ঐ ঘৃত ২। বা  
১ তোলা পরিমাণে ঘৃত উষ্ণ দুধের সহিত পান করিলে  
পুরাতন জ্বর নাশ হয় । ৫০৬

## গুড়চূচী ঘৃত ।

গুড়চূচ্যাঃ কাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতশ্চৈব প্র-  
সাধয়েৎ । জীর্ণ জ্বর হরং শ্রেষ্ঠং গুড়-  
চী ঘৃত মেবচ ॥ ৫০৭

গুলঞ্চের কাথ ১৬ পল, গুলঞ্চের কল্ক ৪ পল ও ঘৃত  
১৬ পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ হয় । ৫০৭

## ত্রিফলা ঘৃত ।

ত্রিফলা কাথ কল্কাভ্যাং ঘৃত মেব প্র-  
পাঠয়েৎ । জীর্ণ জ্বর হরং হেতৈৎ ত্রি-  
ফলা ঘৃত মুত্তমং ॥ ৫০৮

ত্রিফলার কাথ ১৬ পল, ত্রিফলা কল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬  
পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ হয় । ৫০৮

## বাসা ঘৃত ।

বাসক কাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতমেব প্রপা-  
চয়েৎ । জীর্ণ জ্বর হরং হেতং বাসক  
ঘৃত মেবচ ॥ ৫০৯

বাসকছালের কাথ ১৬ পল, বাসকছাল কল্ক ৪ পল ও  
ঘৃত ১৬ পল ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর  
নাশ পায়। ৫০৯

দ্রাক্ষা ঘৃত ।

দ্রাক্ষায়াঃ কাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতং বৈদ্যঃ  
প্রপাচয়েৎ ॥ জীর্ণ জ্বর হরং সত্যং দ্রা-  
ক্ষাঘৃত মনুত্তমং ॥ ৫১০

দ্রাক্ষার কাথ ১৬ পল, দ্রাক্ষাকল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল  
পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ পায় । ৫১০

বলা ঘৃত ।

বলায়াঃ কাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতং তিষ স্মি-  
পাচয়েৎ ॥ জীর্ণ জ্বর হরং শ্রেষ্ঠং ঘৃত  
মেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫১১

বেলেড়ার কাথ ১৬ পল, বেলেড়া কল্ক ৪ পল ও ঘৃত  
১৬ পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ  
পায় ইহাতে সংশয় নাই । ৫১১

পঞ্চ মূলী ক্ষীর ।

পঞ্চ মূলী স্তং ক্ষীরং জীর্ণজ্বরং হরং  
পরং ॥ ৫১২

পঞ্চমূলের কাথ ১৬ তোলা লইয়া এবং পঞ্চমূল কল্ক  
২ তোলা দুগ্ধ ১৬ তোলা মৃদু জ্বালে বহিতে পাক করিয়া ১৬

তোলা থাকিতে নামাইয়া বিষনক্ষরী মানব খাইলে ছর হইতে মুক্ত হয় । ৫১২

### ত্রিকণ্ঠকাদি ক্ষীর ।

ত্রিকণ্ঠক বলা ব্যাঘ্রী গড়নাগর সাধি-  
তং । বর্জোমূত্র বিবন্ধনং শোথছর  
হরং পয়ঃ ॥ ৫১৩

গোক্ষুরী, বেলেড়া, কণ্টকারী, গুড় ও শুঁঠ এই সমুদয়  
দ্রব্য নিম্নিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা  
শেষ ১৬ তোলা পাক করিয়া পান করিলে বন্ধ বল, বন্ধ  
মূত্র, শোথ ও ছর নাশ করে । ৫১৩

### বৃশ্চীরাদি ক্ষীর ।

বৃশ্চীরা বিল্ব বর্ষাভূ পয় শ্চেদক মেবচ  
পচেৎ ক্ষীরাবিশিষ্টং তন্ধি সর্ব্ব ছর  
পহং ॥ ৫১৪

শ্বেত পুনর্নবা, বেলশুঁঠা রক্ত পুনর্নবা ইহাদিগের কাথ  
১৬ তোলা, ইহাদিগের কল্ক ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল  
৬৪ তোলা শেষ ১৬ তোলা, এই ক্ষীর পান করিলে সকল  
প্রকার ছর নাশ পায় । ৫১৪

চব্যাদি ঘৃত ।

পঞ্চকোল সসিক্কুথৈঃ পলিকৈঃ পয়সা-  
সমং । সর্পিঃপ্রস্থংসূতং শীতং বিষমজ্বর  
গুল্মানুং ॥ ৫১৫

চই, চিতা, পিঙ্গলী, পিঙ্গলীর মূল, শুষ্ঠী ও সৈন্ধব  
ইহাদের প্রত্যেক ৮তোলা দুগ্ধ /২সের, ঘৃত /২সের এই সকল  
দ্রব্য একত্রে পাক সিদ্ধ করিয়া এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বর  
ও গুল্ম রোগাদি আরোগ্য হয় । ৫১৫

চন্দনাদ্য ঘৃত ।

চন্দনং চিত্রকং সিংহী মুস্তকং বৎস্য  
নাগরং । কক্কোলং এয়মাগাচ উশির  
সারিবাঘয়ং ॥ সর্বমর্দ্ধপলধৈব সোম-  
বারে সমাহরেৎ । ক্ষীরাত্কং সমায়ুক্তং  
সর্পিষোর্দ্ধতুলাং পচেৎ ॥ চতুর্থকজ্বরে  
শ্রেষ্ঠমুন্মাদে বিষমজ্বরে । ত্রাহিকে শ্বাস  
কাসেচ সর্বাশ্মার নাশনং ॥ ৫১৬

রক্তচন্দন, চিতা, বাকস, মুখা, কুরচি, শুষ্ঠী, কাকলা,  
গন্ধতাদুলে, গন্ধবেণা, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই কএক  
দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা দুগ্ধ ৮ সের ও ঘৃত ৫০ পল

এই সকল দ্রব্য একত্রে সোমবার দিবসে পাক আরম্ভ করিয়া পাকান্তে শীতল হইলে এই স্নাত সেবনে চাতুর্থক জ্বর উন্মাদ বিষমজ্বর ত্র্যাহিক জ্বর শ্বাস কাস ও বিবিধ প্রকার অপস্মার রোগ আরোগ্য হয় । ৫১৬

### তৈলপাকের বিবরণ ।

প্রথমে মুচ্ছনং তৈলে ক্কাথদেয়ং দ্বিতী-  
য়তঃ । কল্ক দ্রব্যং তৃতীয়েচ গন্ধদ্রব্যং  
তথাপরে । ক্রমেণ বিধিবৎ পাত্যং মন্দ  
মন্দাগ্নিনা ভিষক্ । নির্মলং নির্জ্বলং  
তৈলং তথা সিদ্ধং বিমর্দিশেৎ ॥ ৫১৭

তৈল প্রথমে মুচ্ছন করিবে দ্বিতীয় দিবসে ক্কাথ্য দ্রব্য জলের সহিত পাক করিয়া তৈলেতে দিবে তৃতীয় দিবসে কল্ক দ্রব্য দিয়া গন্ধদ্রব্য দিবেক । তৈল ক্রমে বিধানুসারে মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া নির্জ্বল ও নির্মল হইলে পাক সিদ্ধ হয় । ৫১৭

### তৈল মুচ্ছন প্রকরণ ।

তৈলং ক্লহা কঠাহে দৃঢ়তর বিমলে মন্দ  
মন্দামলেন । পাত্যং নিষ্ফেগ ভাবগত  
মিহহিতদা মুচ্ছদ্রব্যং প্রদেয়ং ॥ ৫১৮

পরিস্কার দৃঢ় কড়া কিম্বা খুলিতে শুদু অগ্নিতে পাক

করিতে করিতে তৈল নিষ্ক্ষেণ হইলে মূচ্ছনা দ্রব্য সকল  
দিবেক । ৫১৮

### মূচ্ছনা দ্রব্য ।

মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধৈর্জলধরনলুকৈঃ সামলে  
সাক্ষপথৈঃ । সূচীপত্রাভ্রিনীরৈরুপহিত  
মথিতৈর্গন্ধ যোগং জহাতি ॥ ৫১৯

মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লোধ, মুখা, লালুকা, আমলা, বহেড়া,  
হরীতকী, কেয়ার নামনা এই সকল দ্রব্য তৈলের ষোল  
অংশের এক অংশ লইয়া শিলাতে বাটিয়া তৈল কটাই  
নাটীতে নামাইয়া মূচ্ছনা দ্রব্য সকল ক্রমে ক্রমে দিবে । ৫১৯

### গন্ধদ্রব্য দিবার বিধি ।

এলাচন্দন কুমকুমাগুরু সুবাকাকোলীনাংসী  
শঠী । শ্রীবাসস্তেজপত্রং সুরতরু সরনং  
প্রান্তিকং নাগদন্তী ॥ কস্তুরী কৌশিকঞ্চ  
মৃগমদনথকং শৈলজং দেবপুষ্পং মেথী  
কর্পূর মেতদেব লিখিতং তৈলস্য গন্ধা-  
র্থতঃ ॥ ৫২০

এলাইচ, রক্তচন্দন, কুমকুম, অগোর, গুরুলতা, কাকলা,  
জটামাংসী, শঠী, শ্বেতচন্দন, তেজপত্র, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ,



গেচৈলা, নাগদনা, কস্তুরীবৃক্ষের বীজ, গুণ্ণ গুল, মৃগনাভী, নখী, শৈলজ, লবঙ্গ, মেথি ও কর্পূর তৈলের গন্ধের নি-  
মিস্ত এই সকল দ্রব্য লিখিত হইয়াছে । ৫২০

### পাক তৈলের গুণ ।

নাস্তি তৈলবরং কিঞ্চিদৌষধং মারুতাপ  
হং । পক্কং সকল্কস কাথং সর্ব রোগ  
হরং স্মৃতং । ৫২১

তৈল ভিন্ন বাত রোগ নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর  
নাই । তৈল কাথ আর কল্ক দ্রব্য সংযোগে পাক হইলে  
বিভিন্ন প্রকার রোগ শাস্তি হয় । ৫২১

### তৈল পাকের কাল নিরূপণ ।

তৈল মুচ্ছা মেকরাত্ৰং কাথপাচ্যং দ্বিবা-  
সরং । কাঞ্জিকঞ্চ ত্রিরাত্রঞ্চ পচেৎ  
তৈলং তিষথরঃ । মাংসাদিক্কাথ নি-  
র্জ্বাসে পচেৎ রাত্ৰ চতুর্ষয়ং । শতমূলী  
রুসৈঃ পঞ্চ দধ্যাদি ষষ্ঠ রাত্রকং ।  
সপ্তরাত্ৰং পচেৎ ক্ষীরং কল্কৈশ্চ সর্ববরীং  
পচেৎ । গন্ধদ্রব্যং নবরাত্ৰং তৈলং ঘৃত  
বদাদিশেৎ ॥ ৫২২

প্রথম দিবসে তৈল মূচ্ছন করিয়া। একরাত্র রাথিবে পরে কোন দ্রব্যাদির কাথ দ্বিতীয় দিবসে দিবে। তৃতীয় দিবসে কাঞ্জি ঐমত দিবেক, মাংসাদির কাত চতুর্থ দিবসে দিবে শতমূলীর রস পঞ্চম দিবসে, দধি বা দধিনস্তন ষষ্ঠ দিবসে, দুগ্ধ সপ্তম দিবসে, কল্ক দ্রব্যাদি অষ্টম দিবসে গন্ধ দ্রব্যাদি নবম দিবসে দিলে তৈল পাক সিদ্ধ হইবে । ৫২২

পাক তৈল ও ঘৃতের গুণাগুণ কথন ।  
সুহাদ্যং পূর্ণ বীৰ্য্যন্তু চতুর্মাসং ততঃ-  
পরং ॥ অবীৰ্য্যন্তুং ঘৃতং সিদ্ধং হীন  
বীৰ্য্যন্তু কেবলং । তৈল বিপর্য্যয়ং বিদ্যা  
পক্বাপক্বে বিশেষতঃ ॥ ৫২৩

ঘৃতাদি দ্রব্য চতুর্মাস পর্য্যন্ত উত্তম থাকে বৎসরাবধি মধ্যম থাকে, তার পরে নিস্তেজ হইয়া যায়, কিন্তু তৈল সেরূপ নহে । ইহা বৎসরাবধি নিস্তেজ থাকে পরে যত পুৰাতন হয় তত ইহার গুণ বৃদ্ধি হয় । ৫২৩

মহালাক্ষাদি তৈল ।

তৈলং প্রস্তুত্বয়ং লাক্ষারস প্রস্তুত্বয়ং  
পচেৎ । আরনালাটকে নৈব দধিমন্ত্ চতু-  
গুণং । নিশাশতাহ্বা মূৰ্ব্বাচ রাম্মাচ মধুযুক্তি

কা । প্রিয়ঙ্গু ঘনকুষ্ঠঞ্চন্দনং দেবদারুকং ।  
 মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠঞ্চ বৎসকঞ্চ সমন্বিতং ।  
 এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ তৈলকল্কং  
 বিপাচয়েৎ ॥ বাসয়েৎ কর্পূরে নব সর্ব  
 জ্বর বিনাশনং । বাতিকান্ পৈত্তিকান্  
 চৈব বিষমাখ্যং জ্বরং তথা ॥ ধাতুস্থং  
 কর্মদোষস্থং সন্ততং সততাখ্যকং । ভূতো  
 খমভিচারোথ নানা দোষোদ্ভবস্তথা ।  
 কামদোষোদ্ভবঞ্চৈব তৃতীয়কং চতুর্থকং ।  
 ঐকাহিক দ্বাহিকঞ্চ বাতব্যাদি বিনাশনং ।  
 নাশয়েৎ মাত্র সন্দেহঃ তৈলং লাক্ষাদি  
 কং মহৎ ॥ ৫২৪

পূর্ববৎ মূচ্ছিত তিল তৈল ৮ সের, লাক্ষার কাথ  
 ৬ সের, কাঁজি ৬ সের, ও দধিমস্থ ৬ সের কল্কার্থ হরিদ্রা  
 শুলফা, মূর্ধা, রাস্না, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মুর্ধা, কুড়, রক্ত-  
 চন্দন, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ ও ইন্দ্রাব এই সকল  
 ঐত্যেকে ৮ তোলা একত্রে পাক সমাপ্ত করিয়া কর্পূরাদি  
 যথোচিত গন্ধ দ্রব্য দিয়া শরীরে অভ্যঙ্গে সর্ব প্রকার  
 জ্বর বাতজ পিত্তজ বিষম ধাতুস্থ কর্মদোষজ সন্তত সতত  
 কৃতজ এবং নানা প্রকার অভিচারজ নানা দোষোদ্ভব  
 কামজ শোকজ ত্রাহিক চাতুর্থক ঐকাহিক দ্বাহিক এবং

বাত ব্যাধি ইত্যদি রোগ এই মহৎ লাক্ষাদি তৈলে বি-  
নাশ হয়, সংশয় নাই । ৫২৪

### শীতভূঞ্জিত তৈল ।

তুরুতিক্তা নিশা লাক্ষা গন্ধবীজা তি-  
জাতকং ত্রিকটু ত্রিফলশ্চৈব কার্ষিকস্তু প্-  
থক পৃথক্ কটুতৈলোদ্ভবং প্রস্থং ক্বাথার্থ  
তৈল পাদিকং কোকিলাক্ষ হিলমোচী  
কেশরাজশ্চ ভৃঙ্গজৈঃ এতেষাঞ্চ রসং  
দত্ত্বা পাচয়েৎ কুশলোতিষক্ একজং  
দ্বন্দ্বজশ্চৈবং ত্রিদোষ বিষম জ্বর দাহ-  
শীত জ্বরশ্চৈব সশোথং পাণ্ডুকামলং  
প্লীহানাং যকৃত গুল্ম জীর্ণ জ্বর বিনা-  
শনং শীত ভূঞ্জ মিদং তৈলং সর্বরো-  
গেসু যোজয়েৎ ॥ ৫২৫

মূর্ছার্থে কটু তৈল /৪, কুস্পের রস, কেশুস্তের রস,  
ও ভীমরাজের রস প্রত্যেক এই সকল রস /১ সের কাল্কার্থ  
তেউড়ী মূল, চিরতা, হরিদ্রা, লাক্ষা, মেথি, ত্রিকটু,  
ত্রিফল, এলাইচ, তেজপত্র, ও গুড়ত্বক এই কয় দ্রব্য  
প্রত্যেকে ২ তোলা কোকিলাক্ষ, হেলেপাশাক, কেশুস্তে,  
ভীমরাজ ইহাদিগের প্রত্যেক রস ১ সের সকল দ্রব্যে

পাক সিদ্ধে এই শীত ভূঞ্জিত নামক তৈল মর্দনে প্রত্যেক তাতে ঘনদ্রব্য ত্রিদোষজ জীর্ণ বিষম দাহ শীত জ্বরাদি এবং শোথ পাণ্ডু কামল প্লীহ যকৃৎ গুল্ম নাশ হয় । ৫২৫

অশ্বগন্ধা তৈল ।

জীবন্তী মধুকং রান্না চন্দনঞ্চ মহাসহা ।  
 কাকমুদ্রা বিকসাচ ত্রিকলা জীরক দ্ব-  
 য়ং ॥ লোধু নিশা দ্বয়ং মুস্তং বচা  
 স্থিরা বিড়ঙ্গকং । এতেষাং কার্ষিকং  
 ভাগং ক্ষীরং লাক্ষা শতাবরী ॥ অশ্ব-  
 গন্ধাকৃতং কাথং তৈল তুল্যং বিপা-  
 চয়েৎ । সিদ্ধ শীতে প্রয়োক্তব্যং ত্রি-  
 দোষে বিষম জ্বরে ॥ জীর্ণ জ্বরে মুত্র-  
 রোগে ষাতে শূলে হলীমকে । ঘনদ্রবে  
 সর্ব্বঙ্গে চৈব বাতব্যাধি বিনাশনং ॥  
 অশ্বগন্ধা সিদ্ধং তৈল সর্ব্ব জ্বর প্রমা-  
 দনং । ৫২৬

মুছার্ধ তিল তৈল, ১/৪ কাথার্ধ লাক্ষার কাথ দুগ্ধ, শীতমূলীর রস অশ্বগন্ধ কাথ প্রত্যেকে তৈল তুল্য কল্কার্ধ জীবন্তি, যক্ষ্মমধু, রাস্না, রক্তচন্দন, মাষানি, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, ত্রিকলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, লোধ, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা.

মুখা, বচ, শালপানি, ও বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ২ তোলা  
এই তৈল মর্দনে ত্রিদোষ জ্বর বিষমজ্বর জীর্ণজ্বর মুত্ররোগ  
বাতশূল হলীমক ঘন্দজ এবং সর্স প্রকার রোগ নাশ হয় । ৫২৬

### বৃহৎ পিঙ্গল্যাদি তৈল ।

পিঙ্গলী মুস্ত ধন্যাকং রেণুকং ত্রিক-  
লা বচা । যমানীচা জমোদাচ চন্দনং  
পুষ্পরাভয়া ॥ শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষীচ  
শালপর্ণী ত্রিকণ্টকং । ভূনিষা রিক্ট-  
পত্রাণি মহানিষো নিদিঞ্চিকা ॥ গুড়চী  
পৃশ্নিপর্ণীচ বৃহতী দন্তী চিত্রকং । বৃ-  
ক্ষায়ং রজনী দাক্ষী পপ্পটিং করি-  
পিঙ্গলী ॥ এতেষাং কর্ষিকৈঃ কল্কৈ-  
স্তৈল প্রস্তুং বিপাচয়েৎ । দধি কাঞ্জি-  
ক তক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গ রসৈ স্তথা ॥ প্রস্তু  
প্রস্তুং সমাদায় শনৈ মৃদ্ধাগ্নিনা প-  
চেৎ । সিদ্ধ মেতং প্রয়োক্তব্যং জ্বরং  
জীর্ণং ব্যাপোহতি ॥ একজং ঘন্দজ্ঞৈব  
দোষ ত্রয়ং সমুদ্ভবং । সন্ততং সততং  
মেদ্যং তৃতীয়ক চতুর্থকং ॥ মাসজং  
পক্ষজং চৈব চিরকালানুবন্ধিনং । স-

মস্তং নাশয়ে ত্যাশ্চ পিপ্পল্যাদি মিদং  
মহৎ ॥ ৫২৭

মুচ্ছার্থ তিল তৈল /৪ কাথার্থ দধিমস্ত কাঁজি ঘোল  
টাবানেবুর রস এই চারি দ্রব্যের রস প্রত্যেকে /৪ সের  
কল্কার্থ পিপ্পলী, মুখা, ধন্যা, রেণুক, ত্রিফলা, বচ; যমানী  
বনযমানী, রক্তচন্দন, কুড়, হরীতকী, শঠী, ডাঙ্কা, রাখাল  
সসার মুল, শালপাণি, গোকুরী, চিরতা, নিম্বপত্র, মহানিম্ব  
কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুল্যা, বৃহতী, দন্তী, চিতা, তেউড়ী,  
হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, ক্ষেত্রপপ্পাটী, ও গজপিপ্পলী এই  
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পূর্ববৎ প্রত্যেক দ্বন্দজ  
ত্রিদোষজাত সস্তত সতত মেদগত তৃতীয়ক চাতৃর্থক মাসজ  
পক্ষজ এবং চিরকালনু বন্ধিনি সমস্ত জ্বর নাশ হয় । ৫২৭

কিরাতাদি তৈল ।

মূর্ব্বালাক্ষা হরিদ্রেদে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্র-  
বারুণী । পুষ্করং হ্রীবেরং রাম্না কপি-  
বলী কটুত্রয়ং ॥ পাঠা চেন্দ্র যবশ্বেব  
লবণ ত্রয় সংযুতং বাসকার্ক শ্যামাদাক  
মহাকাল ফলং তথা । দধিমস্তার  
নালেন কৈরা তেনচ সংপ্ৰচেৎ ॥  
প্রস্থ প্রস্থং সমাদায় তৈল প্রস্থে বিপা-  
চয়েৎ । লিপ্ত ভুক্ত জরশ্লেষ সস্ততং

সততং তথা ॥ ধাতুস্থং অস্থিমজ্জস্থং  
সর্ব জ্বরং ব্যাপোহতি ॥ কামলাং গ্রহনী-  
শ্লেব অতিসারং হলীমকং । মীহা পাণ্ডু  
শ্বয়থুঞ্চ নাশয়েৎ নাত্র সংশয়ঃ । না-  
স্তি তৈল বরশ্লেব জ্বর দর্প কুলান্ত-  
কং । ৫২৮

মুছার্ণে কটু তৈল /৪ দধিমস্থ /৪ কাজি ও চিরতার  
কাথ / কল্কার্থে, মূর্কা, লাফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল সমার মূল, কুড়, গুড়ত্বক, রাস্না, গজ-  
পিপ্পলী, বলা, ত্রিকটু, বিট সৈন্ধব, সচল, লবণ, আক-  
নাদি ইন্দ্রযব বাসক, শ্বেত আকন্দ, শ্যানলতা, দেবদারু  
ও নাথালফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা সকলে  
একত্রে পাক সিদ্ধে কিরাতাদি নাম তৈল মর্দনে লিপ্ত ভুক্ত  
জ্বর এবং সাংঘাতিক ত্রিদোষজ প্রকৃত বৈকৃত সমকৃত  
দ্বন্দ্বজ বিষম কানজ ভূতজ ইত্যাদি জ্বর সকল এবং কামলা  
গ্রহনী অতিসার ও হলিমক রোগ নাশ হয় । ৫২৮

পিপ্পল্যাদি তৈল ।

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চিত্রকং গজ-  
পিপ্পলী । বিড়ঙ্গং সৈন্ধবশ্লেব জীরক-  
চাল্ল বেতসং ॥ যবক্ষারং সকুষ্ঠঞ্চ গ্র-  
হ্মিপর্ণী শঠী তথা । তালীশং শত-



পুষ্পাচ যষ্ঠী মধুক মেবচ ॥ অমৃতা না-  
 গরুক্ষেব পৃশ্নিপণী বলাস্তথা । নিম্ব  
 বাসক মূলঞ্চ বর্ষা ভূশ্চ ত্রিকণ্টকং ॥  
 রান্না চারুধধৈব দেবদারু ঘনাবচা ।  
 এতেষাং কর্ষিকং ভাগং তৈল প্রস্থে  
 বিপাচয়েৎ ॥ মাতুলুঙ্গ রসেনৈব তক্র  
 নিগুণ্ডীকা রসং । তৈল তুল্যং প্রদা-  
 তব্যং পাচয়েন্নতিমান্ ভিষক্ ॥ এ-  
 কজং দ্বন্দ্বজৈব দোষ ত্রয় সমুদ্ভবং ।  
 সন্ততং সততাখ্যঞ্চ তৃতীয়ক চতুর্থকং ।  
 মাসজং পক্ষজৈব চিরকালানুবন্ধিনং ॥  
 এতাংশ্চ নাশয়েদ্রোগান পিপ্পল্যাদি মি-  
 দং মহৎ । তৈল মেতৎ প্রশংসন্তি জী-  
 র্ণেচ বিষমজ্বরে ॥ ৫২৯

মুছার্গ কটু তৈল /৪, কাপার্গ টাণানেবুগ রস /৪, ঘোল  
 /৪, নিগুণ্ডী পত্র রস /৪, এবং কল্কার্থ পিপলী, পিপলীয়  
 মূল, চিতা, গজপিপলী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, জীরা, অল্পবেতস,  
 যবক্ষার, কুড়, গেঠেলা, তালিশপত্র, গুলকা, শঠী, শুষ্ঠী,

জৈষ্ঠমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, বেলেচা, নিম্ব, বাকসমূল, শ্বেত-  
পুনর্নবা, গোক্ষুরী, রাস্না, শোদাল, দেবদারু ও বচ এই  
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পাক সমাপ্তে এই পিঙ্গ-  
ল্যাদি তৈল মর্দনে বাত পিত্ত, শ্লেষ্মা দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষ  
সন্তত, সতত তৃতীয়ক চতুর্থক মাসজ পক্ষজ বহুদিনাক্রান্ত  
জীর্ণ বিষমাদি বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় । ৫২৯

### যবাদ্য তৈল ।

যব চূর্ণার্দ্ধ কুড়ং মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধ পলেষুচ ।  
সাধিতং ষড়্গুণারনালে তৈল প্রস্থে ত্রি-  
ষথরঃ । জ্বরং দাহং মহাঘোরং মর্দ-  
নাচ্চ বিনাশনং ॥ ৫৩০

মূর্ছান তৈল /৪, কাঁজি ১১৪ সের, কল্কার্থ যবচূর্ণ ৪ পল,  
ও মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা পাক সিদ্ধ হইলে এই তৈল মর্দনে  
মহা ঘোর জ্বর ও দাহ নাশ হয় । ৫৩০

### লাক্ষাদি তৈল ।

লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা কল্কৈ স্তৈলং বি-  
পাচয়েৎ । ষড়্গুণারনালেন দাহ শীত  
জ্বরাপহং ॥ ৫৩১

মূর্ছান তৈল /৪, পুরাতন কাঁজি ১১৪ সের ও কল্কার্থ  
লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল

পূর্বোক্ত প্রকারে পাক করিয়া মর্দন করিলে দাহ শীত  
জ্বরাদি আরোগ্য হয় । ৫৩১

### মহৎ লাক্ষাদি তৈল ।

লাক্ষা রসাতকে প্রস্থং তৈলস্য বিপচে-  
দ্বিষক্ । মস্তাটক সমায়ুক্ত কল্কদ্রব্যং  
প্রদাপয়েৎ ॥ শতপুষ্পা হরিদ্রাচ মূ-  
র্ধ্বা কুষ্ঠঞ্চ রেণুকং । কটুকং মধুকং  
রাম্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারুকং । বৃহতী চ-  
ন্দনং মুস্তং প্রত্যেকাঙ্ক সমাংশকৈঃ ।  
দ্রবৈবেরেতিস্ত সংসিক্তং অত্যাঙ্গান্যারু-  
তাপহং । বিষমাখ্য জ্বরং হন্তি কাস  
শ্বাস মরোচকং । ত্রিক পৃষ্ঠ কটি  
গাত্র কস্তুংশ্চ স্ফোটিকং তথা ।  
পাপালক্ষ্মী প্রশমনং সর্বগ্রহ বিনাশ-  
নং ॥ অগ্নিত্যাং নির্মিতং সম্যক্ তৈলং  
লাক্ষাদিকং মহৎ ॥ ৫৩২

মূছার্থ তিলতৈল ১/২ সের, কাথার্থ্য লাক্ষা ১/৮সের ও ভল  
৩২ বত্রিশ সের পাকাবশেষ ১/৮ সের, দধিমন্ ১/৮ সের  
এই সকল দ্রব্যের কাথ পাক হইলে ১/৮ সের কাথ তৈলে  
পাকিতে কল্ক দ্রব্য দিবে যথা শুষ্কা, হরিদ্রা, মূর্ধ্বা, কুড়.

রেনুক, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, ব্যা-  
কুড়, রক্তচন্দন ও মুখা এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা পা-  
কান্তে তৈল সর্ষাপে মর্দন করিলে বায়ুরোগ বিবিধ প্রকার  
বিষম জ্বর কাস শ্বাস অরুচি ত্রিক পৃষ্ঠ কটিগত রোগ  
কণ্ডু ও স্ফোটিকাদি আরোগ্য হয় পাপালক্ষ্মী ও গ্রহ  
বৈগুণ্য পীড়াদির উপশমের নিমিত্ত অশ্বিনিকুমার এই  
মহৎ লাক্ষাদি তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন । ৫৩২

### দূর্বাদ্য তৈল ।

দূর্বা চব্যং ফলং মাষং কুলথং বংশ  
পত্রিকা । জল স্থলোদ্রবৌ কর্ণ মোরটৌ  
খর মঞ্জরী । দণ্ডোৎ পলস্য মূলানি ক্কা-  
থ্যমর্ষ গুণাস্তসি । তৎসর্বং শোধিতে  
তৈলে তৈল তুল্যং বিপাচয়েৎ ॥  
তত্তৈলং প্রতিমর্দেন নস্যেনৈব জ্বরং  
জয়েৎ । ৫৩৩

দূর্বাচই ফল, মাষকলাই, কুলথকলাই, বংশলোচন, জল-  
স্থলকডাত কর্ণমোট, অপামার্গ ও দণ্ডোৎপল এই কয়  
দ্রব্য প্রত্যেকে অঙ্কসের লইয়া ভাল ১৬ সের শেষ কাথ  
/৪ সের থাকিতে কটু তৈল /৪ সের সহিত পাক ক-  
রিয়া সিদ্ধ হইলে মর্দন দ্বারা এবং নস্য দ্বারা জ্বর নাশ  
হয় । ৫৩৩

ক্ষীর অঙ্গারক তৈল ।

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চব্যং চিত্র  
 মহৌষধং । তালীশং বিকসা দারু কা-  
 র্ষিকং সম ভাগিকং ॥ ক্ষীরারনালৈঃ  
 পচেৎ পশ্চাৎ জম্বীরস্য রসেনচ ।  
 প্রত্যেকং তৈল সংতুল্যং ক্ষীরং দেয়ং  
 দ্বিগুণকং ॥ পাচয়েৎ কুশলো বৈদ্যঃ  
 কপূরেণৈব বাসিতং । বাতিকং পৈ-  
 ত্তিকং চৈব হৃন্দ্রজং সান্নিপাতিকং ॥  
 সম্ভৃত সততশ্চৈব জীর্ণ বিষম সংক্রকং ।  
 কামলা পাণ্ডু রোগঞ্চ স্নীহানং বক্র-  
 ত তথা ॥ সর্ব জ্বরং নিহন্ত্যাশু তৈল  
 অঙ্গারকং মহৎ । ৫৩৪

পিপ্পলী, পিপ্পলী মূল, চই, চিতা, শুষ্ঠী, তালীশ পত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও দেবদারু এই সকল কল্ক দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। মুছন তিলতৈল /৪, দুগ্ধ /৮, কাঞ্জিক /৪ ও গোঁড়া লেবুর রস /৪ ক্রমে পাক হইলে যথা সম্ভব গন্ধ দ্রব্য দিবেক এই ক্ষীর অঙ্গারক নামক তৈল কপূর দ্বারা সুগন্ধি করিবে বাতিক, পৈত্তিক, হৃন্দ্রক, সান্নিপাতিক, সম্ভৃত, সতত, জীর্ণ ও বিষমজ্বর সকল বিনাশ হয়, কামলা, পাণ্ডু, বক্র, বিনাশ হয় । ৫৩৪

### বৃহৎ ষটকটু তৈল ।

মুক্তারনালা দধিমস্তু তক্রং । ফলাম্বু-  
ভাগেন সমং হিতৈলং ॥ কৃষ্ণাদি-  
কল্কে মৃদুবহ্নি সিদ্ধং । অভ্যাঙ্গনে  
বাত কফজ্বর্যাণাং ॥ নিবারণং তদ্বি-  
ষমজ্বর্যাণাং । ষটকটু তৈল বরং  
মহাচ্চ ॥ ৫৩৫

কটু তৈল /৪ সের, মুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের,  
দধি /৪ সেব. দধির মাংস /৪ সের, ত্রিকলা কাথ /৪ সের,  
কল্কার্থ পিপ্পলাদি পাচন কল্ক মিলিত /১ সের মৃদ-  
বহ্নিতে সিদ্ধ করিয়া এই তৈল মর্দনে বাত কফ জ্বর বিষমজ্বর  
নিবারণ হয়। ৫৩৫

### অক্ষারক তৈল ।

অভ্যাঙ্গাচ্চ প্রদেহাচ্চ সন্ধিস্থে বিষম-  
জ্বরে শীতোষ্ণঞ্চ কৃতং দদ্যাৎ সর্ব  
জীর্ণ জ্বরে তিষক্ ॥ মূৰ্ব্বা লাক্ষা হরি-  
দ্রেদে মঞ্জিষ্ঠা সেলু বারুণী । বৃহ-  
তী সৈন্ধবং রান্না কুষ্ঠং মাংসী শতা-  
বরী আরনালাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বি-

পচেদ্বিষক্ ॥ তৈলং অঙ্গারকং নাম  
সর্বজ্বর বিনাশনং ॥ ৫৩৬

এই তেল সর্পাঙ্গে বিশেষ সন্ধিহানে মর্দনে জীর্ণ জ্বর সকল নাশ হয় । মর্দন করনের সময় ঐষদুগ্ধ করিয়া বৈদ্যা ব্যবহার করিতে দিবেক ।

প্রথমে পূর্বোক্ত মুচ্ছন করা কটু বা তিল তেল ১/২ সের কাথার্থ পুরাতন কাঁজি ১/৮ সের কল্কাার্থ লাফা, মূর্গা, হরিদ্র, দাক হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালসশার মূল ব্যাকুড় সৈন্ধব, রাস্না, কুড়, জটাংগী ও শতমূলী প্রত্যেক মিলিত অর্দ্ধ সের, পাক সিদ্ধ এই তেল মর্দনে সর্পপ্রকার জ্বর বিনাশ হয় । ৫৩৬

শুদ্ধস্যো ভয়তো বন্যজ্বরঃ শান্তিং ন-  
গচ্ছতি । অশেষ দোষকক্ষস্য তস্য তং  
সর্পিষা জয়েৎ ॥ ৫৩৭

অশেষ দোষে কক্ষ ব্যক্তি জ্বরিত হলে তাহাকে বি-  
চান দ্রব্য সংশোধন করিবে যদিও তদ্বারা জ্বর শান্তি  
না হয় তখন তাহাকে মৃত ভোজন করাইলে জ্বর শান্ত  
হইবে । ৫৩৭

কৃশশ্বেবাপ্য দোষক্ক শমনীয়ৈরুপাচরেৎ ।  
উপবার্বসৈলহস্ত জ্বরে দন্তপনোথিতে ॥  
ক্লিন্নাং যদাগ্গমন্দগ্নিতৃষাৰ্ভংপায়য়েন্নরং ।

তুই ছর্দিদাহঘর্ম্মার্জং মদ্যাপং লাজতর্পণং ॥  
সক্ষৌ দ্রমদ্রসা পশ্চাৎ জীর্ণা গমাং সরসোদ  
নং ॥ ৫৩৮

দুর্দল, অস্প দোষ জ্বরিত ব্যক্তিকে পাচন পান করা-  
ইলে রোগী জ্বর মুক্ত হইবে ।

গুরুতরাহার শীতল দ্রব দ্রব্য পানাদি হেতুক জ্বব  
জায়মান হইলে জ্বরিত বলবান মানবকে উপবাস করাইবে  
তাহাতে যদ্যপি মানব তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধা রহিত হয় তবে  
তাহাকে যথাগু অর্থাৎ কল দ্বারা পাঠিত যনের তরল  
কাথ পান করাইলে রোগী জ্বর হইতে মুক্ত হয় ।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি যদ্যপি জ্বরিত হয় এবং তৃষ্ণা বমন  
দাহ ঘর্মেতে পীড়িত হয় তাহাকে লালের তরল কাথ  
মধু জলের সহিত পান করাইয়া জীর্ণ হইলে মাংস  
যুষ্মের সহিত অন্ন পথ্য প্রদান করিবে তাহাতেই সেই  
ব্যক্তি জ্বর মুক্ত হইবে । ৫৩৮

উপবাস শ্রমকৃতে ক্ষীণে বাতাধিকে  
জ্বরে । দীপ্তামিৎ ভোজয়েৎ প্রাজ্জঃ  
মৎস্যমাংস রুসোদনং ॥ . মুক্কাযর্ষেদন-  
ক্ষাপি হিতং কক সমুথিতে । সএব  
সিতয়াযুক্তঃ হিতঃ পিত্ত সমুথিতে ॥  
দাড়িনাম লমুকানাং যুষ্মানিল পৈ-



ত্রিকে ॥ হৃষ্মূলক যেষণ ভোজয়েৎ  
কফবাতিকে ॥ পটোল নিম্ব যুষ্ট  
হিতঃপিত্তকফায়কে । ৫৩৯

উপবাস বা শ্রম জন্য জ্বর হইলে অথবা ধাতু ক্ষয়  
জন্য জ্বর হইলে এবং বায়ু প্রবল জ্বর হইলে যদ্যপি জ্বর-  
িত ব্যক্তি, দীপ্তাগ্নি হয় তাহাফে মাংস রসের সহিত অন্ন-  
পথ্য দিবে । জ্বর, কফ জন্য হইলে তথায় মুদগা যুষের সহি-  
ত অন্ন পথ্য দিবে । পিত্ত জন্য জ্বর হইলে, তথায় চিনির  
সহিত মুদগা যুষ পথ্য দিবে । বাত পিত্তজ্ব জ্বর হইলে ত-  
থায় দাড়িম আদলকী সৃন্দোর যুষ পথ্য দিবে । কফ বাতিক  
জ্বরেতে হৃষ্মূলক যুষ পথ্য দিবে । পিত্ত কফ জন্য জ্বরে-  
তে পটোল ও নিম্বের যুষ পথ্য দিবেক । ৫৩৯

দীর্ঘপত্রক কর্ণাখ্যনেত্রং খদির সংস্কৃতং ।  
তাম্বুলৈস্তাদিনেভুক্তং প্রাত বিষমজ্বরনুৎ ॥  
রসোম কঙ্কতিল তৈলমিশ্রং যোগ্নাতি  
নিত্যং বিষমজ্বরার্ভঃ । বিমু্যতে সোপ্য  
চিরাৎ জ্বরণ রাতাময়েশ্চাপি সুঘোর  
কপৈঃ ॥ ৫৪০

প্রভাত সন্ধ্যে সোদালের মূল, রসোনের মূল, খদির  
তাম্বুলের সহিত ভক্ষণ করিলে বিষম জ্বর নাশ পায় । যে  
ব্যক্তি প্রাতঃকালে রসোনের কঙ্ক, তিল তৈলে মিসাইয়া

প্রত্যহ ভক্ষণ করে, সেই বিষম জ্বরী, জ্বর, এবং স্ফকটিন বায়ু জন্য পীড়া হইতে শীঘ্রই মুক্ত হয় । ৫৪০

প্রাতঃ প্রাতঃ সসর্পিবা রনোনমু পযো-  
জয়েৎ । পিম্পলী বর্দ্ধমান স্বাপিবেৎ  
ক্ষীররসাশনঃ ॥ ষট্ পলম্বা পিবেৎসর্পিঃ  
পথ্যাম্বা মধুনালিহেৎ পয়স্শৈলং ঘৃতক্লেব  
বিদারীক্ষুরসো মধুঃ । সংমূচ্ছ্য পায়  
য়েদেতদ্বিষম জ্বর নাশনং ॥ ৫৪১

যে ব্যক্তি, প্রভাত সময়ে প্রত্যহই যত সহিত, রনোন ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি, পিপুলকে প্রত্যহ এক এক বাড়াইয়া ভক্ষণ করে, এবং দুষ্কের সহিত অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তি বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয় । যেই ব্যক্তি, ষটপল্ যত, রাত্রি যোগে শয়ন কালে ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি, শয়ন কালে প্রত্যহই মধুদিয়া হরীতকী ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি, দুষ্কেতে তিল তৈলেতে বা যতেতে ভূমিকুস্মাণ্ড, ইক্ষুর রস, ও যচ্চিমধু দিয়া পাক করিয়া খায় সেই ব্যক্তি বিষমজ্বর হইতে মুক্ত হয় । দুষ্কেতে তিন দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া দুষ্কের সহিত ভক্ষণ । করিবে তৈলেতে তিন দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তৈলের সহিত

ভক্ষণ, করিবে ঘৃতেতে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে । ৫৪১

কপোত পক্ষিণঃ পক্ষ্ম, নেত্র ছয় মথা-  
পিবা । ধারয়েচ্চ রবে বীরে হস্তে বা  
মস্তকে থবা ॥ কম্পজ্বর বিনাশঃ  
স্যান্নাত্র কার্য্যাবিচারণা । ৫৪২

গৌরীকাঞ্চলিকা ।

যুযুপক্ষির পর অথবা নয়নদ্বয় রবিবারেতে সংগ্রহ পূ-  
র্ব্বক যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তেতে, স্ত্রী জাতি বাম হস্তেতে  
এবং মস্তকে ধারণ করে তাহার কম্পজ্বর বিনাশ হয় ইহা-  
তে সন্দেহ নাই । ৫৪২

বিষ পত্র সমূহাংশ্চ মরিচ সহ সংযু-  
তান্ । নির্মলে প্রস্তুরে ক্ষিপ্ত্বা মর্দ-  
য়েনির্ম্মলে জলৈঃ । যদা কর্দমতাং  
প্রাপ্তং দ্রব্যং তৎ গৃহ্যত্নতঃ ॥ রৌদ্রে  
সংশোষ্য মতিমান্ বটীকাং চণ সন্নি-  
ভাং । কৃহ্নাচ দাপিয়েৎ শীঘ্রং জ্বরা-  
গমন পূর্ব্বতঃ ঘৃতেন ধেনুজাতেন পি-  
বেচ্চ স্থিরমানসঃ । অবশ্যং জ্বরমুক্তঃ  
স্যান্নরঃ শুক্ কলেবরঃ ॥ ৫৪৩

তেলাকুচার পাতা কতকগুলি আনিয়া শূঁঙা ফেলা-

ইয়া দিয়া জলে ধৌত করিবেক পরে ষত গুলি পাতা লইবে তাহার ওজনে কালমরিচ লইয়া উত্তম শিলাতে জল দিয়া পেয়া করিবে যখন কাঁদার ন্যায় হইবে তখন রৌদ্রেতে শুখাইয়া বটী ছোলার মত করিবে পরে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তি, জ্বর আসিবার পূর্বেতে গব্য যত সহিত স্থির মন হইয়া পান করিলে কম্প জ্বর হইতে মুক্ত হয় । ৫৪৩

তোলকদ্বয় সম্মানাং ব্রহ্মদর্ভাং সুসং-  
স্কৃতাং । আনীয় পাতয়েদ্রাত্রৌ জল  
পূর্ণেচ পাত্ৰকে ॥ ততঃপ্রাতঃ সমুদ্বৃত্য  
জলপূরিত পাত্ৰকে । সংশোষ্য সূর্য  
কিরণৈঃ সংখোদ্য পাত্ৰ সংস্থিতান্ ॥  
তণ্ডুলাংশ্চ সমুৎপাদ্য পাদমরিচসংযুতান্  
কৃৎবাচ পেষয়েৎ খল্লে সমালোভ্যচ  
পানিনা । মৃদ্ধগ্নিনাপচেৎতচ্চ স্বাঙ্গ-  
শীতং সমুদ্বরেৎ ॥ প্রভাতে তক্ষয়ে-  
চ্চৈনং জ্বরাগমন পূর্বতঃ ॥ অবশ্যং জ্বর  
মুক্তঃস্যৎ সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ ॥ ৫৪৪

তোলকদ্বয় পরিমিত যবানী পরিষ্কার করিয়া পরে রজনীবোণে জলপূর্ণ পাত্রেতে ভিজাইবেক পর দিবস প্রাতে ঐ যবানী সকল রৌদ্রেতে শুখাইয়া কোন পাত্রেতে রাখিয়া চাউল বাহির করিবেক পরে ঐ চাউলের সিকি

অংশ মরিচ সহিত মিলাইয়া শিলাতে পিষিবেক পরে  
জলেতে গুলিয়া মন্দানলেতে পাক করিয়া শীতল হইলে  
উহাকে প্রাতে ভোজন করিবে কিম্বা জ্বর আসিবার পূর্বে  
খাইবে ইহাতে জ্বর হইতে মুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই । ৫৪৪

ভূনিম্বং গুড়চীংশুচীং পপ্পটং পিপ্প-  
লীং তথা । সমস্তং স্বাতুল্যংস্যৎ খোদ  
য়েচ্চশিলাতলে ॥ বিধুকলাষিতং বারি  
দত্ত্বাবল্লৌচপাচয়েৎ । যদাপাদাবশেষন্ত  
চন্যাস্তচ্চাবতারয়েৎ ॥ স্বাস্থ্যশীতং সমা-  
জ্জায় পিবেচ্চ জ্বরশাস্তয়ে । বিষম জ্বর  
নাশায় হিতার্থং কেন মুনিনা নিম্বিতং  
লোক সংত্রাসাৎ জ্বরসাগমনে পুবা ॥ ৫৪৫

চিরতা, গুলঞ্চ, শুঁচ, ক্ষেত্রপাপড়া ও পিপ্পল সমস্ত মি-  
লিত তোলকদ্বয় পরিমাণে লইয়া পরে ইনকল দ্রব্য পরিষ্কার  
করিয়া শিলাতে কুটীবেক অনন্তর ঘোড়শ গুণ তল দিয়া  
মৃদু জ্বালেতে বন্ধিতে পাক করিয়া শীতল হইলে পান  
করিবেক কোন ঋষি জ্বরগণের পূর্বেতে লোকের ত্রাস হয়  
তজ্জন্য এই পাচন নির্মাণ করিয়াছেন । ৫৫০

অর্দ্ধসরাবমানন্ত কৃষ্ণছাগী সমুদভবং ।

দুষ্কংপীত্বাজ্বরীদেহী মুচ্যতেজ্বরসঙ্কটাত্চা-

তুর্থকাদ সাধ্যাচ্চ সত্যং সত্যং নসং-

শয়ঃ ॥ ৫৪৬

কৃষ্ণছাগী জাত দুগ্ধ অর্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া চাতুর্থক  
ছর আগমনের পূর্বে খাইলে ঐ ছর হইতে মুক্ত হয় ইহা  
সত্য । ৫৪৭

মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বাতৎসপ্তখণ্ডকং ।

আদ্রকৈঃ সহভক্ষত মহাজ্বর বিনা-

শনং ॥ ৫৪৭

কেশুন্দের মূল সাতখণ্ড করিয়া আদার সহিত ভক্ষণ  
করিলে মহাজ্বর বিনাশ হয় । ৫৪৭

নাগরং গুড়চীচৈব ধান্যকং রক্তচন্দনং ।

উশীরশ্লেষ পশ্লেতৎক্কাথয়েৎ ভিষজা-

ম্বরঃ ॥ চতুর্ভাগাবশেষঃ সংক্কাথঃ সম-

মুশীতলঃ ॥ কম্পং শিরোরুজং তীব্রং

জ্বরংহন্তি মরুদ্রবং ॥ ৫৪৮

গুঁঠ, গুলঞ্চের ডাটা, ধনে, রক্তচন্দন কাষ্ঠ, বেগাঘা-  
সের মূল এই পাঁচ দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুই তোলা পরি-  
মিত লইয়া শিলাতে কুটীয়া এক ঙ্গল মধ্যে দিবেক  
পরে উহাতে অর্দ্ধসের পরিমিত নির্মল তল দিয়া পরে  
চলাতে অগ্নি জ্বালন পূর্বক উহাতে হাঁড়ি বসাইয়া মৃন্দু  
জ্বাল দিয়া পাক করিবেক যখন দেখিবে যে তল ১০

অর্দ্ধপোয়া রহিল তখন তৈলা হাতে নাবাইয়া শীতল ক-  
রিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। রোগী এই কাথ মধুর  
সহিত খাইলে কম্প, মস্তকের বেদনা, বায়ুজনিত তীব্র জ্বর  
বিনাশ হয় । ৫৪৮

অপানার্গ শিখাংকট্যাং সপ্ত লোহিত  
তন্তুতিঃ । বন্ধাতূর্ণং বুবের্বারে জ্বরংহন্তি  
তৃতীয়কং ॥ ৫৪৯

শুঁচি, পিপুল, নরিচ, আদা বাসক বুকের মূলের রস  
সু মধু এই কয় দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা প্রমাণে লইয়া  
সমুদায়ে ৬ তোলা গ্লিষ্টিয়া তিন দিবস পান করিলে  
ঐকাহিক জ্বর নাশ হয় রবিবারে প্রাতে স্নান করিয়া  
শুঁচি পূর্বক অপানার্গের নিকট গমন পূর্বক আপাতের সিখা  
লইবেক এই সিখা আনিয়া সাতগাছী রক্তবর্ণ সূতাতে বন্ধ  
পূর্বক রোগীকে টীদেণে পারা বরাইলে সর্ব প্রকার জ্বর  
নষ্ট হয় । ৫৪৯

করেবকন্তুতিঃপুয়া মলং জ্বহাং তথা ।  
হস্তেবন্ধং পলাশস্য অপানার্গস্য বা  
প্রিয়ে ॥ শূল নর্ব্বজ্বরং জ্বরেপ্রতাদি  
নস্তবং ॥ সমভাগং ত্র্যম্বকং আর্দ্রকং বা-  
সকং মধু । ঐহাহিকং জ্বরংহন্তি তক্ষ-  
ণাচ্চ দিনত্রয়ং ॥ ৫৫০

রবিবারেতে নিসিন্দা বৃক্ষের মূল উচাইয়া পুরুষ দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীজাতি বানহস্তে রাখিলে জ্বর নষ্ট হয় ।

হে দেবি রবিবারেতে পলাশ বৃক্ষের মূল উচাইয়া পুরুষ শুচিপূর্বক দক্ষিণ হস্তেতে ধারণ করিবে এবং স্ত্রীজাতি বানহস্তে ধারণ করিবে ইহাতে সকল প্রকার ভূত প্রেতাদিজাত জ্বর নষ্ট হয় ।

এবং অপামর্গ বৃক্ষের মূল রবিবারে প্রাতে শুচিপূর্বক উচাইয়া পুরুষ দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীজাতি বানহস্তে ধারণ করিলে ভূত প্রেত পিশাচ বকর রক্ষ গন্ধর্বাদি কৃত সর্ব প্রকার জ্বর নষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই । ৫৫০

গুণ্ডুললুক পুচ্ছাভ্যাং ধূপিতোমানুষো

যদি । চাতুর্থকজ্বরংহন্তি কৃষ্ণবস্ত্রাব

শুচিতঃ ॥ ৫৫১

জ্বরিত রোগী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রেতে চতুর্দিকে আবৃত হইয়া গুণ্ডুল পেষ্টের পুচ্ছ উপর দ্বারা ধূম গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনাশ হয় । ৫৫১

জন্মফলং হরিদ্রাচ সপ্তকমেবচক্ষুক ।

সর্বজ্বরানাং ধূপোয়ং হর্ত্ত্বাবাত্র্যক্ষ-

কস্যচ ॥ ৫৫২

জন্মফল, হরিদ্রা, সর্পের খোলস ৭টা এই সকল দ্রব্য মিশ্র করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিলে ধূম উত্থিত হইবে



এ ধূপ রোগী নিজ শরীরে গ্রহণ করিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয় । এবং রুদ্রাক্ষের ফল কতকগুলি লইয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যে ধূম উৎখিত হইবে রোগী এ ধূম বস্ত্রাবৃত হইয়া গ্রহণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয় । ৫৫২

রবিবারেসমৎপাট্য অপামার্গস্য মূলকং ।

সপ্তসূত্রে করেবন্ধা নিত্যজ্বর হরন্তথা ॥৫৫৩

রবিবারেতে আপাণ্ড বৃক্ষের মূল উচাইয়া শূচি পূর্বক পুষ্ক দাগিণ করেতে এবং স্ত্রীজাতি বান করেতে সাতগাছী সূতার দ্বারা বাঁধিলে প্রাত্যহিক জ্বর নাশ হয় । ৫৫৩

অথ নিমন্ত্রয়ে দেবি শুষ্ক লাঙ্গল মৃত্তিকাং ॥ তিলকং তৎ প্রভাতেচ শয্যা-  
য়াং কারয়েন্নরঃ ॥ ঐকাহিকং জ্বরং  
তীব্রং নাশয়ে দ্রবিবাসরে ॥ ৫৫৪

হে দেবি ! রবিবারেতে লাঙ্গলের শুষ্ক মৃত্তিকাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে প্রভাতে শয্যায় বসিয়া ঐ মৃত্তিকার তিলক করিলে ঐ কাহিক তীব্র জ্বর নাশ হয় । ৫৫৪

সহ দেবা ধৃতং কর্ণে লাঙ্গলী মূলকং  
গলে বৃহতী মূলকম্বাপি মূলং বাট্যাল  
কোদভবং ॥ বন্ধং শিরসি সূত্রেণ নানা  
জ্বর বিনাশনং ॥৫৫৫

রবিবারেতে সহ দেবার মূল কর্ণে ধারণ করিবে বিষ  
লাঙ্গলের মূল গলদেশে ধারণ করিবে, বৃহতীর মূল, গল  
দেশে ধারণ করিবে ও শ্বেত বেলেড়ার মূল শ্রুত। দিয়া বাঁধি-  
য়া মস্তকে ধারণ করিবে, ইহাতে নানা প্রকার জ্বর নাশ  
হয় । ৫৫৫

যদা সরস্বতীতীরে অপুত্রা তাপসী  
মৃত্যু ॥ তসৈ্য তিলোদকং দদ্যামু-  
ঞ্চৈত্ব কাহিকো জ্বরঃ । ৫৫৬

সরস্বতী নদীর তীরেতে পুত্র রহিতা তাপস কন্যা  
মৃত্যু হইয়াছেন তাঁহাকে তিল যুক্ত দ্বারা তর্পণ করিলে  
ঐকাহিক জ্বর নাশ হয় । ৫৫৬

ওঁ বাণ যুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্কে সম  
প্রভে ॥ জাতোসৌ সৃমহাবীর্ষ্যো মুঞ্চ  
ত্বেকাহিকো জ্বরঃ ॥ লিখেদশ্বথ  
পত্রেণ বাহৌমন্ত্রং প্রধারয়েৎ ॥ ঐ  
হাহিকং জ্বরং হস্তি পুরুষো দক্ষিণে  
ক্রমাৎ ॥ ৫৫৭

দ্বাদশ সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী মহা ঘোরতর বাণ  
রাজের যুদ্ধেতে জাত এই মহাবীর্ষ্য সম্পন্ন ঐকাহিক জ্বর  
পলায়ন করুন কথিত মন্ত্রটী অশ্বথ পত্রেতে লিখিয়া পু-

রুম্ জাতি দক্ষিণ হস্তেতে ও স্ত্রীজাতি বাম হস্তেতে ধারণ  
করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয় । ৫৫৭

সমুদ্রস্যোত্তরেতীরে দ্বিবিধো নাম বানরঃ ।  
জ্বরমেকাহিকংহস্তি লিখিতেচ গৃহো-  
দরে ॥ ৫৫৮

গৌরী কাঞ্চলীকা তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে সমুদ্রের উত্তর  
তীরেতে দ্বিবিধ নামে বানর আছে। তিনি ঐকাহিক জ্বরকে  
নষ্ট করেন এই কথাটা গৃহের মধ্যেতে লিখিয়া রাখি-  
বেক । ৫৫৮

প্রভাত সময়ে দেবিমণ্ড গোমূত্রকস্তথা ।  
প্রপিবে দর্দ্ধভাগেন সন্নিপাত জ্বরাপহং ॥  
দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং নাগরং বৃহতীদ্বরং ।  
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্বং সন্নিপাত  
জ্বরাপহং ॥ শেফালিকাত্বচং পুষ্পমশ্বি  
ন্যাং বটিকাকৃতং । অজারোম্না মণিবন্ধে  
বন্ধস্ত সন্নিপাতনুং ॥ ৫৫৯

হে দেবি প্রভাত সময়েতে লাজেরমণ্ড অর্দ্ধ পোয়া  
ও গোমূত্র এক ছটাক এই উভয় মিলাইয়া পান করিলে সন্নি-  
পাত জ্বর নষ্ট হয় ।

দেবদারু বৃক্ষের ছাল, ধনে, শুঁঠ, কণ্টকারী ও ব্যাকুড়,  
এই সমুদয় মিলিত ২ তোলা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধ সের

জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ঠাণ্ডা হইলে ইহা পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয় এই পাচন অগ্রেতে পান করাইয়া পরে মণ্ড ভক্ষণ করাইবে এই প্রণালীতেই সান্নিপাতিক জ্বর অনায়াসে নষ্ট হয় ইহা সত্যই যেহেতু শিব বাক্য কখনই মিথ্যা নহে ।

শেফালিকা বৃক্ষের ছাল, এবং শেফালিকা বৃক্ষের প্রস্ফুটিতপুষ্পসমূহ এই দ্রব্যদ্বয় সমান পরিমাণে লইয়া বটা করিবেক ঐ বটাকা ছাগলের লোম সমূহ দ্বারা বদ্ধ করিয়া মণিবন্ধেতে ধারণ করিলে সান্নিপাত নষ্ট করে । ৫৫৯

গৌরীকাঞ্চলিকা তন্ত্র ।

### সূত্র ।

মদ্য নিত্যস্য নহিতা যবাণ্ডস্তমুপাচরেৎ ।  
 যৃষৈরনৈ রননৈর্কবা জাঙ্গলৈর্কবা রসৈ-  
 হিতৈঃ মদ্যং পুরাণং মন্দাগ্নে ষ্ববান্নোপ-  
 হিতং হিতং । সবে্যোষং বিতরে শুক্রং  
 কফারোচকপীড়িতে ক্লশোপ্প দোষো-  
 দীনশ্চ নরো জীর্ণজ্বরাদ্ধিতঃ ॥ বিবন্ধঃ  
 সৃষ্টদোষশ্চ রুদ্ধঃ পিত্তালিলজ্বরী ।  
 পিপাসার্ত্তঃ সদাহোবাপয়সা স সুখী  
 ভবেৎ ॥ তদেবতু পয়ঃপীতং তরুণে

হন্তিমানবং । সর্বজ্বরেষু সপ্তাহং মা-  
 ত্রাবন্তোজনংহিতং ॥ বেগাপায়েন্যথা  
 তদ্ধি জ্বরবেগাতিবর্দ্ধনং । জ্বরিতোহিত  
 মশ্নীষাৎ যদস্যচরুচির্ভবেৎ ॥ অন্নকালে  
 হ্যভুঞ্জালো ক্ষীয়তেশ্রিয়তেথবা । গুরুব্য  
 ভিষ্যন্দ্যকালেচ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন ॥  
 নতু তস্যাহিতং ভুক্ত মাযুষেচাসুখায়চা ।  
 সততং বিষমং চাপিক্ষীগস্য সুচিরো-  
 থিতং ॥ জ্বরংসংতোজনৈঃ পথৈর্লঘুভিঃ  
 সমুপাচরেৎ ॥ মুদান্‌মসূরাংশ্চগকান্  
 কুলথান্‌ সমকুষ্ঠকান্‌ । আহারকালে  
 য়ার্থংজ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ লাবান্  
 কপিঞ্জলানেগান্‌ পৃষতান্‌ শরতান্‌ শশান্‌ ।  
 কালপুচ্ছান্‌ কুরঙ্গাংশ্চ তথৈবয়ুগমা  
 ত্রিকান্‌ ॥ মাংসার্থে মাংস সাত্যুয়ানাং  
 জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ ॥ সারস ক্রৌঞ্চ  
 শিখিনঃ কুক্কুটাংশ্চিতিরীংস্তথা । গুরু-  
 ত্বান্নপ্রশংসন্তি জ্বরে কেচিৎ কিচৎসিকাঃ ॥  
 জ্বরিতানাং প্রকোপন্তু যদাযাতি সমী-  
 রণঃ । তদৈতেপিহিশস্যন্তে মাত্রাকালো

পপাদিতাঃ ॥ পরিষেকাবগাহাংশচ স্নে-  
হান্ সংশোধনানিচ । সূনাত্যঙ্গ  
দিবা স্বপ্নশীতব্যায়াম যোষিতঃ ॥ ন  
ভজে তজ্জরোৎসৃষ্টৌষাবনোবলবান্ ভ-  
বেৎ ॥ ৫৬০

মদ্যপায়ি ব্যক্তিদিগের যবাগৃহিত জনক নহে । অল্প যূষ  
বা অন্য যূষ কিম্বা হিতজনক ডাঙ্গল জন্তুর মাংস যূষদ্বারা  
তাহাকে পথ্য দিবে । জীর্ণ জ্বরিত ব্যক্তির, মন্দাগ্নি হইলে  
উহাকে পুরাণ মদ্য পানার্থে প্রদান করিবে এবং হিত-  
জনক যবান্ন দ্বারা নিম্নিত দ্রব্য সকল ভক্ষণার্থ প্রদান  
করিবে এই ক্রিয়াদ্বারা মন্দানল প্রজ্বলিত হইবে জীর্ণ  
জ্বরিত ব্যক্তি কফ দ্বারা অরুচি, পীড়িত হইলে উহাকে  
শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সহিত মিলিত তক্র পান করিতে দিবে  
তদ্বারা উহার অরুচি শান্তি পাইবে ।

বায়ু পিত্ত জন্য জীর্ণ জ্বরী, কূশ, অস্পদোষ, দুর্বল  
বদ্ধমল, বদ্ধমূত্র, দাহবান, পিপাসু হইলে উহাকে পানার্থে  
দুগ্ধ প্রদান করিবে তদ্বারা ঐ ব্যক্তি সুখী হইবে ।

দুগ্ধ নবজ্বরে পান কলে পীতদুগ্ধব্যক্তিকে  
নষ্ট করেন । সকল জ্বরেতেই সপ্তাহ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ আহার  
করিবে । জ্বরের বেগ থাকিতে যদ্যপি অতিশয় আহার  
করে তাহাতে জ্বরেরই বেগ বৃদ্ধি হয় অতএব জ্বরিত ব্যক্তি  
আপনার হিতজনক পথ্য দ্রব্য যাহাতে আপনার রুচি

হইবে তাহাই ভোজন করিবে। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে জ্বরিত ব্যক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিম্বা কালগ্রাসে পতিত হয়। জ্বরিত ব্যক্তি, ভোজন কালেতে গুরুপাক ও ভেদক দ্রব্য কোনমতেই ভোজন করিবে না। অহিত ভোজনটী তাহার আয়ুর বা সুখের নিমিত্ত হয় না। ক্ষীণ ব্যক্তির সতত বিষম বা বহুকাল জনিত জ্বরকে লঘু ভোজন দ্বারা সেবন করিবে। জ্বরিত ব্যক্তির স্বজন, ভোজন সময়ে জ্বরিত ব্যক্তিকে মৃদা, মসুর, চণক, বন্য মুদা ইহাদিগের যুষ পথ্য দিবে। ছাতারে পক্ষী, তিতরপক্ষী, এণ নামক মৃগ জাতি, পৃষত নামক মৃগজাতি, শরভ নামক মৃগেন্দ্র জাতি, শশক নামক মৃগেন্দ্র মৃগজাতি, কালপুচ্ছ নামক মৃগজাতি, কুরঙ্গ নামক মৃগজাতি এবং যাবদীয় মৃগজাতি ইহাদিগেব মাংসের যুষ মাংসাশি জ্বরিত ব্যক্তিকে পথ্য দিবে। সারস পক্ষী জাতি, ক্রৌঞ্চ নামক বকজাতি, ময়ূর জাতি, কুকুট \* জাতি ও বসন্ত গৌরীপক্ষি জাতি এই সকল পক্ষির মাংসের গুরুত্ব আছে তজ্জন্য কোন কোন চিকিৎসকেরা ইহাদিগের মাংস জ্বরিত ব্যক্তির আহার বিষয়ে ব্যবস্থা করেন না। যখন জ্বরিত ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রকোপ হয় তৎকালে উহাদিগে মাংস মাত্রানুসারে সময় বিশেষে ব্যবস্থা করেন। জ্বরিত ব্যক্তি, জ্বর মুক্ত হইয়া যাবৎকাল পর্যন্ত বলবান্ না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত স্নান, অবগাহন তৈল মর্দন, বমন, বিরে-

\* ইংরাজি চিকিৎসকেরা ইহারে চিকন ব্রথ কহে শাস্ত্র-মতে বন্য কুকুট খাইতে নিষেধ নাই।

চন, স্বেদ, বস্তিকৰ্ম্ম, তৈলমর্দনান্তর স্নান, দিবা নিদ্রা, শীতল দ্রব্য ব্যবহার, ব্যায়ামকরণ ও স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি করিবে না । ৫৬০

ত্যক্তস্যাপি জ্বরেণাশু দুর্বলস্যাহিতৈ  
 জ্বরঃ । প্রত্যাপন্নোদহেদেহং শুকং  
 বৃক্ষমিবানলঃ ॥ তস্মাৎকার্ষ্যঃ পরীহারো  
 জ্বরমুক্তেন জন্তনা যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যা-  
 দ্দোষতঃ প্রাগতস্তথা জ্বরে প্রমোহোভবতি  
 স্বপ্নৈরপ্যবচেষ্টিতৈঃনিঃবগ্নংভোজয়েত্তস্মা  
 ন্মত্রোচ্চারৌচকারয়েৎ ॥ অরোচকে গাত্র-  
 সাদে বৈবর্ণেঙ্গমলাদিষু ॥ শান্তজ্বরোপি  
 শোধ্যঃ স্যাদনুবন্ধভয়ান্নরঃ । নজাতু  
 তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্ষিতং ॥  
 তেনসন্দৃষিতোহ্যস্য পুনরেব ভবেজ্জ্বরঃ ।  
 চিক্লিসেচ্চ জ্বরান্ সর্বান্ নিমিত্তানাং বিপ-  
 র্যয়েঃ ॥ শ্রমক্ষয়াভিজাতোথেমূলব্যাদি  
 মুপাচরেৎ । স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং স্ত-  
 গ্যাবতরণেচয়ঃ তত্রসংশমনং কুৰ্য্যা-  
 দ্যথাদোষং বিধানবিৎ ॥ ৫৬১

জ্বর মুক্ত, দুর্বল ব্যক্তির অহিতাচার দ্বারা জ্বর,



পুনর্বার আসিয়া দেহকে দক্ষ করে যেমন অনল শুক বৃক্ষকে দক্ষ করে । তাবৎকাল জ্বর মুক্ত ব্যক্তি নিষিক্ত কৰ্ম করিবে না যে পর্য্যন্ত প্রাণী স্বাভাবিক বায়ু পিত্ত কফ রক্তাদি ধাতু ও বল হইতে স্বচ্ছন্দাবস্থা প্রাপ্ত না হয়েন যেহেতু জ্বরযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গ চেষ্টা করিলেও বিলক্ষণ মোহ রোগ উপস্থিত হয় । জ্বরযুক্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে দুর্বলতা প্রযুক্ত তাহাকে জাগরিত করিয়া ভোজন করাইবে এবং মলমূত্র ত্যাগ করাইবে । দুষ্ক মলাদি জন্য জ্বরযুক্ত ব্যক্তির যদিপি অরুচি হয় এবং গাত্রের অবসন্নতা, বৈবৰ্ণতা হয় তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ দ্বারা শুদ্ধ দেহ করিবে কারণ কিঞ্চিৎ দুষ্ক মলাদি থাকিলে পরে জ্বর-গমনের আশঙ্কা হয় তজ্জন্যই মানব জ্বর মুক্ত হইলেও তাহাকে ঔষধ দ্বারা শুদ্ধ করিবে । জ্বরাকৃষ্ট ব্যক্তিকে কখনই শৈত্য দ্রব্য দ্বারা তৃপ্ত করিবে না যেহেতু সেই তর্পণ দ্বারা জ্বরযুক্ত ব্যক্তি, দূষিত হওয়াতে তাহার পুনর্বার জ্বরগমন হয় । বৈদ্য জ্বরের কারণ নাশক দ্রব্য দ্বারা সকল জ্বরের চিকিৎসা করিবে । শ্রম জন্য ক্ষয় জন্য অভিঘাত জন্য কোন ব্যাধি হইলে মূল ব্যাধিরই চিকিৎসা করিবে কারণ উহার চিকিৎসা করিলেই তাহাদিগের উপশম হয় । নষ্ট সমুত্তি স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যের অবতরণ সময়েতে সংশমন করিবে । ৫৬১

পিপ্পলী শর্করা কৌদ্রং ঘৃতংক্ষীরং

যথা বলং । খজেন মথিতং পেয়ং

বিষনজ্বর নাশনং ॥ পয়সা বৃষদংশস্য  
শকুদ্বৈগাগমে পিবেৎ । বৃষস্য দধি-  
মণ্ডেন স্বরয়া বা সসৈন্ধবং ॥ ৫৬২

পিপুল, চিনি, মধু, ঘৃত, সমুদায় লৌহ হাতাতে বি-  
লক্ষ্যরূপে মিশ্রিত করিয়া যথাবল তক্ষণ করিলে বিষম  
জ্বর নাশ পায় ।

জ্বরের বেগ আসিলে যে ব্যক্তি দিড়ালের বিষ্ঠা চূর্ণ  
দুগ্ধের সহিত পান করে সে জ্বর হইতে মুক্ত হয় গোম  
দধিনেত্রের সহিত কিম্বা স্বরের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব দিয়া  
খাইলে বিষম জ্বর নাশ পায় । ৫৬২

নীলনীমজগন্ধাঞ্চ ত্রিব্রতাং কটুরোহিণীং ।  
পিবেচ্চ জ্বরা গমনে স্নেহশ্বেদোপপাদি-  
তঃ ॥ সুরাং সমগ্ৰাং পানার্থে ভ-  
ক্ষ্যার্থে চরণাযুধান্ । তির্তিরীংশচ মযু-  
রাংশচ প্রযুজ্যাধ্বিষমজ্বরে ॥ ৫৬৩

বিষম জ্বরাক্রান্ত মানব, ঘৃত দ্বারা স্বেদিত হইয়া নীল-  
সুঁদী, বনষবানী, তেউড়ী ও কটুকী, এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ  
তোলাক পরিমাণে প্রত্যেকে গ্রহণ করিয়া পরে অর্দ্ধ সের  
জলেতে মৃদু জ্বলিত কুশান্ন দ্বারা পাক করিয়া অর্দ্ধ  
পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে কথিত দ্রব্যের  
কাথ জ্বরগমনের পূর্বেতে পান করিবে, তাহাতে ঐ রোগী

বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয় । ঐ রোগীকে যবাদি মণ্ডের সহিত সুরা পান করাইবে, এাং কুঁকুড়া, তিতর ও ময়ূর ইহাদিগের মাংস যুষ ভোজন করিতে দিবে । ৫৬৩

সৈন্ধবং পিপ্পলীলাঞ্চ তণ্ডুলাঃ সমনঃ  
শিলাঃ । নেত্রাঞ্জনং তৈলপিষ্টং বিষম  
জ্বর নাশনং ॥ ব্যাঘ্রী বলাহিঙ্গু সমা  
নস্যং তদ্বৎ সসৈন্ধবা । কৃষ্ণাম্বর দৃঢ়া-  
বন্ধো গুগ্গুললুকপুচ্ছজঃ ॥ ধূপশ্চাতুর্থকং  
হস্তি তমঃ সূর্য্যইবোদিতঃ । শিরীষ-  
পুষ্পস্বরসোরজনী দ্বয় সংযুতঃ ॥ নস্যং  
চাতুর্থকং হস্তিরসোবাগস্তি পত্রজঃ ॥ ৫৬৪

সৈন্ধব লবণ, পিপুলের চাউল ও মন ছাল এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে লইয়া তৈলেতে পিষিয়া নানেতে অঞ্জন  
দিলে বিষম জ্বর নাশ হয় । কণ্টকারী, বেলের, হিঙ ও সৈ-  
ন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া পিষিয়া নস্য করিলে বিষম জ্বর  
নাশ হয় । গুগ্গুল, পেঁচার পুচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে ত তাঁধি-  
য়া অগ্নিতে ধূপ দিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়, সূর্য্যোদয়  
হইলে যাদৃশ অন্ধকার নাশ হয় ॥

শিরীষ বৃক্ষের পুষ্প সমূহের রস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা  
এই তিন দ্রব্য মলিত করিয়া নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর  
নাশ হয় । এবং বকফুল বৃক্ষের পাতার রস নস্য করিলে  
চাতুর্থক জ্বর নাশ হয় । ৫৬৪

অষ্টাঙ্গ ধূপ ।

পলঙ্কবা নিম্বপত্রং বচাকুষ্ঠং হরীতকী ।  
 সর্ষপাঃসয়বাঃসর্পি ধূপনং জ্বরনাশনং ॥  
 পুরথ্যামবচাসজ্জবিল্বাকাগুরু দারুভিঃ ।  
 সর্বজ্বর হরোধূপঃ কার্যোয়মপরা-  
 জিতঃ ॥ বৈড়ালংশকুদ্যোজ্যং বেপ  
 মানস্য ধূপনং ॥ অপমার্গজটাকট্যাং  
 লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ । বন্ধাবারে  
 রবেস্তূর্ণং জ্বরংহন্তি তৃতীয়কং ॥ কাক  
 জজ্বাবলাশ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাজ্জলিঃ ।  
 পৃশ্নিপর্ণ্যপ্যপানার্গস্তথাভৃঙ্গরজোষ্ঠমঃ ॥  
 এষামন্যত্মমংমূলং পুষ্যেণোকৃত্যত্নতঃ ।  
 রক্তসূত্রেণ নংবেষ্ঠ্য বন্ধমেকাহিকং জ-  
 য়েৎ ॥ মূলংজয়ন্ত্যাঃ শিরসাবন্ধং সর্ব  
 জ্বরাপহং ॥ ৫৬৫

কণ্টকারী, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শরিষা, যব,  
 ও যত এই সকল দ্রব্য নিশিত করিয়া ধূপ দিলে জ্বর  
 নাশ হয় ।

গুগ্গুল, গন্ধত্বা, বচ, শালকাষ্ঠ ও বিল্বকাষ্ঠ এই স-  
 কল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপদিলে সর্বপ্রকার জ্বর নাশ

হয়। জ্বরেতে কম্প হইলে তথায় বিড়ালের বিষ্ঠার ধূপ দিলে কম্প নিবারণ হয়।

রবিবারেতে আপাণ্ডের মূল উঠাইয়া রক্তবর্ণ স্ত্রে-  
তে বদ্ধ করিয়া কটিতে বাঁধিলে তৃতীয়ক রক্ত নাশ হয়।  
কুঁচ বৃক্ষ, বেলেড়া, বিষতাড়ক, বামনহাটী, লাজুকলতা,  
চাকুল্যা, আপাণ্ড ও ভীমরাজ ইহাদিগের মধ্যে যাহার মূল  
পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া রক্তস্ত্রেতে বদ্ধ করিয়া কটিতে বা-  
ধিলে ঐ কাহিক জ্বর নাশ হয়। ৫৬৫

শ্রীপণী চন্দনোশীর পরুষক মধুকজঃ ।  
শর্করা মধুরোহন্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং  
জ্বরং ॥ পীতং পিত্ত জ্বরং হন্তি সারি-  
বাদ্যং শর্করং । সযষ্ঠামধুকং হন্যা-  
ত্তথৈবোৎপলপূর্বকং ॥ শূতশীতক  
ষায়ন্য সোৎপলং শর্করায়ুতং । গু-  
ড়চী পন্ন রোধুগাং সারিবোৎপলয়ো-  
স্তথা ॥ শর্করামধুরক্কাথঃ শীতঃ  
পিত্তজ্বর্যাপহং ॥ দ্রাক্ষারথধয়োশ্চা-  
পি কাশ্মর্য্যশ্চাথ বাপুনঃ । স্বাপূ-  
তিক্ত কষাণাং কষায়ৈঃ শর্করায়ুতৈঃ ॥  
মুশীতৈঃ শময়েত্ত্ব্ষাং প্রবৃদ্ধাং দাহ-  
মেবচ ॥ শীতং মধুযুতং তোয়মাকঠা-

দ্বাপিপাসিতং । বাময়েৎ পায়য়িত্বা  
 তুতেন ভৃগুপ্রশাম্যতি ॥ ক্কারৈঃ ক্কারি-  
 রিকষাবৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনযুতৈঃ । অস্ত-  
 দাহে বিধাতব্য মেতৈশ্চান্যৈশ্চ শী-  
 তলৈঃ ॥ নিদধ্যাদপ্সু চালোড্য নিশা-  
 পর্যুষিতংততঃ । ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং পি-  
 বতো জ্বরদাহৌ প্রশাম্যতঃ ॥ পদ্মকং  
 মধুকং দ্রাক্ষা পুণ্ডরীক মথোৎ পলং ॥  
 ষবান্ ভৃষ্টানুশীরাণি সমঙ্গাং কাশ্মরী  
 ফলং ॥ জিহ্বাতালুগলক্লোমশোষে  
 মূর্চ্চিত দাপয়েৎ ॥ কেশরং মাতুলুঙ্গস্য  
 মধুসৈন্ধব সংযুতং ॥ শর্করাদাডি-  
 ভ্যান্মা দ্রাক্ষা খর্জুরয়োস্তথা ॥ বৈর-  
 স্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডুষম্বা যথা  
 হিতং ॥ ৫৬৬

গামার ফল, রক্ত চন্দন, বেণা মূল ও মউল ফুল এই  
 চারি দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্কসের জলেতে সিদ্ধ  
 করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা চিনি মিলাইয়া  
 প্রত্যেক ৩ ঘণ্টার পরে এক ছটাক পরিমাণে চারি বার  
 পান করিলে পৈত্তিক জ্বর বিনাশ হয় ।

অমলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পদ্মপুষ্প, গামারফল, মউলফুল ও বেণামূল এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নাবাইয়া উহাতে চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তরে চারিবার পান করিলে পৈত্তিক জ্বর হইতে মুক্ত হয় ।

যষ্টিমধু ও সূঁদিপুষ্প এই দুই দ্রব্য ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে মৃদু জ্বালেতে সিদ্ধ করিয়া যখন অর্দ্ধাবশেষ হইবে তাহা নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টার অন্তর চারিবার পান করিলে পৈত্তিক জ্বর হইতে মুক্ত হয় ।

সুঁদিপুষ্প ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নাবাইয়া উহাতে চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবার পান করিলে পিত্তজন্য জ্বর হইতে মুক্ত হয় ।

কিসমিস ও সৌদালফল এই দ্রব্য ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টান্তর চারিবারেতে পান করিলে অতিশয় তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ হয় । গামরফল ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টান্তর চারিবারে পান করিলে অতিশয় তৃষ্ণা ও দাহ শান্তি হয় ।

শীতল জল মধু দিয়া মিলাইয়া পিপাসিত ব্যক্তিকে

আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা শান্তি হয় । শীতল জল চন্দনের সহিত মিলাইয়া পান করাইলে অন্তর্দাহ শান্তি হয় বট বৃক্ষের ত্বক্ যজ্ঞদুশ্বরের ছাল অশ্বথ বৃক্ষের ছাল মউল বৃক্ষের ছাল সমস্ত মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ওষণ্টান্তর আটকার পান করিলে দাহ শান্তি হয় ।

কথিত কাথ রাত্রিতে পর্য্যুষিত করিবে পরে পরদিবস প্রাতে মধু দিয়া উক্ত বিধি পূর্ব্বক পান করিলে দাহ শান্তি হয় ।

শ্বেত পদ্ম, যষ্টিমধু, কিসমিস, রক্তপদ্ম, মুঁদী, ভাঁজা, যব, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, ও গামার ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতে বিল ক্লণরূপে পেষণ করিবে পরে উহা লইয়া মস্তকোপরি লেপ দিলে জিহ্বাশোষ, তালুশোষ ও গলশোষ শান্তি হয় ।

টাবানেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধব এবং লবনের সহিত যুক্ত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখের বৈরস্য অর্থাৎ জিহ্বার স্বাদ গ্রহণে অসমর্থতা দূর হয় ।

অথবা চিনি দাড়িম্বের সহিত কিম্বা কিসমিস ও খেজুর বা-  
টীয়া মুখে ধারণ করিলে মুখের বিরসতা শান্তি হয় কিম্বা  
কথিত দ্রব্য সকল মুখে গণ্ডুষ করিলে মুখের বিরসতা  
শান্তি হয় । ৫৬৬

সপ্তস্ফদং গুড়ুচীঞ্চ নিম্বোভূর্জকমে-



বচ । কাথয়িত্বা । পিবেৎ কাথং সক্ষৌ-  
 দ্রং কফজে জ্বরে ॥ কটু ত্রিকং নাগপুষ্পং  
 হরিদ্রা কটু রোহিণী কোটজঞ্চ ফলং  
 হন্যাং সেব্যমানং কফজ্বরং । হরিদ্রাং  
 চিত্রকং নিম্বমূশীরাতিবিষে বচাং ॥  
 কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ঝাং পটোলং চাপি  
 সাধিতং । পিবেৎমরিচসংযুক্তং স-  
 ক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে ॥ সারিবাতি-  
 বিষা কুষ্ঠ পুরাথৈঃ সদূরালভৈঃ মুস্তে  
 নচকৃতঃ কাথঃ পীতোহন্যাং কফজ্ব-  
 রং মুস্তং বৃক্ষকবীজানি ত্রিফলা কটু-  
 রোহিণী পরুষকাণিচকাথঃ কফজ্বর  
 বিনাশনঃ ॥ ৫৬৭

ছাতিমের ছাল, গুলঞ্চ, নিম্বছাল ও ভূর্জ বৃক্ষের ছাল,  
 এই সমুদায় মিলিত ২ তোলা লইয়া শিলাতে ঈষৎ  
 কুটীয়া অর্দ্ধ সের জল পূর্ণ স্থালীতে দিয়া চূলাতে অগ্নি  
 জ্বালিয়া মৃদু জ্বালে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে  
 নাবাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে এককাঁচা পরিমাণে ২ ঘণ্টা অ-  
 ন্তরে আটবার পান করিলে কফকৃত জ্বর শান্তি হয় ।

শুঁট, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বরপুষ্প, হরিদ্রা, কটুকী,  
 ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে গ্র-

হণ করিয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা এক কাঁচা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ জন্য জ্বর শান্তি হয় হরিদ্রা, এরণ্ড মূল, নিম্ব ছাল, বেণার মূল, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্খালতা ও পটোল ফল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উহা ঈষৎ কুটীয়া অর্দ্ধ সের জলেতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত মিলাইয়া পরে এক কাঁচা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ কৃত জ্বরের শান্তি হয় অনন্তমূল, আতইচ, কুড়, গুগগুল, দূরালতা ও মুখা এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা এক কাঁচা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ জন্য জ্বর প্রশ্রান করেন ।

মুখা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, কটুকী ও পরুষফল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহার এক কাঁচা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফজন্য জ্বর একেবারে পলায়ন করেন । ৫৬৭

রাজ বৃক্ষাদি বর্গস্য কষায়ং মধুসংযু-  
তং । কফবাত জ্বরং হন্যাৎ শীঘ্রং  
কালেব চারিতং ॥ নাগরং ধান্যকং

ভাগীমতয়াং মুরদারুচ ॥ বচাং পপ্প-  
 কঃ মুস্তং ভূতিকমথ কট্ কলং ॥ নিঃ-  
 কাথ্য কফবাতোথে ক্ষৌত্রহিঙ্গু সম-  
 শ্বিতং ॥ পাতব্যং শ্বাস কাসঘ্নং শ্লে-  
 ষ্মোৎসেকে গলগ্রহে ॥ হিক্কাসুকণ্ঠ-  
 শ্বয়থৌ শূলে হৃদয়পার্শ্বজে ॥ ৫৬৮

সোঁদালফল, ময়নাফল, শ্যাকুল, কুরচি, খদির, পা-  
 রুল, মুর্কালতা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম, পীতবর্ণ বাঁটা  
 পুষ্পবৃক্ষ, নীলবর্ণ কাঁটা পুষ্পবৃক্ষ, গুলঞ্চ, এরণ্ড মূল, শা-  
 ঙ্গ বৃক্ষ, করঞ্জ, ডাল করঞ্জ, পটোল, চিরাতা ও কাল  
 জীরা এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যাহা প্রাপ্য হয় তাহা সমস্ত  
 মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধসের, স্থলীতে পাক করিয়া অর্দ্ধ  
 পোয়া থাকিতে নাবাইয়া মধু সহিত মিলাইয়া রাখিবেক,  
 পরে জ্বর আসিবার পূর্বে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অ-  
 ন্তর চারিবারে পান করিলে কফ বায়ু জন্ম জ্বর নষ্ট হয় ।

শুঁট, ধনে, বামুনহাটা, হরীতকী, দেবদারু, বচ, ক্ষেত্র-  
 পাপড়া, মুথা, চিরাতা ও কট্ কল এই সমস্ত দ্রব্যাদি মি-  
 লিত ২ তোলা লইয়া ঈষৎ কুটিয়া অর্দ্ধ সের জলে মৃদু-  
 জ্বালে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহাতে  
 হিঙ ও মধু মিলাইবেক পরে উক্ত কাথ জ্বর আসিবার পূর্বে  
 অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করি-  
 লে, শ্বাস, কাস, নাসা মুখ দ্বারা জল নিঃসরণ, গলার বেদনা

হিকা, কণ্ঠশোথ, হৃদয়ে বেদনা, পাশ্ব বেদনা ও কফ বাত  
জ্বর নাশ হয় । ৫৬৮

এলা পটোল ত্রিফলা ষষ্ঠ্যাঙ্কানাং বৃষ-  
স্যচ । কাথোমধুযুতঃ পীতো হস্তি পিত্ত  
কফ জ্বরং ॥ ৫৬৯

এলাইচ, পটোল, ত্রিফলা, ষষ্ঠীনধু ও বাকস এই সকল  
সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলেতে পাক করিয়া  
অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া মধুর সহিত মিলাইবেক পরে  
জ্বর আসিবার পূর্বে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর  
চারি বারে পান করিলে পিত্ত কফ জন্য জ্বর নাশ হয় । ৫৬৯

কটুকা বিজয়া দ্রাক্ষা মুস্ত পপ্পটকৈঃ  
শৃতঃ । কষায়ো নাশয়েৎ পীতঃ শ্লেষ্ম  
পিত্ত কভবৎ জ্বরং । ভার্গীবাচা পপ্প  
ক ধান্য হিঙ্গু তয়াঘনৈঃ ॥

কাশ্মার্ষনাগরৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপি  
ভুজে । সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকা মুষ্ণ  
বারিণ । পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্ত  
সমুদ্ভবং । ৫৭০

কটুকী, সিদ্ধি, কিস্‌মিস্‌, মুথা ও ক্ষেৎপাপড়া, এই  
সমস্ত মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধ সের স্থালীতে দিয়া পাক  
করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া জ্বর আসিবার পূর্বে

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করিলে শ্লেষ্ম পিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বামুনহাটী, বচ, ক্ষেপাপড়া, ধনে, হিঙ, হরীতকী, মুথা, গামার ফল ও শুঁচ এই সমস্ত মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ মের জল স্থালীতে দিয়া মৃদু জ্বাল বহিতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহাতে মধু মিসাইবেক পরে জ্বর আসিবার পূর্বেতে রোগি অর্দ্ধ ছটাক উহার কাথ ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করিলে শ্লেষ্মা পিত্ত-জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

জল /১ মের স্থালীতে দিয়া চুলাতে বসাইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সিদ্ধ করিবেক যখন ঐ জল অর্দ্ধ শের হইবে তখন উহাতে কটুকী ২ তোলা ঈষৎ ছেঁচিয়া ফেলাইয়া দিয়া সরাদিয়া হাঁড়ি মুখ বন্ধ করিবেক পরে শীতল হইলে উহাতে চিনি মিসাইবেক। অনন্তর রোগীর জ্বর আসিবার পূর্বে এক ছটাক পরিমাণে উক্ত কাথ আটবারে পান করিলে কফ পিত্ত জন্য জ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৫৭০

কিরাততিক্তমমৃতং      দ্রাক্ষামামলকং  
 শঠী ।      নিঃকাথ্য বাতপিত্তোথিতং  
 কাথং সগুড়ং পিবেৎ ॥ রাস্মা বৃষো-  
 থে স্ত্রিকলা রাজ বৃক্ষ ফলৈঃ সহ ।  
 কষায়ঃ সাধিতঃ পীতোবাত পিত্তজ্বরং  
 জয়েৎ ॥ ৫৭১

অবধৌত তন্ত্র ।

চিরাতা, গুলঞ্চ, কিস্মিস্, আমলা ও শাঠী, এই কয়টা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মিলিত ২ তোলা পরিমাণে তৌল দণ্ড দ্বারা পরিমিত করিয়া শিলাতলে ঈষৎ পেষা করিবেক পরে অর্দ্ধ সের পরিমিত জল হাঁড়িতে রাখিয়া চুলাতে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া মৃদু মৃদু জ্বালেতে পাক করিবে যখন দেখিবেক অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণ কাথ, বিদ্যমান আছে তখন চুলা হইতে হাঁড়ি নাবাইরা পুরাতন গুড়ের সহিত মিলিত করিবে পরে ঈষদুষ্ণ থাকিতে পাত্ৰান্তরে রাখিবেক পরে রোগী ঐ কাথ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তরে আট বারেতে পান করিলে জ্বর হইতে মুক্ত হয় ।

রাস্না, বাকসের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, সো-দাঁল বৃক্ষের ফলের শাঁস এই কয়েকটা দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলাতলে ঈষৎ পেষা করিয়া হাঁড়িতে অর্দ্ধসের জলেতে অর্পিত করিবেক, পরে চুলাতে বৈশ্বানরকে আহ্বান পূর্বক মন্দ মন্দ জ্বালেতে পাক করিবেক যখন কাথ নিরীক্ষণ করিলে অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট আছে, তৎ সময়েতে চুলা হইতে হাঁড়িকে অবতারণ করিয়া শুরু বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্ৰান্তরে অবশিষ্ট কাথ রাখিবেক এবং উচ্ছিষ্ট কাথ দ্রব্য গুলি ফেলাইয়া দিবে কাথটা শীতল হইলে রোগী অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ কাথ গ্রহণ করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তরে আট বারেতে পান করিবে ।  
তদ্বারা রোগী জ্বর ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৫৭১

জ্বর ব্রহ্মান্ত্র ।

বিপনীঞ্চ সমাগম্য শুভ্র বর্ণং সুশোভ  
 নং । আনীয় সন্থলং দেবি তোলক  
 ছয় সন্নিতং ॥ স্বচ্ছ গোমূত্র মানীয় শ-  
 রাবে স্থাপয়েদুধঃ । নস্থলং তত্রসং-  
 ক্ষিপ্য দিবসত্রয়মেবচ ॥ তত উল্ল-  
 ত্য দেবেশি কুকশিষ্মারসেযুচ । স্থা-  
 পয়েদ্দিনমেকস্ত ততঃ স্বচ্ছ জলেনচ ॥  
 সংশোধ্য স্থাপয়েদ্দোবি নির্মলে কাঁচ  
 পাত্রকে ॥ একশর্ষপগানং তং জ্বরা-  
 গমনপূর্বতঃ । ফেণীমধ্যগতং কৃত্বা  
 ভক্ষেচ্চ স্থিরমানসঃ ॥ অথবা শর্করা  
 দ্রাবৈঃ পীত্বা রোগী সুখী ভবেৎ ॥  
 এবং দিনত্রয়ং ভুক্ত্বা মুচ্যতে জ্বর  
 সঙ্কটাত্ জীর্ণ জ্বর তথা বাতে ক-  
 ম্পজ্বরে বিশেষতঃ নিশ্চিতং জ্বর মুক্তঃ  
 স্যাৎ সত্যং সত্যং নশৎশয়ঃ । ১৭২

বাজারেতে গমন করিয়া যেত বর্ণ সুন্দর ছবি সেকো  
 ২ তোলা পরিমাণে আনিয়া নুতন সরাত নির্মল গো-  
 মূত্র রাখিয়া উহাতে আনীত সেকো ২ তোলা ৩ দিবস

রাখিবেক পরে তিন দিবস পরে তথা ইহাতে উঠাইয়া  
কুকসিমা রসেতে এক দিবস ডুবাওয়া রাখিবেক পর দিবস  
তথা হইতে তুলিয়া নির্মল জল দ্বারা সেকোকে ধৌত  
করিয়া মুখাইয়া পরে উহার এক শরিষা পরিমাণে লইয়া  
ফেনী বাতাসা অথবা চিনির পানার সহিত রোগীকে  
৩ দিবস খাওয়াইবেক পরে ইহাতে রোগী সামান্য জ্বর,  
জীর্ণ জ্বর, বাত, কম্প জ্বর, হইতে মুক্ত হয় ইহাতে সংশয়  
নাই । ৫৭২

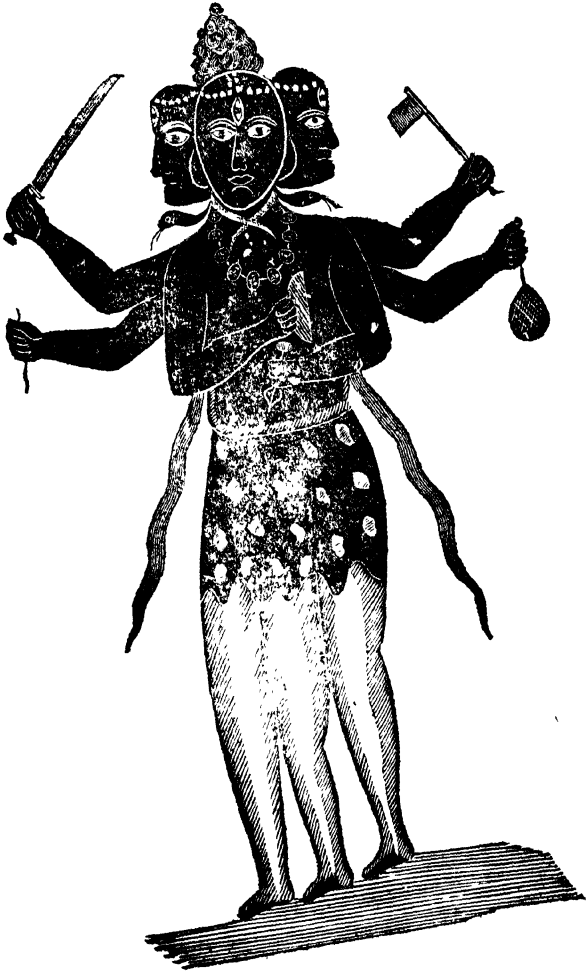
খর পুনর্নবাং রক্তাং গৃহীত্বা রবিবাসরে  
তস্য। মূলঞ্চ সংছিদ্য মাষমেকঞ্চ সুন্দ-  
রি সার্কিষয় মরিচৈশ্চ বুক্তং কৃত্বা ততঃ  
পরং ভুক্ত্বা পীত্বা সচ্ছ বারি মুচ্যতে  
জ্বর সঙ্কটাং কম্প জ্বরে বিশেষেণ পা-  
তব্যং দিবস ত্রয়ং এবং কৃত্বা মহেশানি  
জ্বরস্য মূল নাশনং । ৫৭৩

রবিবার দিবসেতে রক্ত বর্ণ গাধা পুনর্নবার মূল আ-  
নিয়া তাহার মূল ছেদন করিয়া এক মাষা পরিমাণে লইয়া  
তাহাতে আড়াইটা মরিচ যোগ করিয়া ভক্ষণ করিয়া শীতল  
জল পান করিবে এই প্রকার তিন দিবস করিলে জীর্ণ জ্বর  
সামান্য জ্বর কম্পজ্বর হইতে মুক্ত হয় । ৫৭৩

জ্বর সমাপ্তঃ ।



জ্বরের প্রতিমূর্তি ।



## শুধ্যাত্ত্বি পত্র ।

পৃঃ	পং অশুদ্ধ	শুদ্ধ	।	পৃঃ	পং অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১ দ্য	দ্যো	।	৭	১ কৃত্য	মর্দ্য
৪	৪ কৈঃ	কং	।	২	গুবাবটী	চবাবটী
১৩	১৩ দ্বং	দ্ব্যং	।	৫	দধ্যন্ন	দধ্যন্নং
১৩	১৩ বা	বাং	।	৬	তব্য	তব্য
১৬	১৬ ভুক্ত	ভক্ত	।	১৫	সদ্য	সদ্যো
২১	২১ ভাবনা দিবেক	৮		৭	সাজ্জং	সাজ্জ
	পরে রাইশরিষা			৯	সনয়ে	শনয়ে
	হইবেক	।		১০	সোস্ত্রমং	সোস্ত্রমঃ
৩	৭ সে তা সৈভা	১২		২	কস্মিন	কস্মিন্
	৮ সদ্য	সদ্যো	।	৪	চাতুর্থ	চতুর্থ
	১৯ শাসতে	শাসতে	।	১৯	বটিকাং	বটিকা
৪	১৯ পচার	পচারং	।	১১	জ্জ্বরঃ	জ্জ্বরং
৫	২ য়েৎনাত্র	য়েন্নাত্র	।	১	শিচদাত্র	শিচদাত্র
	৩ সদ্য	সদ্যো	।	৩	চরম	চরমং
	৩ বিমুক্তয়েৎ	বিমুক্তয়ে	।	৬	টঙ্গনং	টঙ্গনং
	১২ তালঃ	তালং	।	৬	ত্রিদিনং	০
	১৩ কেভা	কৈভাবয়ে		৭	মুষঞ্চ	মুষাঞ্চ
	১৪ রতি	রতিং	।	৮	লাকারং	লাকারাং
	১৬ সদ্য	সদ্যো	।	৮	তন্মধ্যং	তন্মধ্যে
	১৯ ন্দূশির	সিন্দূর	।	৯	ক্রাদ্র	ক্রাদ্র
৬	৮ বারী	বারি	।	১১	ভস্মং	ভস্ম
	১৬ হরিদ্রা	১ পরে		১৬	গুগুলং	গুগ্‌গুলুং
	দারু হরিদ্রা	১		১৫	কাষায়েন	কষায়েণ
	১৬ রস	১ রস	।	৩	প্রহরেৎ	প্রহতে

ପୃଃ	ପୁଂ	ଅଶୁଦ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧ	।	ପୃଃ	ପଂ	ଅଶୁଦ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧ
୧୦	୧୦	ଟାକ୍ଷକ	ଟାକ୍ଷକ	।	୧୧	ବକ୍ତ୍ରେ	ବକ୍ତ୍ରେ	ବକ୍ତ୍ରେ
	୧୧	କ୍ଷଣେ	ମୁକ୍ଷ	।	୧୧	ପାଚ୍ୟ	ପାଚ୍ୟ	ପାଚ୍ୟ
		ତି	କ୍ଷଣେ	।	୧୨	ଧୁସ୍ତୁରା	ଧୁସ୍ତୁରା	ଧୁସ୍ତୁରା
୧୫	୧୧	ବୈକ୍ରାନ୍ତ	ବୈକ୍ରାନ୍ତ	।	୧୩	ପୁଷ୍ପି	ପୁଷ୍ପି	ପୁଷ୍ପି
	୧୧	ତୀକ୍ଷ୍ଣ	ତୀକ୍ଷ୍ଣ	।	୧୪	ମଞ୍ଜୁକୀ	ମଞ୍ଜୁକୀ	ମଞ୍ଜୁକୀ
	୧୮	ଷଡ୍ଭିତ	ଷଡ୍ଭିତ	।	୧୫	କରବି	କରବା	କରବା
	୨୦	ୟେନ	ୟେନ	।	୧୫	କସ୍ମି	କାକଲଃ	କାକଲଃ
	୨୧	ଭୃଞ୍ଜି	ଭୃଞ୍ଜ	।	୧୫	ପାଠାନାଟା	ପାଠା	ପାଠା
	୨୧	ତିଳ	ତିଳ	।	୧୬	ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟ	ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟ	ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟ
	୨୨	ମାଛି	ମାଛି	।	୧୭	କ୍ଷିଦ୍ଧ	କ୍ଷିଦ୍ଧ	କ୍ଷିଦ୍ଧ
	୨୨	ମହାରକ୍ଷି	ମହାରକ୍ଷି	।	୧୮	ବରାହ	ବରାହ	ବରାହ
	୨୨	କାକଲୀ	କାକଲୀ	।	୧୯	ତଏ	ତଏ	ତଏ
୧୬	୧	କଟୁତୁଷ୍ଟି	କଟୁତୁଷ୍ଟି	।	୨୦	ସତ	ସତ	ସତ
	୮	ଦନ୍ତା	ଦନ୍ତା	।	୨୧	୧	ରସ	ରସ
	୮	ସର୍ବାଟ	ସର୍ବାଟ	।	୬	ଅନ୍ଧଗନ୍ଧା	ରାହିସରିଷା	ରାହିସରିଷା
	୧୦	ପର୍ଯ୍ୟେତ	ପର୍ଯ୍ୟେତ	।	୨୧	ଶିଳାଃ	ଶିଳା	ଶିଳା
୧୭	୧	କାଳି	କାଳି	।	୨୨	୧	ଦ୍ରବ୍ୟମଂ	ଦ୍ରବ୍ୟମଂ
	୧୪	ଲବଣେ	ଲବଣେ	।	୮	ରସେ	ରସେ	ରସେ
	୧୫	ତତଃ	ତତ	।	୧	ବନିର୍ଗମ	ବନିର୍ଗମ	ବନିର୍ଗମ
୧୮	୧୦	ମୂର୍ଦ୍ଧ	ମୂର୍ଦ୍ଧ	।	୧୨	ଲୋହ	୨	ପରେ
	୧୦	ସାମଂ	ସାମଂ	।	୨୧	ଓ	ମନଛାଳ	ହସିବେ
	୧୪	ସାନ୍ତ୍ରଂ	ସାନ୍ତ୍ରଂ	।			ଟଙ୍ଗନକ	ଟଙ୍ଗନକ
	୧୮	ଶୁହ	ଶୁହ	।	୨୦	୩	ଭବନାଚୟ	ଭବନାଚୟ
	୧୮	ଗୋପ	ଗୋପ	।	୬	ମୂଳାଂ	ମୂଳ	ମୂଳ
୧୯	୧	ଶମ୍ଭୁ	ଶମ୍ଭୁ	।	୭	ମଂସ୍ୟମେ	ମଂସ୍ୟମେ	ମଂସ୍ୟମେ
	୨	ଭୂବି	ଭୂବି	।	୧୧	କନା	କନା	କନା
	୨୦	ସମ୍ଭୁ	ସମ୍ଭୁ	।	୨୨	ସୋଟେ	ସୋଟେ	ସୋଟେ
୨୦	୮	ରାଜିକା	ରାଜିକା	।	୧୪	ଭୃକ୍ତ	ଭୃକ୍ତ	ଭୃକ୍ତ
	୮	ସୂକ୍ଷ୍ମା	ସୂକ୍ଷ୍ମା	।	୧୬	ଜୟେତ	ଜୟେତ	ଜୟେତ
	୯	ରୁକ୍ଷା	ରୁକ୍ଷା	।	୧୭	ରୟେତ	ରୟେତ	ରୟେତ

পৃঃ	পৃঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	।	পৃঃ	পৃঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৫	ভ্রমরনালী	পরে ভীম	।	৩৯	১৬	ত্রিমদং	ত্রিমদং
		রাজরসে	চিতার রসে			১৯	মণ্ড	মণ্ডু
	১২	দ্রব্য	দ্রব্য	।	৪০	১৯	ত্রায়মানা	ত্রায়মাণা
	১৬	দ্রতং	দ্রতং	।	৪১	৮	পর্নী	পর্নী
	১৯	ককথঞ্চ	কঞ্চ	।		১৭	অন্তবহি	অন্তবহি
	২১	পালিতা	শিগ্রু	।		২০	গঞ্চ	গুঞ্চ
২৫	১২	মূলরসের পর	ভীম	৪৩	৫	মশ্বং	মশ্ব	
		রাজরসে ও আদার				৬	মুঘলীশ্বব	মুঘলীশ্বব
		রসে হইবে।				১২	রস্থিতং	সরস্থিতং
	১৩	উহাতের পর	জা-	।	৪৪	৯	ভাঙ্গনং	ভাঙ্গনং
		য়ফল হইবে।		৪৬		৩	সপ্ত	০
	১৮	বৎস্যা	বৎসনা	।		৫	শুবাং	০
২৬	১০	বর্দ্ধতে	বদ্ধনং	।		৬	মরোচকঞ্চ	
২৭	৬	দারঞ্চ	দারস্য	।			মরোচঞ্চ	
	১২	শলী	শ্লী	।		৬	চির	চিরমন্তুবাং
২৯	৪	দ্বিগুনং	দ্বিগুং	।		৬	জয়	জয়
	১৪	কষাঃ	কষা	।		৬	রসনামা	রসোনামা
৩১	৮	দ্বিগুনং	দ্বিগুং	।	৪৭	৮	কনা	কণা
	১৭	বলং	বল	।	৪৮	৫	কেনচ	কেন
	২০	নচত	নাচঃ	।		১০	মুক্তা	মুক্তা
	২১	পান্তরং	পাতরং	।	৫২	১০	শোভাঞ্জ	শোভাঞ্জ
৩২	১	সূরৈ	সূরৈ	।	৬১	১৮	গক্ষু	গোক্ষু
	১৯	ভাগঞ্চ	ভাগৈঞ্চব	।	৬২	১২	কমুথ	কমুথ
৩৩	১	খপ	খর্প	।	৬৩	৪	।	০
	১২	সংরূপ	স্বরূপ	।		৭	জানুপানে	জানুপানে
	১৪	ক্ষনেন	ক্ষণেন	।	৬৩	৩	পক্বা	পক্বা
৩৬	৬	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	।	৬৫	৭	বলাঞ্চ	বালঞ্চ
	৬	সংকীর্ণ	সংকীর্ণক	।		১২	টঙ্গনং	টঙ্গনং
	২০	টঙ্গনং	টঙ্গনং	।		১৩	তাধ্য	তম্যা
৩৮	১৮	তাম্রু	তাম্র	।	৬৫	১৯	দূক্ষ	দূক্ষ

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	।	পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	২০	কৃত্বা	কৃত্বা	।	২০	১৩	তুল্যঞ্চ	স্বতুল্যঞ্চ
৬৬	১	টঙ্কনং	টঙ্কনং	।		১৫	দাতব্য	দাতব্যং
	১	টঙ্কনা	টঙ্কনা	।	২১	১০	মাত্রেণ	মাত্রেণ
	১৩	সাক্ষয়	সাক্ষয়	।		১১	পরাদ্দ	পরাদ্ধি
৬৮	১৬	কং	কং	।	২২	৯	মৃতক্রান্ত	মৃততান্ত্র
৭০	১৩	দংষ্টো	দংষ্টো	।		১১	তথা	তথা
	১৮	পন্যা	পর্ণ্যা	।	২৪	৯	গোপ্য	গোপ্যঃ
৭৩	৩	হরীতকী	তৈতুলের	২৫		৪	ফেনকঃ	ফেনকঃ
		কাথে	রসে	।		১৭	কষণ	কৃষণ
	১০	ময়ূর	ময়ূর	।	২৬	৩	বুধৈঃ	বুধৈঃ
৭৪	১৯	মানতঃ	মাণতঃ	।		৯	প্রদয়ে	প্রদরে
৭৬	৫	শিতে	শিতাং	।	২৭	২০	।, হেমং	০ হেমং ।
৭৭	১৪	দোষা	দোষা	।	২৮	১	॥০	০
৭৮	২	কারিনা	কারিনাং	।		১৭	জম্বীরস	জম্বীরজ
	৪	কম্পো	কম্পো	।	১০২	৫	তাচমু	তচ্চমু
৭৯	৭	বাদিকং	বৈর্ভাব্যং	।	১০৩	৩	মেদে	মেদো
	১৪	বিষলা	লজ্জা	।		৩	জ্বরং	জ্বরং
		জ্বলী	বতী	।		১৬	রসং	রস
	১৯	রসৈঃ	দ্রবৈঃ	।	১০৪	৫	সপ্তব	সপ্তৈব
৮০	১৪	ভূঞ্জিত	ভূঞ্জিত	।		১৬	বিজয়াঃ	বিজয়া
৮১	১১	দার্কঞ্চ	দর্দঞ্চ	।	১০৫	৫	শৈবং	শৈব
	১৪	ক্রবাং	ত্রাষণং	।		৭	বটিকাং	বটিকা
	১৮	গুল্মা	গুল্ম	।	১০৬	১৪	শ্লেষ্মাং	শ্লেষ্ম
৮৩	১	যবমানত	যবমানতঃ	।		২০	হানানং	হানং
৮৪	১০	কটুয়ঞ্চ	কটুত্রয়ঞ্চ	।	১০৮	৭	পাঠানা	পাঠা
	১৭	ত্যাং	ত্যা	।		৭	ক	কণা
৮৫	২০	পুটে	পুটে	।	১০৯	১২	জ্বরন	জ্বরং
৮৭	২	ম্নিসূত	ম্নিসূতং	!		১৬	ষক্শৈব	ষজ্শৈব
	৬	শুক	শুকা	।	১১১	২	বর্দ্ধনং	বর্দ্ধনঃ
৮৮	৬	দ্বৈদ্য	দ্বৈদ্যঃ	।		১২	মাণঞ্চ	মাণঞ্চ

পৃঃ	পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	।	পৃঃ	পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১৩	গুঞ্জাক্ট	গুঞ্জামড্	।	১৩৪	৮	স্তথা	স্তথা
	১৩	প্রতে	প্রতো	।		১১	য়েৎমাত্র	য়েমাত্র
	১৬	সোভাঞ্জ	শোভাঞ্জ	।	১৩৫	৭	কিলাফ	কিলাফো
১১২	২২	তুচচবুচ্	তুবুচ্	।		১০	জঠৈঃ	জঠৈঃ
১১৩	৯	কোদিচ্য	কোদীচ্য	।		১২	হানাং	হানং
	১০	দাহো	দাহ	।		১২	যকুত	যকুতং
	১৭	ক্রমণং	ক্রমণং	।		১৩	মিদং	মিদ
১১৩	১৭	বিঙ্কু	হিঙ্কু	।		১৪	গেমু	গেমু
১১৫	৫	গুঞ্জৈকাং	গুঞ্জৈকা	।		১৪	মোজ	যোজ
	৫	বটীকাং	বটিকা	।	১৩৬	১৬	দনং	খনং
	৫	কার্ম্যান	কার্ম্যাতা	।	১৩৭	৫	প্পলী	প্পলী
১১৭	১৮	পুটে	পুটে	।		১৮	ত্রয়ং	ত্রয়
১২০	১০	মূভাষি	মুভাষি	।	১৩৮	১৭	দাক	দাকু
১২১	১০	শৈচব	শৈচব	।		২১	ভুক্ত	ভুক্ত
১২৩	১০	মাগ্নিঞ্চ	মাগ্নিঞ্চ	।	১৩৯	১	স্থংঅস্থি	স্থমস্থি
	১০	বিষমং	বিষমং	।		১৯	জীরক	জীরকং
	১২	প্যাচতে	পচাতে	।	১৪২	৭	রেনুকং	রোংকং
১২৪	১৯	হস্তিং	হস্তি	।		১০	দ্রবৈ	দ্রবৈ
১২৬	৯	হেতৈৎ	হোতৎ	।		১৩	কস্তং	কস্তং
১২৭	৮	শ্বি	শ্বি	।	১৪৪	১১	পাণ্ডু	পাণ্ডু
১২৮	১৩	জ্বর	জ্বরা	।		১২	ত	তং
১২৯	১১	ত্রয়মা	ত্রায়মা	।	১৪৫	৪	মৃদু	মৃদু
	১১	উশির	উশীর	।	১৪৬	৭	মূর্গা	মূর্গা
	১৩	মাযুক্তং	মাযুক্তং	।	"	১৩	দোষ	দোষ
১৩১	৫	ত্রাশ্চি	ত্রাশ্চি	।	"	২০	বান্দৈমল	বান্দৈমল
	১২	কুন্কুমা	কুঙ্কুমা	।	১৪৭	২	স	ং
	১৩	রসনং	সরলং	।	"	"	সৌদ	সৌদ
	১৪	প্রশ্চিকং	গ্রশ্চিকং	।	"	৯	পাঠিত	পাঠিত
১৩৩	১০	বীর্ষান্তঃ	বীর্ষান্তে	।	"	১৮	রসো	রসো
	১১	বিদ্যা	বিদ্যাং	"	"	"	মুদ্রায	মুদ্রায

পৃঃ	পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	।	পৃঃ	পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৮	১	যেষা	যূষে।	।	১৫৯	১৫	হিতৈঃ	হিতৈঃ
"	১৭	চিরাৎ	চিরাৎ	।	"		যথান্নো	যথান্নো
১৫২	৯	চূণ্য।	চূল্য।	।	১৬০	৫	ভুঞ্জালো	ভুঞ্জামো
	১৬	করিয়ার পরে পাদা- বশেষ থাকিতে নাবাই য়া হইবে।			"	৭	ভুক্ত	ভুক্ত
					"		ষেটা	ষেচ
					১৬৩	১৫	চিকি	চিকি
১৫৪	১	চলা।	চূলা।	।	১৬৫	১২	শ্বেনো	শ্বেনো
"	১৩	শিখা।	শিখা।	।		১৮	তোলাক	তোলাক
"	১৪	পূর্বক	পূর্বক	।	১৬৬	৭	শ্বর	শ্বর
১৫৫	১৭	চক্ষুক	চক্ষুকং	।		৮	গুললু	গুলু
"	২১	কত্র	একত্র	।	১৬৭	১	ধূপ	ধূপ
১৫৬	৫	সমুৎ	সমুৎ	।		৬	কুদ্যো	কুদন্যা
"	৬	স্বত্রৈ	স্বত্রৈঃ	॥	১৬৮	১৪	যায়ম্বা	যায়ম্বা
১৫৭	৩	শ্বেত	শ্বেত	।		৪	রস্ব	রস্ব
"	১৩	স্বনহা	স্বনহা	।		১৭	পহং	পহঃ
"	১০	মগ্ধ	মগ্ধং	।		১৮	স্বাপ্ত	স্বাপ্ত









অব্রের ঐতিমূর্তি ।











